

ওয়েস্টার্ন

লুটপাট

কাজি মাহবুব হোসেন

এক

উত্তর থেকে আগত বিশেষ ট্রেনটা ধীর গতিতে গ্র্যানিট ফর্কস স্টেশনে এসে থামল। ফোঁস-করে সাদা বাষ্পের একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এঞ্জিনটা স্তব্ধ হলো।

তিনটে যাত্রীবাহী কামরা থেকে লোকজন প্ল্যাটফর্মে নামছে। সবার পরনেই কালো বা গাঢ় রঙের পোশাক। বার্নি বার্কলেও গাঢ় রঙের সিউট পরে অস্বস্তিভরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সদ্য আগত সরকারি পারিষদবর্গ, মেয়র, আর পৌরসভার কর্মকর্তাদের ভিড়ে ডিক ব্যারনকে খুঁজছে। স্টেশন থেকে তাকেই নিয়ে যেতে এসেছে বার্নি। কিন্তু এত লোকের মাঝে সে কি ডিক ব্যারনকে চিনতে পারবে? মনে সন্দেহ জাগছে ওর। নিখুঁত বর্ণনা দেয়া হয়েছিল বলে সে ঠিকই চিনতে পারল।

লোকটা লম্বায় তার চেয়ে কিছুটা খাটো। বাদামী রঙের লোকটার আঁটসাঁট গড়ন। গোঁফের তুলনায় ওর চোখ বেশি ধূসর। কালো স্টেটসনের হ্যাটটা প্রাণবন্ত ভঙ্গিতে একটু কাত করে মাথায় বসানো। ভিড়ের সাথে গেটের দিকে এগোচ্ছে।

বার্নি লোকটার পাশে হাজির হয়ে বলল, 'মিস্টার ব্যারন?'

ডিক ব্যারন থেমে বার্নির দিকে চেয়ে বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর বন্ধুসুলভ কৌতূহল প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে কি আমি চিনি?'

'না, স্যার,' জবাব দিল সে। 'তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ইলাই আমাকে পাঠিয়েছে। আমি বার্নি বার্কলে।'

হেসে হাত বাড়িয়ে দিল ব্যারন। 'তুমি ইলাই-এর সেক্রেটারি। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, বার্নি।' চওড়া কাঁধের লোকটাকে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখল ডিক। ওর প্রশান্ত মেদহীন চেহারার নীল চোখ দুটোর পিছনে একটা উদ্ধত বেপরোয়া ভাব লুকিয়ে আছে। উঁচু নাকের হাড়টা ভাঙার পর আর ঠিক মত বসেনি। ব্যারন বলল, 'তোমাকে

মোটেও অফিস সেক্রেটারির মত দেখাচ্ছে না, বার্নি। নিশ্চয় ইলাই তোমাকে ঘোড়ার মত সর্বক্ষণ বাইরে-বাইরেই রাখে।'

হাসল বার্নি। 'তা হলে তো ভালই হত।' ইন্ডিয়ানদের মত থুতনি দিয়ে ইশারা করে সে বলল, 'ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়িটা আমাদের জন্যে ওদিকে অপেক্ষা করছে। তোমার সাথে কোন মালপত্র আছে?'

'না। ট্রেনটা টার্মিনালে শেষ হওয়ার একঘণ্টা পরেই আবার ফিরে যাবে।'

সারি সারি ঘোড়ার গাড়ির পাশ দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। গাড়োয়ানরা স্টেশন থেকে চার্চ হয়ে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে চিৎকার করে সম্ভাব্য খদ্দের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। নির্দিষ্ট গাড়ির কাছে পৌঁছে ডিককে আগে ওঠার সুযোগ দিয়ে পরে নিজেও উঠে বসে চালককে ক্যাপিটল ভবনে যাওয়ার নির্দেশ দিল বার্নি।

ঘোড়ার গাড়ি চলা শুরু করলে ডিক প্রশ্ন করল, 'ইলাই কেমন আছে?'

একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'আমার মনে হয় সর্বক্ষণ কষ্টের মধ্যেই আছে ও, কিন্তু নিজের মুখে তা কখনও স্বীকার করবে না।'

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল ডিক, মুখে কিছু বলল না। ফ্রন্ট স্ট্রীট পার হতেই পাহাড়ের মাথায় পাথরের তৈরি বিশাল সংসদ ভবন ওদের চোখে পড়ল। সেপ্টেম্বরের চমৎকার রোদ ঝলমলে সকালে ভবনের জানালাগুলো থেকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

গ্র্যানিট ফর্কস শহরটা মূলত গরু-ব্যবসায়ীদের শহর। দুটো রাস্তা আর নদীর মধ্যবর্তী ত্রিভুজের মত আকৃতির উঁচু-নিচু জমির ওপর গড়ে উঠেছে এই শহর।

ঘোড়াটা বেশ কষ্ট করেই গাড়িটাকে টিলার ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠাল। তারপর পাথর বিছানো পথ পেরিয়ে তিন তালা দালানের সিঁড়ির কাছে এসে থামল।

গাড়ি চালককে অপেক্ষা করতে বলে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দালানের ভিতরে ঢুকল ওরা। করিডর ধরে কিছুটা এগিয়ে বাম দিকে মোড় নিল।

ক্রতপায়ে একটু এগিয়ে একটা পিলটি করা সোনালি ফলক আঁটা দরজা খুলে সরে দাঁড়াল বার্নি। ফলকে লেখা রয়েছে, ইলাই ডার্বি, লেফটেন্যান্ট গভর্নর।

ভিতরে ঢুকল ডিক। কামরায় দুটো ডেস্ক আর একটা ফাইল রাখার

ক্যাবিনেট। দুপাশের দেয়াল ঘিরে রয়েছে চামড়ায় মোড়া বেঞ্চ। ডান দিকের দেয়ালের দরজাটা খোলা। বার্নি বলল, 'সোজা ঢুকে যাও, মিস্টার ব্যারন, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছে ইলাই।

হ্যাটটা খুলে ফেলল ডিক। ঘন কাঁচা-পাকা চুল বেরিয়ে এল। দরজা দিয়ে ইলাই-এর বিশাল অফিস কামরায় ঢুকল সে। ওকে ঢুকতে দেখেই ভারী বেতের লাঠির ওপর ভর দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইলাই।

কালো চুলওয়ালা লেফটেন্যান্ট গভর্নর ইলাই ডার্বির চোখের রঙও কালো; বয়স পঁয়ত্রিশ। লম্বা গড়নের লোকটা ডেস্ক ঘুরে হাসি মুখে এগিয়ে আন্তরিকতার সাথে হাত বাড়িয়ে দিল। 'তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে,' বলল ইলাই। 'কতদিন পরে আবার দেখা হলো?'

'উদ্বোধনীর পর এই প্রথম। তোমাকে বেশ চাঙ্গা দেখাচ্ছে।'

'চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে সে বলল, 'বসো, ডিক। তোমার পরিবারের সকলে কেমন আছে?'

'সবাই চমৎকার আছে। ধন্যবাদ।'

বসার আগে কামরার চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল ডিক। দূরের দেয়ালের পাশে কয়েকটা বইয়ের শেলফ। মাঝখানে একটা চামড়ায় মোড়া সোফা। ডানপাশে একটা বড় টেবিলের চারপাশে গোটা ছয়েক চেয়ার। ফুলের নক্সা করা পুরু কার্পেটে পুরো কামরাটা ঢাকা। দেয়ালে ঝুলছে প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের ছবি। মোটামুটি চমৎকার একটা কামরা।

কনফারেন্স টেবিল দেখিয়ে ডিক প্রশ্ন করল, 'বিলি গ্রেহামের মত তুমিও কি ঘন ঘন কর্মচারীদের নিয়ে আলোচনার জন্যে মীটিঙে বসো নাকি? লোক না হলে সে তো হল থেকে লোক ধরে আনত।'

খুঁড়িয়ে এগিয়ে দ্বিতীয় চেয়ারটা ঘুরিয়ে ডিকের মুখোমুখি বসল ইলাই। 'আমি আজ পর্যন্ত কোন মন্ত্রণা সভা ডাকিনি। আমার জানা মতে কেবল একজনই ওখানে মাঝেমাঝে বসে–সে হচ্ছে এখানকার ঝাড়ামোছা করার কাজের মেয়ে। ওখানে বসে সে বিশ্রাম নেয়।'

ডিকের সাথে বার্নিও ভিতরে ঢুকেছিল, এখন সে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'বার্নি, তুমি গভর্নরের অফিসে একটু খবর নিয়ে দেখো তো ওর কোন খবর পাওয়া গেল কিনা?'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেল বার্কলে। ইলাই বলল, 'আমাদের হাতে ফিউনারেলের আগে ঘণ্টাখানেক সময় আছে, ডিক। আমার মনে হয় না সিদ্ধান্তটা নিতে তোমার এত সময় লাগবে।'

'কিসের সিদ্ধান্ত, ইলাই?' কৌতূহল সংযত করে বন্ধুসুলভ স্বরে প্রশ্ন করল ডিক।

'তুমি কি জানো, বর্তমান গভর্নরের দিকে তাকিয়ে আছ তুমি?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে সে বলল, 'তাহলে গভর্নর অ্যাডাম বেকন স্টেটের বাইরে কোথাও গেছে?'

'ঠিক ধরেছ; সুতরাং সে না ফেরা পর্যন্ত আমিই গভর্নর। অ্যাডাম মনটানার কোথাও শিকারে গেছে। ওর এবং আমার অফিস অ্যাডামের সাথে যোগাযোগ করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে।' মৃদু হেসে সে আবার বলল, 'অবশ্য আমার চেয়ে ওর অফিসই বেশি সচেষ্ট।'

'কেন, ইলাই?'

লাঠিটা চেয়ারের সাথে ঝুলিয়ে রেখে সে বলল, 'ঘণ্টাখানেক পরেই আমরা পরলোকগত অ্যাটর্নি জেনারেল ক্লড কেইনকে কবর দিতে যাচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকাল ডিক। 'হ্যাঁ, সেই কঠিন শত্রুকে শেষ-সম্মান জানাতেই আমি এসেছি।'

'তুমি সেই কারণে গ্র্যানিট ফর্কে এলেও, ওই কারণে তোমাকে স্টেশন থেকে এখানে ধরে আনা হয়নি।'

'না, তোমার টেলিগ্রাম পেয়েই আমি এখানে এসেছি, ইলাই। তুমি আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলে—কিন্তু কেন?'

'কারণটা খুবই সহজ,' শান্ত স্বরে বলল ইলাই। 'অ্যাডামের অনুপস্থিতিতে আমিই এখন গভর্নর, এবং আমি তোমাকে অ্যাটর্নি জেনারেলের পদে নিয়োগ করতে চাই, ডিক।' একটু থেমে সে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কাজটা নিতে রাজি আছ?'

নীরবেই ওরা আধমিনিট পরস্পরকে যাচাই করে দেখল। তারপর ডিক বলল, 'তোমার কথা ভেবেই কাজটা আমার নেয়া ঠিক হবে না, ইলাই। আমাকে নিয়োগ করলে অ্যাডাম তোমাকে ধ্বংস করার জন্যে উঠেপড়ে লাগবে। ওর সাথে আমার বিরোধ যখন এটা টেরিটোরি (মুক্ত এলাকা, যেটা কোন স্টেটের অধীন নয়) ছিল, তখন থেকেই চলে আসছে। অ্যাডামের জন্যে আমার চেয়ে বেশি প্রতিকূল আর কাউকে

তুমি খুঁজে পাবে না।'

'ঠিক তাই,' বলল ইলাই। একটু সামনে ঝুঁকে সংযত স্বরে সে বলল, 'আমার বিরুদ্ধে যত কিছু করা সম্ভব, তা সবই করে ফেলেছে অ্যাডাম, আর কি করবে? এই পরিষদের লোকজন সবাই মিলে একটা সংঘবদ্ধ দল গড়ে তুলেছে, যার দরজা আমার জন্যে বন্ধ। বুড়ো অ্যাডাম আমাকে ঘুরে বা আমার উপর দিয়ে যায়, কখনও আমার মাধ্যমে যায় না। গত এক সপ্তাহে আমার সাথে যত লোক দেখা করতে এসেছে, গত তিন বছরেও এত লোক আসেনি। অ্যাডাম ফিরে এলে আবার আমার অফিস খাঁ খাঁ করবে।'

মাথা নাড়তে নাড়তে হাসছে ডিক। ইলাই বলে চলল, 'আইন-সভার দুই নেতাকেই সে পকেটস্থ করেছে। সাথে সব ধরনের কমিটির চেয়ারম্যানদেরও। কিন্তু সব থেকে জরুরী, শক্ত, আর চতুর অ্যাটর্নি জেনারেল ক্লড কেইনেও সে পোষ মানিয়েছিল। মাইন, ৭, রেলরাস্তার কেউ কোন দাবি জানালে অ্যাটর্নি জেনারেলকে অ্যাডাম বলে দিত সে যেন ওদের দাবি মেটাবার ব্যবস্থা করে।'

মাথা ঝাঁকাল ডিক। 'পক্ষান্তরে তুমি বলতে চাও যে ওরা যেটা চায় না তা ওদের ওপর কখনও চাপানো হয়নি।'

'কথাটা আরও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছ তুমি,' স্বীকার করল ইলাই। দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে কাঁধ উঁচিয়ে কাত হয়ে চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বসল। 'আমি যে অপ্রত্যাশিত ভাবে এই পদে নির্বাচিত হয়েছি, সেটা আমরা দুজনেই জানি।'

ক্ষীণ একটা হাসি ফুটল ডিকের ঠোঁটে। 'প্রত্যেক ইলেকশনে প্রতিষ্ঠিত,আদর্শ পুরুষকে ভোট দেয়ার সুযোগ আমাদের আসে না।'

'খবরের কাগজে হিরো,' ব্যঙ্গোক্তি করল ইলাই। 'রেঞ্জার্সদের ক্যাপ্টেন হিসেবে আমি যা করেছি তার জন্যেই আমাকে বেতন দিয়ে ওই পদে রাখা হয়েছিল। একটা রাসলিং চক্রকে ভাঙাই ছিল আমার কাজ। 'ওই গোলাগুলির ঘটনাটা না ঘটলে আমি আজও রেঞ্জার্সদের ক্যাপ্টেনই থাকতাম।'

'এখন তার বদলে তোমাকে ডেস্কের পিছনে বেঁধে কাগজ নাড়াচাড়া করার কাজে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। না, ইলাই, এসব কথা বলে তুমি পার পাবে না।'

'ঠিক আছে, কিন্তু কথা সেটা নয়, ডিক। তুমি এখনও আমার

প্রশ্নের জবাব দাওনি। আমি কি তোমাকে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে পাচ্ছি? অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্ষমতা প্রায় অসীম। আমার কোন ক্ষমতাই নেই–তবে বর্তমান বিশেষ পরিস্থিতিতে তোমাকে অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিযুক্ত করার ক্ষমতা আমার আছে। এবং এটা খুব তাড়াহুড়া করেই ঘটাতে হবে।'

'ড্যাম!' বলল ডিক। 'আমাকে বউ, ছেলে, আর মেয়েকে ছেড়ে এখানে এসে হোটেল ভাড়া করে গাধা রাজনীতিবিদদের সাথে থাকতে হবে। অর্থাৎ শুয়োরের সাথে থাকার জন্যে র‍্যাঞ্চের গরুর সঙ্গ ছাড়তে হবে। অন্য কথায়, আমাকে সৎ পেশা ছেড়ে অসৎ লোকদের পিছনে লাগতে হবে।'

ইলাই মৃদু হাসল, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না।

ডিক তার কাঁধ উঁচাল। 'কাজটা আমি নেব। আমি করতে চাই বলে নয়, কিন্তু পারিষদবর্গ থেকে দুষ্ট লোকগুলোকে তাড়ানো দরকার বলেই কাজটা নেব।'

ইলাই উঠে দাঁড়িয়ে ডিকের সাথে হাত মেলাবার সময়ে দরজায় মৃদু নক করার শব্দ হলো। পরক্ষণেই দরজা খুলে বার্নি ঘরে ঢুকল।

'না, ওরা গভর্নরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি, বস্‌। হয়তো কেউ ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে!'

'না, মাখন-রুটির সাথে জ্যামও পাওয়া যাবে, এমন ভরসা মোটেও নেই,' শুষ্ক স্বরে বলল ডার্বি। তারপর যোগ করল, 'আমাদের নতুন অ্যাটর্নি জেনারেলকে অভিনন্দন জানাও, বার্নি। পরে জাজ বেইট্‌স্‌কে যেখানেই পাও তাকে ধরে নিয়ে এসো।'

হেসে ডিকের সাথে হাত মেলাল বার্নি। অভিনন্দন জানানোর পর সে ইলাইকে বলল, 'এইমাত্র আমি জাজ বেইট্‌স্‌কে তার অফিসের কামরা খুলতে দেখে এলাম।'

ডিকের দিকে তাকাল ইলাই। 'চলো, তোমাকে শপথ গ্রহণ করিয়ে আনা যাক, ডিক।'

দুই

যদিও ক্লড কেইনের ফিউনারেলে যোগ দেয়ার জন্যে বার্নির পরনে উপযুক্ত পোশাকই ছিল, তবু ওখানে যায়নি সে। ইলাই নিজেও স্বীকার করল, সংসদ ভবনের সবাই যখন যাচ্ছে, ফাঁকা অফিস সামলাবার জন্যে একজন কারও অফিসে থাকা উচিত।

জ্যাকেট খুলে নিজের ডেস্কে বসে বার্নি উপর তলার লাইব্রেরি থেকে ধার করে আনা আইনের বই খুলে বসল। ওর মতে যেহেতু চাকরির পদবি হিসেবে সে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের আইন সংক্রান্ত সহকারী, তাই আইন সম্পর্কে অন্তত কিছু জ্ঞান ওর থাকা দরকার। কিছু আইন ওর আগে থেকেই জানা আছে, কিন্তু ওকে ব্যারিস্টারি পাস করতে হলে আরও অনেক জানতে হবে।

বার্নি ভাবছে, ডিককে কি এমন যুক্তি দেখাল ইলাই যে লোকটা অ্যাটর্নি জেনারেলের পদ গ্রহণ করতে রাজি হয়ে গেল? মুখে কিছু না বললেও বার্নি জানে যে ইলাই ভেবেছিল ডিক ওই কাজ নিতে রাজি হবে না। তবে ইলাই-এর চিন্তাধারা ওর জানা আছে–সে কিছুই প্রত্যাশা করে না, তবু সবই আশা করে।

আইনের বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে সে ভাবছে, ঘোড়ার গাড়িতে ফিউনারেলে যাওয়া, ওখানে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত বসে থেকে ডিককে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসা ইলাই-এর পক্ষে কতখানি কষ্টকর হবে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাওয়া অশোভন না হলে ঘোড়ায় চড়েই ফিউনারেলে যেত ইলাই। প্রায়ই ঘোড়ায় চড়েও সে – প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে ওর ক্ষতবিক্ষত দেহ এমন ভাবে সেরে উঠেছে যে তার জন্যে বসা বা হাঁটার চেয়ে ঘোড়ায় চড়া অনেক কম কষ্টকর। তবে যত কষ্টই হোক, ইলাই সব সহ্য করে ঠিক উতরে যাবে–সে সবসময়ে তাই করে। লোকটা ধ্বংসের অতীত। এমন মানুষ আর দুটো দেখেনি বার্নি।

ওর কথা ভাবতে গিয়ে যে লড়াইয়ে লোকটা খোঁড়া হয়েছে তার

খুঁটিনাটি কথা মনে পড়ছে। এমনকি ওর সাথে প্রথম দেখা হওয়ার কথাও বার্নির মনে আছে।

তরুণ বার্নি র‍্যাঞ্চ-মালিক সমিতির পক্ষ থেকে স্টেটের দক্ষিণ অঞ্চলে ব্র্যান্ড ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ করার সময়ে কিছু গরু এবং ঘোড়ার ব্র্যান্ড বদলানোর নজির দেখতে পায়। যেটা রুটিন তদন্ত হিসেবে শুরু করেছিল, পরে দেখা গেল সেটা টেক্সাস আর নিউ মেক্সিকো থেকে আগত ডজন দুই রাসলারের বিরাট একটা সংঘবদ্ধ চক্রান্ত। সমিতির পক্ষে এত বড় একটা ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা অসম্ভব বুঝে ওরা বার্নিকেই গুপ্তচর হিসেবে রেঞ্জারদের ক্যাপ্টেন ইলাই ডার্বির কাছে পাঠাল।

ইঁটের তৈরি বেজমেন্টের গরম অফিসে বসে ইলাই পুরো ব্যাপারটা মনোযোগ দিয়ে শুনল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বার্নিকে প্রশ্ন করে সে বুঝল বিরাট কারবার ফেঁদে বসেছে ওই রাসলাররা। ওরা দক্ষিণে মেক্সিকোর সস্তা বাজারে চুরি-করা-গরু বিক্রি না করে নকল রসিদ তৈরি করে উত্তরে ক্যানসাসে নিয়ে বেশি লাভে ওগুলো বিক্রি করছে।

গোপনে বেশ কিছু কাজ করে ওদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটির খোঁজ বের করতে ইলাই-এর যথেষ্ট সময় লাগল। জানা গেল প্রেস পিয়েদ্রাস শহরের খুব কাছেই একটা বিরাট র‍্যাঞ্চে ওদের হেডকোয়ার্টার। স্টেটের দক্ষিণের ওই এলাকাটা জংলা আর বিশাল। ডজনখানেক বিভিন্ন নামে খুব অল্প টাকায় ওসব জমি ইজারা নেয়া হয়েছে। ব্র্যান্ড বদলে লোহা গরম করে নিজেদের ব্র্যান্ড আঁকার জন্যে সুবিধা মত অনেকগুলো ব্র্যান্ডও ওইসব নামে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে ওরা।

সাত-আটজন রেঞ্জার নিয়ে প্রথমে দূরের লাইন ক্যাম্পগুলোর ওপর হামলা চালাল ইলাই। রাসলারদের কিছু ধরা পড়ল—কিছু পালিয়ে গেল। এসব তৎপরতার খবর প্রেস পিয়েদ্রাসের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছতে দেরি হলো না। ইলাই, বার্নি, আর ছয়জন রেঞ্জার কেন্দ্রীয় ঘাঁটির অ্যাডোবগুলো ঘেরাও করে আক্রমণ করল।

পুরো চব্বিশ ঘণ্টা গোলাগুলি বিনিময়ের পর ইলাই বুঝল যে ওরা কেবল সংখ্যাতেই দলে ভারী নয়, এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত রেঞ্জারদেরই হার স্বীকার করে পিছিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ইলাই চূড়ান্ত আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিল। অন্ধকারে এগিয়ে বড় বাড়িটার চারপাশে অবস্থান নিল রেঞ্জারের দল। গোলাগুলির সময় টের

পাওয়া গেছে যে বেশির ভাগ রাসলার ওখানে আশ্রয় নিয়েছে। দলের লোকজনকে ওখানে রেখে ইলাই একাই অন্ধকার বড় বাড়িটার দিকে এগোল। বাড়ির ভিতর থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজে, ইলাই বাড়ির ভিতর ঢুকতে সক্ষম হয়েছে বুঝে রেঞ্জাররা চারদিক থেকে ছুটে বাড়ির ভিতর ঢুকল। ওখানে ফায়ারপ্লেসের আগুন ছাড়া আর কোন আলো না থাকায় রেঞ্জাররা শব্দ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। বার্নি আর রেঞ্জাররা বড় কামরায় ঢুকে পাঁচটা মৃতদেহ দেখতে পেল। ইলাই একাই ওদের মেরেছে। বাকি ছয়জন যারা কামরা থেকে বেরিয়ে পালাতে চেয়েছিল, তারা রেঞ্জারদের গুলিতে মরেছে। ইলাইও দুটো লাশের মাঝখানে পড়ে ছিল। বার্নিই প্রথম আবিষ্কার করল মড়ার মত পড়ে থাকলেও ইলাই মরেনি।

একজন রেঞ্জারের সাহায্য নিয়ে ইলাইকে ওয়্যাগনে তুলে প্রেস পিয়েদ্রাসে নিয়ে এল বার্নি। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানাল সাতটা গুলি খেয়েছে ইলাই।

ওই গোলাগুলির চাঞ্চল্যকর খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকদিনের মধ্যেই ইলাই স্থানীয় লোকজনের কাছে হিরো হয়ে উঠল। চিকিৎসার সুবিধার্থে ওকে ট্রেনে করে গ্র্যানিট ফর্কসের হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো। কিছুদিন খবরের কাগজের লোকজন সর্বক্ষণ ওকে ঘিরে থাকল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আর ম্যাগাজিনে ছবির সাথে ওর খবর ফলাও করে ছাপা হলো। পুবের কাগজগুলো আরও এক ডিগ্রী উপর দিয়ে গিয়ে লিখল এটাই বুনো পশ্চিমের প্রচণ্ডতম লড়াই, এবং ইলাই ডার্বি একটা বাস্তব রূপকথা।

দীর্ঘদিন চিকিৎসার পরে ইলাই কিছুটা সেরে উঠল বটে, কিন্তু যখন বোঝা গেল যে ফিজিক্যাল ফিটনেসের অভাবে তাকে আর রেঞ্জারের পদে রাখা যাবে না, তখন রাজনীতিবিদরা ওর সাহায্যে এগিয়ে এল। ওরাই সামনের ইলেকশনে ইলাইকে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পদের জন্যে দাঁড়াতে রাজি করাল। ইলেকশনে একচেটিয়া ভোট পেয়ে বিরাট ব্যবধানে নির্বাচিত হলো ডার্বি। ওই পদে নিযুক্ত হওয়ার পরদিনই বার্নিকে তার সেক্রেটারি করে নিল ইলাই। কিন্তু বার্নি জানে তার মত ইলাইও ওই কাজে অস্থির, অতৃপ্ত আর নিরাশ হয়ে উঠবে। এতে বাস্তবে ফলাফল যা দাঁড়াল, সেটা হচ্ছে সবখানে সে সম্মানিত হলেও ওর রাজনৈতিক মতামতের দাম কেউ দিল না।

আবার বইয়ের পাতায় মন দেয়ার আগে বার্নি বিস্ময়ের সাথে একটু ভেবে দেখল ডিক ব্যারনের অ্যাটর্নি জেনারেল হওয়াটা গভর্নর অ্যাডাম কেমন চোখে দেখবে।

একঘণ্টা পরে সামনের সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনে সে বুঝল ফিউনারেল শেষ হয়েছে। বইয়ের থেকে টুকে নেয়া নোট বইয়ের ভিতর ভাঁজ করে রেখে উঠে দাঁড়াল বার্নি। দরজা খুলে একটা খাটো লোক কামরায় ঢুকল। মাথার অর্ধেকটা জুড়ে টাকওয়ালা লোকটার পরনে কোট বা টাই নেই। ওর চওড়া মুখ থেকে একটা নিভে যাওয়া ভেজা চুরুট ঝুলছে। লোকটা গ্র্যানিট ফর্কস হেরল্ড কাগজের এডিটর-পাবলিশার হ্যাল ড্যালি। ওর কলার ছাড়া শার্টটা নোংরা এবং হাত দুটো ছাপার কালিতে কালচে হয়ে আছে।

'তোমার বস্ তার কামরায় আছে?' রূঢ় বদমেজাজী স্বরে প্রশ্ন করল ড্যালি।

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল বার্নি।

কিন্তু পরমুহূর্তেই করিডরের খোলা দরজা দিয়ে ইলাইকে নিজের কামরার দিকে এগোতে দেখল।

'ভুল বলেছি,' বলল বার্নি। 'এইমাত্র সে ফিরল। তুমি বসো।'

নিজের অফিস পেরিয়ে দরজায় নক করে ভিতরে ঢুকল বার্নি। কোট খুলে টাই ঢিলে করছিল ইলাই। ওকে নিজের আসনে বসার সময় দিতে একটু অপেক্ষা করে বার্নি বলল, 'হ্যাল ড্যালি বাইরে অপেক্ষা করছে, ইলাই। ওর সাথে তুমি দেখা করতে চাও?'

বিরক্তিতে মুখ কুঁচকাল ইলাই। 'না, কিন্তু এসেছে যখন, না চাইলেও দেখা করতেই হবে। ওকে নিয়ে এসো, বার্নি, এবং তুমিও উপস্থিত থেকো।'

দরজা খুলে বার্নি কাটখোট্টারকম শুকনো স্বরে বলল, 'ভিতরে এসো, হ্যাল।' তারপর দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

গটমট করে ইলাই-এর ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল অস্থিরচিত্ত হ্যাল। বার্নির দিকে তাকিয়ে ডেস্কের কোনাতেই চড়ে বসল সে।

'কথাটা আমার হঠাৎ মনে এল,' বলল হ্যাল। 'তোমার নামের আদ্যক্ষর তো ই.ডি, তাই না? শব্দ দুটো ইঁচড়ে-পাকা ডেঁপো নয় তো?'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে বার্নি জবাব দিল, 'না, ওটা ইস্পাতের ডাণ্ডার পরিবর্তে বসে। তোমাদের পিটানোর জন্যে পিঠেও বসতে পারে!'

হ্যালের সাথে হাত মেলাবার চেষ্টা করল না ইলাই। হ্যালও এটাই আশা করেছিল। বার্নির কথায় কান দিল না সে।

'তোমার মনে হয় এটা করে তুমি পার পাবে, ইলাই?' প্রশ্ন করল এডিটর।

'আমার ক্ষমতার বাইরে আমি কিছুই করিনি,' জবাব দিল ইলাই।

'আমি যদি ছাপি গতকালই আমি সকেটনে অ্যাডামকে দেখেছি? এবং আরও পাঁচজনের নাম ছাপিয়ে দিই যারা ওকে দেখেছে? যদি প্রমাণ করি অ্যাডাম এই স্টেটেই ছিল — তখন?'

'তোমার মন চাইলে তুমি তাই ছাপাও,' নির্ভীক স্বরে জবাব দিল ইলাই। 'তবে, একথা ছাপালে তোমার পত্রিকার পাঠকরা সবাই ভাবতে বসবে তোমাদের কেউ ওকে ক্লড কেইনের মৃত্যুর খবরটা কেন জানাওনি। ওরা ভেবেই পাবে না অ্যাডাম কেন ফিউনারেলে এল না।' মাথা নাড়ল ইলাই, 'না, হ্যাল, তুমি অন্য কোন পথ দেখো।'

'তুমি যে তোমার বসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, সেটা তুমি অস্বীকার করছ?'

'বিবেক ছাড়া আমার আর কোন বস্ নেই, হ্যাল।'

'সেই তোমাকে ওই আসনে বসিয়েছে। যদি পারো সেটাও অস্বীকার করো!'

'সেই চেষ্টা আমি করব না। তাহলে সবাই আমার নামে এতদিন যেসব কথা ফলাও করে ছাপিয়েছে, এবং অ্যাডাম নিজেও আমার যত প্রশংসা করেছে, সেগুলো সবই ছিল একটা জালিয়াতির চক্রান্ত, তাই না, হ্যাল? ঠিক যেমন একজন জুয়াচোর তোমাকে একটা হাত দেখাচ্ছে যখন অন্য হাতে সে চুরি করছে।'

'আমি তোমাকে কখনও হিরো হিসেবে দেখিনি,' তিক্ত স্বরে বলল এডিটর।

হাসল ইলাই। 'জানো, আমি নিজেও সেটা কখনও ভাবিনি।' ডেস্কের ওপর কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল সে। 'দূর হও, হ্যাল। আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে নেভা-চুরুটটা বের করল হ্যাল। চিবানোর ফলে দলা পাকিয়ে চুরুটের গোড়াটা আকারে বাচ্চার মুঠির সমান হয়েছে। ওর কালো চোখ দুটো কঠিন দেখাচ্ছে।

'ঠিক আছে, ইলাই, তুমি নিজেই যুদ্ধ ঘোষণা করছ। এখন থেকে

আমার হেরক্তে তোমার বা ডিক ব্যারনের নামে ভাল কিছু বেরোলে সেটা হবে আমার ভুলে। এবং আমি ভুল করি না।'

'গুডবাই, হ্যাল। আশা করি চিরদিনের জন্যে,' বলল ইলাই।

'না, চিরদিনের জন্যে বিদায় আমি নিচ্ছি না, হতচ্ছাড়া বেজন্মা, এখন থেকে তোমাদের দাবড়ে বেড়াব আমি!'

দরজার পাশ থেকে এগিয়ে এল বার্নি। 'কাজটা আমিই করছি, ইলাই।'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'বেশি জোরে মেরো না।'

এক পা এগিয়ে বার্নি প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল ড্যালির নরম পেটে। ছিটকে ডেস্কের সাথে বাড়ি খেয়ে নিচে পড়ল ড্যালি।

ওকে উপেক্ষা করে করিডরে দরজা খুলে আবার ফিরে এল বার্নি। ড্যালি নিজের পেটের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে উঠে বার্নির মুখোমুখি দাঁড়াল।

'বেরোও,' বলল বার্নি।

'অপেক্ষা করো তুমি, পরে টের পাবে,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় রাগের সাথে শাসাল হ্যাল। তারপর দরজার দিকে এগোল।

গ্র্যানিট ফর্কসের সত্তর মাইল দক্ষিণের মাইনিং শহরটার নাম টুইন বাটস্। সীসা আর রূপার মাইন আছে ওখানে। টুইন বাটস্ শহর কতগুলো এলোমেলো ছাপরা, তাঁবু, আর কাঠের দালানের জটলা। চওড়া মেইন রাস্তার দুপাশে ফল্স্-ফ্রন্ট দেয়া দোকান আর থাকার হোটেল। রেলরাস্তা পর্যন্ত গিয়ে শহরটা বিভক্ত হয়েছে। ওপাশে মাইনের ওঠা নামার লিফট বসানো শাফট্-ঘর, এঞ্জিন-ঘর, আকর তোলার টব, আর বিভিন্ন বাছাই মিলের জঙ্গল।

দিনের কাজ শেষ করে বেরিয়ে মাইনাররা সেলুনে ভিড় জমাচ্ছে কাজের শেষে একটা ড্রিঙ্ক আর খাবারের জন্যে। রাতের কর্মীরাও খাওয়া সেরে কাজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাত নেমেছে—রাতের কর্মীরা কাজ করতে মাইনে ঢুকেছে। এই সময়ে দূর থেকে মেঘের গুড়গুড় আওয়াজের মত একটা শব্দ হলো টুইন বাটস্ মাউন্টিনের দিক থেকে। শব্দটা শহর থেকেও শোনা গেল। ওই আওয়াজের সাথে মাটিও কিছুক্ষণ কাঁপল। সময়টা রাত না হয়ে দিন হলে শহরের লোকজন মেরি ই মাইনের চার নম্বর টানেলের মুখে

একটা ধুলোর কুণ্ডলী দেখতে পেত।

মাইনারদের চারজন সুড়ঙ্গ পথে আতঙ্কিত অবস্থায় ছুটে বেরিয়ে এল। ওরা মেরি ই-র এঞ্জিন হাউসে পৌঁছার কয়েক সেকেন্ড পরেই স্টীমে হুইসেল ছেড়ে ফ্যাসফ্যাসে স্বরে শিস দিতে শুরু করল। ওই বিশেষ লম্বা-ছোট, লম্বা-ছোট সঙ্কেতের মানে বিপর্যয়।

তিন

খাওয়ার শেষে প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে পাইপে তামাক ভরল ডিক ব্যারন। মনিকা ব্যারন বাবার জন্যে এক কাপ কফি ঢেলে রান্নাঘরের টেবিলে রেখে খালি প্লেটটা নিয়ে ওয়াশ বেসিনে মাকে সাহায্য করতে গেল।

হেজেলের মেয়ে মনিকা মায়ের থেকেও লম্বা হয়ে উঠেছে। কিন্তু হুবহু মায়ের চেহারাই পেয়েছে সে। একই রকম নীল চোখ আর সোজা নাক। হেজেলের চুলেও ডিকের মতই পাক ধরেছে। মনিকার কোঁকড়া চুলের রং বাদামী। ওর চেহারায় রয়েছে একটা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দীপ্তি।

দুটো মেয়ে এক সাথে ধোয়া-মোছা শেষ করে ক্যাবিনেটের নবের সাথে এপ্রোন ঝুলিয়ে ডিকের দিকে এগোল।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে হেজেল বলল, 'এখানেই বসা যাক, ঘরটা চমৎকার গরম হয়েছে।'

তেলের বাতিটা দেয়ালের দিকে ঠেলে দিয়ে মনিকাও তৃতীয় চেয়ারটা টেনে নিয়ে বাপের পাশে বসল। ফিউনারেল থেকে ট্রেনটা মিরিডিথে ফিরতে দেরি হবে জেনে ওরা আগেই খেয়ে নিয়েছে।

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে ডিক বলল, 'ফিউনারেলে কে কে এসেছিল, এমনকি মেয়েরা কে কেমন পোশাক পরেছিল, তাও তোমাদের আমি আগেই বলেছি। কিন্তু ওখানে আজ আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে।'

'ফিউনারেলে?' প্রশ্ন করল হেজেল।

'না, তার আগে।' সস্নেহ দৃষ্টিতে আর একবার ওদের দুজনের ওপর

তোন দুনিয়ায় সে বলল, 'আর সারা জীবন ধরে তোমরা এই স্টেটের নতুন অ্যাটর্নি জেনারেলের ই সাথে সাক্ষাতের সম্মান পেয়েছ।'

হেজেল হাসতে ডিকের দিকে চেয়ে বলল, সবাই ভাবত যাদের জিতে ভেসে তুলল। 'হুঁ, ডিক বলল, 'তোমার মত মুশকিলে মানুষ পৃথিবীতে আর কেউই জানেনি। এই কথাটা ভেবে ভেবে তুমি একজন আমাদের তোমার মত সমস্ত ধাঁধাতেই, তোমরাই সমর্থ উকিল হবে? ইতিহাসে এগিয়ে খুঁজে পাবে তুমি কোন সে।

তোর সেই ইনস্ট-এর সাথে সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে কেন এই নিরপেক্ষ আইনজ্ঞের ব্যাপারে সেটা ব্যাখ্যা করল ডিক।

সব কথা শোনার পর মনিকা চিন্তিতভাবে বলল, 'ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, না। এটা কেমন যেন গোপনে অন্যভাবে কাজ সারার মত শোনাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আসলেও তাই। কিন্তু পুরোপুরি আইনসঙ্গত।'

হেজেল বলল, 'কিন্তু এর মানে তুমিও অ্যাডাম বেকন গোষ্ঠির একজন হতে যাচ্ছ। সেটা কি তোমার সহ্য হবে?'

'না, এর মানে হচ্ছে, ওরই আমাকে সহ্য করতে হবে,' সোজাসাপ্টা গলায় বলল ডিক। 'আমি ওর দরজার কাছে পা দিয়ে রেখেছি। এখন সে দরজাও বন্ধ করতে পারবে না, কিংবা আমাকে বেরও করতে পারবে না। ওকে এটা সহ্য করে নিতে হবে। তবে হলপ করে বলা যায়, ব্যাপারটা অ্যাডাম মোটেও পছন্দ করবে না।'

'হায় কপাল,' অস্ফুট স্বরে বলল হেজেল। 'আমি তো ভেবেছিলাম দুই টার্ম সেনেটে থাকার পর রাজনীতি থেকে তোমার মন উঠে গেছে। তুমি নিজেও তাই বলেছিলে।'

'তখন আমি ছিলাম সংখ্যালঘু পার্টির একটা ভোট মাত্র। কিন্তু বুঝতেই পারছ এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

'কিভাবে?' প্রশ্ন করল মনিকা।

একটু ভাবল ব্যারন। 'আমি এখন সরকার পক্ষের উকিল। স্টেটের আইন ঠিকভাবে মানা হচ্ছে কিনা সেটা দেখাই হবে আমার কাজ।'

'শুনতে তেমন রোমাঞ্চকর কিছু বলে মনে হচ্ছে না। এতে তুমি নিছক একজন পিতৃলবিহীন পেরিক হচ্ছ, তাই না, পা?'

হেসে মাথা ঝাঁকাল ডিক। 'আগে কাউকে কথাটা এভাবে প্রকাশ করতে শুনিনি, তবে শেষ পর্যন্ত তাই দাঁড়াচ্ছে বটে। কিন্তু এর মধ্যে

আরও কথা আছে। আইনের প্রতিনিধিরাই যাদের হাতে তাদের টাকা দিয়ে কেনা যায়। কেবলমাত্র লোকজন ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে আত্মসাৎকারীদের টাকা প্রায় বিনা সুদে ধার দিচ্ছে। আইনের রক্ষকরা রাষ্ট্রের নির্ধারিত নিরপেক্ষ এবং কাজের পরিবেশের শর্তগুলোর বিরুদ্ধে লড়ছে। মানুষের জীবনের চেয়ে টাকা বাঁচানোটাই ওদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি এসব অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে লড়তে চাই।'

হেজেল এতক্ষণ ডিকের দিকে চেয়ে ওর কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছিল। এবার সে প্রশ্ন করল, 'ডিক, আমরা বক্তৃতাগুলো শোনার জন্যে কতক্ষণ সময় পাচ্ছি?'

'তুমি আর মনিকা এখানেই থাকছ,' ঘোষণা করল সে। 'আমি যখন সেনেটের কাজে ওখানে ছিলাম তখন তোমার কাছে গ্র্যানিট কর্নার্সে বাস করতে মোটেও ভাল লাগেনি। তাই ঠিক করেছি আমি একাই ওখানে যাব। তুমি বিল আর আইডাকে এখানে আনিয়ে নিয়ো, তাহলে বাড়িতে একজন পুরুষ থাকবে। আমার মত বিলও ঘোড়ায় চড়ে অফিসে যেতে পারবে।'

'কিন্তু তুমি তাহলে গ্র্যানিট কর্নার্সে কোথায় থাকবে?' প্রশ্ন করল হেজেল।

'কোন হোটেল বা বোর্ডিং হাউসে থাকব, যেমন আর সব আইনপ্রণেতারা আছে।'

'পা, তুমি যখন সেনেটে ছিলে তখন আমার দিন বাইরে বাইরে পড়াশোনাতেই কেটেছে। ওখানে আমি কখনও থাকিনি, আমার মনে হয় টুইন কর্নার্সে থাকতে আমার ভাল লাগবে।'

ভুরু কুঁচকাল ডিক। 'তুমি কি বলতে চাইছ, মনিকা?'

বিল আর আইডা ডাবির সাথে মা এখানেই থাকুক, আমি তোমার সাথে যাব; একটা বাড়ি খুঁজে নিয়ে আমরা একসাথে থাকব।'

ডিক মাথা নাড়তে শুরু করেছে দেখে হেজেল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তাই করো, ডিক। হোটেলের একটা কামরায় থাকা আর যেখানে-সেখানে খাওয়া তোমার জন্যে ঠিক হবে না। একমাসেই যে তুমি হাঁপিয়ে উঠবে তা তুমি নিজেও ভাল করেই জানো।'

যাচাই করার দৃষ্টিতে মনিকার দিকে তাকাল ডিক। 'তুমি সত্যিই এটা পছন্দ করবে, মনিকা? শহরে তোমাকে একটানা অনেকদিন থাকতে হবে।'

'আমি অনেকদিন এই র‍্যাঞ্চে আটকা পড়ে আছি। হ্যাঁ, পা, ওখানে থাকতে আমার সত্যিই ভাল লাগবে।'

চার

'এখন আমাদের যা করণীয়,' নিজের গ্লাসের বোওবোন আর পানির দিকে চেয়ে অ্যাডাম বলল, 'সেটা হচ্ছে একেবারে চুপ থাকা।'

গেবরিয়েল ইটনের প্রশ্নের জবাবেই কথাটা বলল গভর্নর। প্রশ্নটা ছিল ডিক ব্যারনের অ্যাটর্নি জেনারেল হয়ে বসার প্রতিকারে কি করা যায়। গেবের এখন সদ্য রোদে-পোড়া চেহারা। গভর্নরের শিকারে যাওয়ার সুবিধার্থে ট্রেনের ব্যক্তিগত বিলাসী কোচটা সেই দিয়েছে। গভর্নরের মত তার পরনেও আরামদায়ক রেঞ্জ পোশাক।

- অ্যাডাম বেকন – লোকটা বন্ধু বা শত্রু, সবার কাছেই ওল্ড অ্যাডাম, বিশালকায় মানুষ, কিন্তু দেহে কোন চর্বি নেই। ওর মোটামোটা হাড়ের ওপর রয়েছে নিরেট পেশী। সাদা গোঁফ আর সুন্দর দুটো নীল চোখ ওকে এমন একটা সৌম্য রূপ দিয়েছে, যা নির্লজ্জ ভাবে বেচে সে বিভিন্ন সুবিধা লুটছে।

ড্রিঙ্কে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল অ্যাডাম। ওখানে শান্ত ঢেউয়ে উঁচু নিচু জমির ওপর অনেক গরু চরছে। আগামী সপ্তাহেই হয়তো ওগুলো চালান দেয়া হবে। আসলে সে গরু দেখছে না, অ্যাডাম এখন গত সন্ধ্যার কথাই ভাবছে।

নোংরা দেহ আর মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি নিয়েও ওরা শিকারের সফলতায় খুশি। হোটেলের রিসেপশন ডেস্ক থেকে নিজেদের চিঠিগুলো সংগ্রহ করে ট্রেনের বিলাস-কোচে এসে উঠেছে ওরা। বর্তমানে মাত্র দুজনেই পুরো কামরাটা উপভোগ করছে। রকি মাউন্টিন সেন্ট্রাল রেলরোডের ভাইস প্রেসিডেন্ট গেব ইটনের সাথে ওটা শেয়ার করছে অ্যাডাম।

বাথটাবটা গেবকেই প্রথমে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে ডাকে

আসা চিঠিপত্রগুলো পড়েছে অ্যাডাম। ওগুলোর বেশিরভাগই ছিল টেলিগ্রাম। ক্লড কেইনের মৃত্যু, ফিউনারেল, এবং ডিক ব্যারনের অ্যাটর্নি জেনারেল নিযুক্ত হওয়া, ইত্যাদি বিভিন্ন খবর জেনেছে সে।

ক্লডের মৃত্যুর খবর পেয়ে অ্যাডামের বুকের ভিতরটা বন্ধু বিয়োগের ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। ওর খুব অনুগত বন্ধু ছিল ক্লড। কিন্তু ইলাই-এর টেলিগ্রামে ডিককে নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ করার খবরটা পেয়ে ওর রাগে ফেটে পড়ার অবস্থা হয়েছিল। তবে গোসল আর শেভ করা সেরে গেব ফিরে আসার বহু আগেই সে নিজেকে সামলে নিয়েছে। এখন অ্যাডাম ভাবছে ইলাই ওর পিঠে ছুরি কেন বসাবে না? শুরু থেকেই লোকটার সাথে সে একটা অপরিণত শিশুর মতই ব্যবহার করেছে। সবসময়েই তাকে প্রতারণা করেছে; কখনও বিশ্বাস করে অন্তরঙ্গ করে নেয়ার চেষ্টা করেনি। কোন কাজই ওকে করতে দেয়নি অ্যাডাম। ক্ষমতাহীন ভাবে একটা ছাড়া-গরুর মতই উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে এতদিন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পদে ইলাইকে বসিয়ে রেখেছে সে। লোকটা একজন গুলিতে ক্ষতবিক্ষত প্রাক্তন রেঞ্জার, যার কৃতিত্বে গোটা দেশ গর্বিত। সে নিজেও দেশের আনাচে-কানাচেতে ওর গুণগান গেয়েছে নিজের দলের জন্যে ভোট বাড়াবার মতলবে। এবং তাই ঘটেছে। টেলিগ্রামগুলো নিয়ে বাথরুমে গেবরিয়েলের হাতের নাগালে রেখে এসেছিল অ্যাডাম।

গেবের স্বরে অ্যাডামের গভীর ধ্যানে ছেদ পড়ল। 'জানো, অ্যাডাম, আমি ভাবছি, আমাদের মত চার-চারটে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক কিভাবে এমন একটা ঠগ খেলাম। যদি কাউকে শহরে পাঠিয়ে ওদের জানাতাম আমরা কোন এলাকায় শিকার করছি, তাহলে আর এই বিপর্যয় ঘটত না।'

ওল্ড অ্যাডাম ড্রিঙ্কে একটা চুমুক দিয়ে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে নিজের গোঁফ মুছল। 'টেলিগ্রাম, ডেস্ক আর লোকজনের ভিড় এড়িয়ে নিরিবিলিতে কিছু ড্রিঙ্ক আর শিকার করার জন্যেই তো আমরা পালিয়েছিলাম, তাই না? যা ঘটেছে, সেটা ছাড়া আর এমন কি ঘটতে পারত ওখানে?'

গ্লাস হাতে ট্রেনের ঝাঁকুনি সামলাতে পা ফাঁক করে দাঁড়াল গেবরিয়েল। অ্যাডামের ড্রিঙ্কের দিকে চেয়ে সে বলল, 'ওটা একটু গাঢ় করে দেব?' হাত উঁচিয়ে নিষেধ করার ইশারা পেয়ে গেব বার

ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওখানে কাউন্টারের ওপর শিকার-পার্টির বাকি দুজনের রেখে যাওয়া গ্লাস রয়েছে। আধঘণ্টা আগেই ওদের নির্দিষ্ট একটা জায়গায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ওদের শিকারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওখানে ঘোড়া নিয়ে কিছু লোকজন অপেক্ষা করছিল।

নিজের জন্যে ড্রিঙ্ক ঢেলে গেব টেবিলে এসে বসল। 'ইলাই-এর লোকগুলোর দরকার হয় না?' প্রশ্ন করল সে। 'স্টেটের বাইরে থেকে আমরা কাউকে নিয়ে এলে ওকে জড়ানো যাবে?'

গভর্নরের কাউকে কখনও সরাসরি 'না' বলার অভ্যাস নেই। সে এক মুহূর্ত চিন্তা করার ভান করে বলল, 'হয়তো, কিন্তু এতসব ঝামেলা করে কি সত্যিই বিশেষ লাভ হবে? আমাদের যা ক্ষতি করার তা সে করে ফেলেছে, তাই ওর কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। ওই ডিক ব্যারনকেই আমার ভয়।'

'হাঁ, আমারও।' একটু থেমে সে আবার তিক্ত স্বরে বলল, 'কুত্তীবাচ্চা লোকটা দাঁড়াল না দেখে ভেবেছিলাম ডিক লেজ গুটিয়ে ফেলেছে। এখন ইলাই ওকে যা দিয়েছে সেটাই ও সবসময়ে চেয়েছিল – আমাদের পিটানোর মত একটা সুযোগ।'

'তোমার লোকজনের বিরুদ্ধে বেশি কিছু প্রমাণ করতে পারবে না ডিক। রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দেয়া যাবে না, এমন কোন আইন নেই। তাছাড়া বেশির ভাগ টাকাই ক্যাশ দেয়া হয়েছে, যার কোন রেকর্ড নেই।'

'হাঁ, আমাদের কোন ক্ষতি সে করতে পারবে না, কিন্তু তোমার কি কোন বিপদ ঘটাতে পারবে ও?'

ড্রিঙ্কটা শেষ করে বেশ উৎফুল্ল স্বরেই সে বলল, 'আমি ভয় পাচ্ছি, সেটা ওর পক্ষে সম্ভব। সরাসরি নয়, তবে আমি যাদের নিয়োগ করেছি এবং তারা যাদের কাজে লাগিয়েছে বা ভাড়া করেছে তাদের মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত সবই আমার কাঁধে এসে চাপবে।' উঠে দাঁড়াল গভর্নর। 'শহরে পৌঁছার আগে আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই, গেব। আমি জানি না ওখানে আমাকে কেমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। এখন আমি খুব ক্লান্ত।'

লম্বা কোচের অন্য প্রান্তে পৌঁছে নিজের বাঙ্কে গা এলিয়ে দিল অ্যাডাম।

দুঘণ্টা পর বিধ্বস্ত অবস্থায় ক্যাপিটল সার্ভিস স্টেশনে থামল গভর্নর। অ্যাডামের সাবকরণী সেক্রেটারি দিল ফ্রেজার এবং তার সহকারী জো মিডেল প্লাটফর্মে গভর্নরের জন্যে অপেক্ষা করছিল। অ্যাডামের পিছন পিছন গেব ইউনও তার প্রাইভেট কম্পার্টমেন্ট থেকে নিচে নামল। ওদের সামনে দেখে দিল আর জো এগিয়ে এল। প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে।

লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে অ্যাডাম লক্ষ করল ইলাই অদূরেই দাঁড়িয়ে ডিক আর বার্নির সাথে কথা বলছে। ডিক আর বার্নি দুজনের পায়ের কাছেই ট্র্যাভেল ব্যাগ রাখা হয়েছে। ওদের তিনজনের পরনেই আরামদায়ক বেশ পোশাক আর পুরোনো ফ্যাশন হ্যাট।

গভর্নরকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে তাদের সাথে হাত মেলানো হলে অ্যাডাম বলল, 'গেব, এসো, আমরা আমাদের নতুন অ্যাটর্নি জেনারেলকে অভিনন্দন জানিয়ে আসি।'

অ্যাডাম আর গেবকে এগিয়ে আসতে দেখে ইলাই আর ডিক নিজেদের মধ্যে আলাপ বন্ধ করল। হাত বাড়িয়ে দিল অ্যাডাম। 'কংগ্রেচুলেশনস, ডিক। আমি এখানে থাকলে যাকে নির্বাচিত করতাম, ইলাইও ঠিক তাকেই বেছে নিয়েছে। তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমি খুশি হলাম।'

গেবরিয়েলের অভিনন্দন পেয়ে কেবল হেসে নত করে স্বীকৃতি জানাল ডিক।

ইলাই আর বার্নির সাথেও হাত মেলাল অ্যাডাম। তারপর নিজের আসল অনুভূতি সতর্কতার সাথে গোপন রেখে সে বলল, 'ভাল সিদ্ধান্ত, ইলাই। ডিক আর আমার মাঝে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয় বটে, কিন্তু সে শুধু এই স্টেট কেন, পুরো যুক্তরাষ্ট্রের সেরা উকিল।'

'আমারও সবসময়ে সেই ধারণাই ছিল,' নীরস স্বরে বলল ইলাই।

এতক্ষণে পায়ের কাছে রাখা ট্র্যাভেল-ব্যাগের দিকে চেয়ে অ্যাডাম প্রশ্ন করল, 'তোমরা কোনদিকে চললে?'

ডিক বা বার্নি কিছু বলার আগেই ইলাই বলে উঠল, 'তুমি শোনোনি, অ্যাডাম?'

'তুমি ভাল করেই জানো আমি কিছুই শুনিনি। কেন, কি হয়েছে?'

'গত রাতে টুইন বাটসের মেরি ই মাইনে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওদের ধারণা বিশ থেকে পঁচিশজন মাইনার ওখানে আটকা পড়েছে।

এরই মধ্যে চারটে লাশ ওরা উদ্ধার করেছে, সংখ্যাটা আরও বাড়বে, অ্যাডাম,' জানাল ইলাই।

চোখ বুজে ধীরে মাথা নাড়ল অ্যাডাম। 'ওহ্, কি ভয়ানক,' মৃদু স্বরে বলল সে। তারপর ঘুরে কয়েক পা দূরে গিয়ে এক মিনিট দেরি করে আবার ফিরে এসে অকৃত্রিম চোখের জল মুছল। 'আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা ওখানেই যাচ্ছ?'

'কেবল ডিক আর বার্নি যাচ্ছে। ডিকের কোন স্টাফ না থাকায় বার্নিকে আপাতত ওর সাথেই কাজ করতে দিয়েছি।'

ডিককে গভর্নর বলল, 'তুমি ওদের আমার তরফ থেকে গভীর সমবেদনা জানিয়ো।'

'সেটা আমি আগেই জানিয়েছি, অ্যাডাম,' বলল ইলাই। 'আমি আগেই তোমার নামে ওদের একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি, কারণ আমি জানি এখানে থাকলে তুমি নিজেও তাই চাইতে।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই চাইতাম, ইলাই।' এবার ডিকের দিকে ফিরল অ্যাডাম। ওর চেহারায় কিছুটা উদ্বেগের আভাস। 'আমি আশা করেছিলাম আজ তোমার সাথে আমি ঘণ্টা দুয়েক আলাপ করতে পারব। তুমি নিজে না গিয়ে বার্নিকে পাঠালে হয় না?'

'আমার তা মনে হয় না, অ্যাডাম। তদন্ত করে আদালতে অভিযোগ আনাটা আমার অফিসের কাজ। তাই ব্যাপারটা সরাসরি আমাকেই দেখতে হবে, এবং বার্নি সাক্ষী থাকবে।'

'ঠিক কিসের অভিযোগ?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'ওখানে গিয়ে সরজমিনে দেখার আগে সেটা আমি বলতে পারছি না,' জবাব দিল ডিক।

এঞ্জিন থেকে ঘণ্টা বাজিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো যাত্রীদের সতর্ক করে দেয়া হলো যে যদিও তারা গভর্নরের সাথে কথা বলছে, তবু ট্রেনটাকে সময় মত যেতে হবে।

ইঙ্গিতটা গ্রহণ করে অ্যাডাম একটু দূরে সরে বলল, 'ওখানে কি ঘটছে তা আমাকে জানিয়ো।' যাত্রী দুজনে তাদের ব্যাগ তুলে নিয়ে কোচের দিকে এগোবার আগে নড করে বিদায় জানাল।

কোচে উঠে ট্রেন ছাড়ার পর ডিকের পাশে বসে বার্নি বলল, 'ওল্ড অ্যাডাম জানে আমরা কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, মিস্টার ব্যারন।'

ওর দিকে ফিরে ব্যারন বলল, 'এখন থেকে তুমি আমাকে ডিক

বলেই ডেকো।' তারপর বলে চলল, 'অবশ্যই সে জানে। মেরি ই মাইনের ওই নামকরণ কিভাবে হয়েছে জানো?' বার্নিকে মাথা নাড়তে দেখে সে বলল, 'ওটা মেরি এলিজাবেথ থ্যাচারের প্রথম নাম আর মাঝের আদ্যক্ষর। মহিলা ক্লে থ্যাচারের বিগতা স্ত্রী। লোকটা এই রেলরাস্তার সবথেকে বড় স্টকহোল্ডার এবং অ্যাডামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অবশ্য ঘনিষ্ঠ বন্ধু না বলে ঘনিষ্ঠ সহ-ষড়যন্ত্রী বলাই উচিত। কিন্তু সেটা আমাকে আগে প্রমাণ করতে হবে।'

ট্রেনটা ছেড়ে যাওয়ার পর ইলাইকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে অ্যাডাম এগিয়ে গেব ইটনের সাথে মিলিত হলো। ওকে নিয়ে প্ল্যাটফর্মের একটা নির্জন জায়গায় পৌঁছে অ্যাডাম প্রশ্ন করল, 'তোমার কি মনে হয়, গেব? ঝামেলা হবে? আমার কিন্তু এটা ভাল ঠেকছে না।'

গেবকে হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে। 'কিন্তু ডিক তোমার এমন কি ক্ষতি করতে পারবে?'

'তোমার স্মরণ আছে কিনা জানি না, তবে ডিক যখন সেনেটে ছিল, মাইনারদের প্রতি ওর খুব টান ছিল। এটা ওর গোলা-বারুদের জোগান দেবে।'

গভর্নরের আরও কাছে ঘেঁষে, ওর চওড়া বুকে মৃদু টোকা দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে গেব বলল, 'সেনেটে ডিকের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হয়েছিল। আবারও তাই ঘটবে। তুমি একবার যা বলেছিলে, সেটা আরও বলতে পারো: যেকোন মানুষ তার নিজস্ব সম্পত্তি নিয়ে আইন না ভেঙে যা খুশি তাই করতে পারে। মেরি ই কোন আইন ভেঙেছে?'

'আমার জানা মতে কোন আইনই ভাঙেনি।'

'ঠিক আছে। ওই মাইনারদের জন্যে দুঃখ আমারও হচ্ছে, কিন্তু ওদের বুকে অস্ত্র ধরে কেউ মেরি ই-তে কাজে যেতে বাধ্য করেনি। সবাই জানে মাইনের কাজ বিপজ্জনক। এটা ওদের সবথেকে বোকা মাইনারও জানে, কিন্তু তবু তারা স্বেচ্ছায় ওই কাজ নিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কথাটা মেনে নিল অ্যাডাম। 'তাহলে ইলাই আমার নাম করে ওখানে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। আমি হ্যাল ড্যালিকে জানাব যে আমিই ডিককে ওখানে ওদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা দেখার জন্যে পাঠিয়েছি। ছাপার অক্ষরে খবরটা ভালই দেখাবে, তাই না?'

সেক্রেটারি দুজনকে ওদের দিকেই এগোতে দেখে হাত বাড়িয়ে

গেবের সাথে হ্যান্ডশেক করে অ্যাডাম বলল, 'তোমাকে সবকিছুর জন্যে ধন্যবাদ, গেব।'

'তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ'। ডিককে নিয়ে তুমি কোন চিন্তা কোরো না। দেখা যাক সে কি করে।'

স্টেশন থেকে বেরিয়ে নির্দিষ্ট ঘোড়ার গাড়িতে উঠল অ্যাডাম। ওর সেক্রেটারি দুজন পিছনের গাড়িতে উঠল। ওদের বিদায় জানিয়ে স্টেশনমাস্টারের অফিসে ঢুকল গেব।

'মনে হচ্ছে শিকারে তোমাদের চমৎকার সময় কেটেছে,' বলল স্টেশনমাস্টার।

মাথা ঝাঁকাল গেব। 'সত্যিই অপূর্ব কেটেছে, জেসি। টুইন বাটস থেকে নতুন কোন খবর এসেছে?'

'হ্যাঁ। তোমাদের ট্রেন পৌঁছার সময় খবরটা এল। মোট একুশটা লাশ পাওয়া গেছে। ওরা একেবারে ফেইস (যেখান থেকে আকর তোলা হচ্ছে) পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ আর লাশ নেই। ভিতরে ভীষণ গরম বলে ওদের ওখানেই কবর দেয়া হয়েছে। তবে আগামীকাল ওখানে একটা গায়েবী গণ-ফিউনারেল হবে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গেব বলল, 'মর্মান্তিক।' জেসি নড করে সমর্থন জানালে নিচু স্বরে সে আবার মন্তব্য করল, 'না খেয়ে মরলেও আমি মাইনে কাজ করতে ঢুকব না।'

গেবের অফিস স্টেশনেরই কাছে ফ্রন্ট স্ট্রীটের ওপারে একটা ইঁটের দালানের দোতলায়। একটা কাঁচা-লোহার সিঁড়ি দোতালার দরজার পাশে শেষ হয়েছে। উপরের অর্ধেক কাঁচ লাগানো দরজাটা ভিতর দিকে খোলে। করিডরটা একেবারে দালানের শেষ মাথা পর্যন্ত গেছে। প্রথম দরজায় লেখা আছে, 'প্রাইভেট'। দ্বিতীয় দরজার ওপর সোনালি গিল্টি করা পাতে খোদাই করে লেখা আছে, 'রকি মাউন্টিন সেন্ট্রাল আর আর।' নিচের কোনায় লেখা আছে, 'ওয়েলকাম।'

দরজা খুলে রিসেপশন কামরায় ঢুকল গেব। ভিতরে রয়েছে ওর সেক্রেটারির ডেস্ক আর অনেকগুলো সোফা। কামরা পেরিয়ে নিজের অফিসে ঢুকল। পুরু কার্পেটে মোড়া কামরাটার মাঝখানে একটা নিচু টেবিল ঘিরে ছয়টা চামড়ায় মোড়া সোফা রাখা আছে। এখানেই সে হোমরা-চোমরা রাজনৈতিক লোকজনকে হাতে রাখার জন্যে আপ্যায়ন করে। দেয়ালের কাছে কাঁচের স্লাইডিং দরজা বসানো বিভিন্ন মদের

বোতলে বোঝাই একটা ক্যাবিনেট। ওদিকে এগিয়ে নিজের জন্যে একটা ড্রিঙ্ক ঢেলে নিয়ে সামনের বড় জানালাটার পাশে দাঁড়িয়ে সে রাস্তার দিকে তাকাল।

প্ল্যাটফর্মের ওপর অ্যাডামকে বলা ইলাই-এর কথাটা মনে পড়তেই ওর উর্বর মস্তিষ্ক ফন্দি আঁটা শুরু করল। ইলাই বলেছিল ডিকের স্টাফ নেই বলে বার্নিকে আপাতত ওর সাথেই কাজ করতে দিয়েছে। অর্থাৎ আগামীকাল অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস খালি থাকবে।

এবং গেব জানে যে ওই অফিসে ডবল তালা দেয়া একটা ফাইল ক্যাবিনেট আছে, যার চাবি ক্লড কেইন কখনও হাতছাড়া করত না। যখনই গেব তার রেল কোম্পানি থেকে কোন গোপন চুক্তিপত্র এনেছে – যেগুলো আইনসঙ্গত, অথচ কোনদিন জনসাধারণকে জানানো হবে না – তখনই চুক্তিটা পড়ে দেখে, সই করার পর ক্লড ওই কেবিনেটেই তালা দিয়ে রাখত। ক্লড ছিল অ্যাডামের পার্টির চেয়ারম্যান এবং পার্টির খরচের টাকা জোগাড় করার ভারও ওকেই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই ফাইলগুলো হচ্ছে অ্যাডামের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ডাইনামাইট। ওটা যদি ওই অফিসেই থেকে যায়, তাহলে আজ হোক কাল হোক, ডিক ব্যারনের হাতে পড়বে, এবং ক্যাবিনেটটা খোলাও হবে। কিন্তু কাবিনেটটা ওখানে না থাকলে ওটা ডিকের হাতে পড়বে না, আর অ্যাডামেরও কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না।

কিন্তু ওটা সরানো যাবে কিভাবে? ড্রিঙ্কে ছোটছোট চুমুক দিচ্ছে আর বিভিন্ন পরিকল্পনা আঁটছে, আবার সেগুলো একটা একটা করে বাতিল করছে। তারপর হঠাৎ করেই ফন্দিটা ওর মাথায় এল। উপায়টা এতই সহজ যে প্রথমে ওটা মিস করে গেছিল সে।

ড্রিঙ্ক শেষ করে রাস্তায় নেমে দুটো ব্লক পার হয়ে গ্র্যানিট ফর্কস হাউস হোটেলে ঢুকল গেব। গোটা তিরিশেক ব্যারেল চেয়ার রাখা আছে লম্বা বারান্দায়; কিন্তু ওটা জনশূন্য। কার্পেট বিছানো লবিতে কিছু লোক রয়েছে। বাম দিকের ছোট বারটায় অনেক লোকের ভিড়।

দরজার কাছ থেকে সেলুনের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখল গেব। যার খোঁজে এসেছে তাকে বারের শেষ প্রান্তে দেখতে পেয়ে সে এগিয়ে গেল। অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক লোকটার চোখে স্টীল রিমের চশমা। সোনালি চুলের নাদুসনুদুস লোকটা সামনের আয়নায় ইটনকে আসতে দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার থলথলে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি

কোথায় ছিলে, গেব? শহরের সব মেয়েরা তোমার কথাই কেবল জিজ্ঞেস করছে।'

'আমি এখানে শুধু দুটো মেয়েকেই চিনি, হোসে। এবং ওদের কেউ আমাকে না দেখে আকুল হবে না।'

হোসে শিপেরো প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেলের ডেপুটি, অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল।

'তুমি কি খাবে?' প্রশ্ন করল হোসে।

'হুইস্কি আর সোডা। টাকাটা আমিই দেব—তোমারটাও।'

'উম্‌ম্‌,' হোসে বলল, 'ঘুষের গন্ধ পাচ্ছি।'

'এটা তাই, এবং খেতেও ওই রকমই স্বাদ পাবে। চলো, ড্রিঙ্ক নিয়ে আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি, যেখানে আমাদের আলাপ আর কারও কানে যাবে না।' গেবই অর্ডার দিল। ড্রিঙ্ক হাতে বারান্দায় বেরিয়ে লবির দরজা থেকে সবথেকে দূরের দুটো চেয়ারে বসল ওরা।

বসার পর গেব অ্যাডামের সাথে শিকারের কথা থেকে শুরু করে ফিরে এসে ক্রুড কেইনের মৃত্যু এবং ইলাই-এর ডিককে ওই পদে নিযুক্ত করার মত অপূরণীয় বিপর্যয়ের কথা বলল। হোসে ওর সাথে একমত হলো।

'নতুন বসের সাথে তোমার দেখা হয়েছে?' জানতে চাইল গেব।

মাথা ঝাঁকাল গেব। 'গতকাল, কিন্তু সে আমার বস্ নয়, গেব। লম্বা সময় ধরে আমাদের চমৎকার একটা আলাপ হয়েছে। যার সারাংশ হচ্ছে সে তার স্টাফে নিজস্ব লোকজনকে নিতে চায়। ওকে দোষ দিই না, ওর জায়গায় আমি থাকলেও তাই করতাম। ও যদি আমাকে রাখে, তাহলে ওর অফিসে অ্যাডামের একজন স্পাই থেকে যাবে। অবশ্য কথাটা সে ঠিক ওই ভাষায় প্রকাশ করেনি, কিন্তু আমি জানি ওটাই সে বোঝাতে চেয়েছিল।' হোসের কণ্ঠস্বর নরম, আর মনোরম; উকিলের মতই।

ড্রিঙ্ক করছে ওরা। গেব প্রশ্ন করল, 'এখন তোমার প্ল্যান কি?'

'এখনও কিছু ঠিক করিনি। হয়তো এখানেই একটা অফিস খুলে বসব।'

'চমৎকার আইডিয়া। আমরাও তাহলে সাহায্য করতে পারব। একবার চালু হলে আমরা তোমাকে অনেক ব্যবসা দেব।'

'সত্যিই বলছ?' অবাক হয়ে নিশ্চিত হতে চাইল হোসে।

'মানে, ডিকের বিপক্ষে কোর্টে কাউকে দাঁড়াতে হবে। তুমি অ্যাডামের সব ব্যবসা তো পাবেই, এর বাইরেও বিভিন্ন ব্যবসা তোমাকে দেয়া হবে। ভেবে দেখো।'

'এতে ভাবা-ভাবির কিছু নেই। আমি তোমাদের সাথেই আছি,' চট করে জবাব দিল হোসে। 'এই কথার ওপর ড্রিঙ্ক করা যাক।'

গ্লাস ঠোকাঠুকি করে দুজনে গ্লাস খালি করল। নীরবে বসে থেকে হোসেকে ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন দেখার সুযোগ দিল গেব। তারপর কাজের কথা পাড়ল।

'ডিক কি তোমার কাছে অফিসের চাবি ফেরত চেয়েছে?'

'না। আমি বলেছিলাম যত জলদি সম্ভব আমার ডেস্ক খালি করে দেব। সে বলল তাড়াহুড়ার কিছু নেই। কিন্তু তুমি চাবির কথা জানতে চাইছ কেন?'

'তুমি জানো এখন ডিক কোথায়? এবং আগামীকাল সে কোথায় থাকবে?' হোসেকে মাথা নাড়তে দেখে গেব বলল, 'টুইন বাট্‌স্‌-এ। অর্থাৎ, আগামীকাল ট্রেন ফিরে না আসা পর্যন্ত ওর অফিস খালি থাকবে।'

ভুরু কুঁচকাল হোসে। 'মনে হচ্ছে তোমার কিছু একটা মতলব আছে?'

'তা আছে।' গেবরিয়েল তার খালি গ্লাসটা মেঝের ওপর নামিয়ে রেখে হোসের দিকে ঝুঁকল। 'ক্রুডের তালা দেয়া ক্যাবিনেটের ফাইলগুলো।'

'তুমি আমাকে তালা ভাঙতে বলছ?'

হোসেকে ভয়ে কুঁকড়ে যেতে দেখে হেসে উঠল গেব। 'আরে, না। আমি চাই কাল সকালেই তুমি তোমার ডেস্ক পরিষ্কার করার কাজ শুরু করবে। দুজন লোক ওই ফাইলগুলো নিয়ে যাওয়ার অনুমতিপত্র নিয়ে ওখানে হাজির হবে। ক্রুডের অফিসটা কি তালাবদ্ধ?'

'না। বেশ কিছুদিন হলো নিজের অফিসে তালা দেয়া ছেড়ে দিয়েছিল সে। যারা ক্যাবিনেট নিতে আসবে তাদের কি কেউ চিনতে পারবে, বা পরে খুঁজে বের করতে পারবে?'

উঠে দাঁড়াল গেব। 'ওরা রেলের কর্মচারী। যে ট্রেনে ডিক ফিরবে সেই ট্রেনেই ওরা ফিরে যাবে। আর কিছু?'

'ওই ফাইলগুলো কোথায় যাবে?'

একটু হেসে গেব প্রশ্ন করল, 'সেটা জেনে তোমার কোন লাভ হবে?'

চিন্তাগ্রস্ত ভাবে গেবকে কিছুক্ষণ যাচাই করে দেখে শেষে বলল, 'না, কোন লাভ নেই।'

পাঁচ

ফিউনারেলের সকাল। টুইন বাট্‌সের লোকজন কুৎসিত মুডে আছে। মেয়রের আদেশ অনুযায়ী ফিউনারেল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সব সেলুন বন্ধ। মাইনাররা কেউ কাজে যায়নি। ওরা রাস্তায় ক্রুদ্ধ জনতার জটলা পাকাচ্ছে।

ডিক আর বার্নি নিজেদের মধ্যে আলাপ করে গতরাতেই ঠিক করেছে বার্নি ক্যাথলিক গির্জায় এবং ডিক প্রোটেস্ট্যান্ট চ্যাপেলের সার্ভিসে যোগ দেবে। ডেস্ক ক্লার্কের কাছে ওরা জেনেছে যে চার্চ দুটো মেইন স্ট্রীটের ওপর প্রায় মুখোমুখি অবস্থিত।

গির্জায় বসার জায়গা নিশ্চিত করতে ওরা সকাল সাড়ে নটায় একসাথেই রওনা হলো। মনেমনে খারাপ লাগলেও ওরা লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। ওরা চাইছে লোকজন বুঝুক, মাইন মালিকরা হতভাগ্য মাইনারদের সম্মান না দেখালেও স্টেট দেখাচ্ছে।

ঝুলকালি-মাখা ক্যাথলিক গির্জাটাই অপেক্ষাকৃত বড়। বার্নি চার্চে ঢুকে ডানদিকের গলির মাঝামাঝি জায়গায় আসন নিল। দ্রুত ভরে উঠল গির্জা। সাদাসিধে পোশাক পরা কিছু মহিলাও ওখানে উপস্থিত আছে, ওরা বেদীর কাছে কয়েকটা বেঞ্চ জুড়ে বসেছে। বেশ্যা মেয়েরা বসেছে পিছনের বেঞ্চে। মাইনারে ভরা চার্চের বাতাস ঘাম, নোংরা জামা, আর বাসী মদের গন্ধে এমন ভারী হয়ে উঠল যে বার্নিকে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হচ্ছে।

সার্ভিস চলার সময়ে বার্নি টের পাচ্ছে লোকজন আড়চোখে ওকে লক্ষ করছে। ওরা ভাবছে, এই নোংরা পরিবেশে পরিচ্ছন্ন আর ফিটফাট

লোকটা কে?

ফিউনারেল শেষ হলে হোটেলের দিকে রওনা হলো বার্নি। চার্চ থেকে বেরিয়ে মাইনাররা সেলুনে গিয়ে ঢুকছে। চার্চের মত রাস্তাতেও লোকজন ওর দিকে তাকাচ্ছে, তবে এখন চোরাচোখে নয়, সরাসরি দেখছে। ওদের দৃষ্টি বন্ধুসুলভ নয়।

হোটেলের বারান্দায় একটা পাতলা নড়বড়ে চেয়ারে বসে আছে ডিক। ওর পাশের চেয়ারে বসে বার্নি প্রশ্ন করল, 'তোমার চার্চের খবর কি?'

'লোকজন খুব খেপে ছিল।'

'ক্যাথলিক গির্জাতেও একই অবস্থা।'

'ওরা জানে আমরা এসেছি। খ্রীষ্ট আমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছে। তোমার গির্জার পাদ্রিও ধন্যবাদ দিয়েছে?'

'দিয়ে থাকলেও সেটা ল্যাটিনে বলেছে – আমি বুঝিনি।'

হেসে উঠে দাঁড়াল ডিক। 'ভাল। সুপারিনটেন্ডেন্ট গার্থ যদি আমার নোটটা পেয়ে থাকে তাহলে সে আমার জন্যে মেরি ই মাইনে অপেক্ষা করছে। আমার রওনা হওয়া দরকার।'

'আমিও তোমার সাথে যাব?'

'না, বার্নি। তোমাকে গতরাতেই বলেছি, আমাদের দুজনকে একসাথে দেখলে সে মনে করবে আমরা ওর পিছনে লেগেছি, তখন সহজে মুখ খুলবে না। লোকটা ভাববে সে আমাকে যা বলবে তার সাক্ষী থাকবে তুমি। আমি একা গেলে হয়তো সে কি ঘটেছিল সেটা বলতেও পারে।' হাত বাড়িয়ে পাশের চেয়ারে রাখা স্টেটসনটা মাথায় পরে নিল ডিক।

'অ্যাডাম যদি ওকে তোমার সাথে দেখা না করার নির্দেশ দিয়ে থাকে?'

'সেটা অসম্ভব।' বারান্দা থেকে নামার আগে থামল ডিক। 'তুমি লোকজনের সাথে মিশে বোঝার চেষ্টা করো ওরা কতখানি খেপেছে। ওহ্‌, তোমাকে বলা হয়নি, হ্যাল ড্যালি এই শহরেই আছে। ওকে আমি চার্চে দেখেছি।'

কাঁধ উঁচিয়ে অপারগ একটা ইঙ্গিত করে ডিকের যাওয়া দেখল বার্নি। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখল মাইনাররা সেলুনের দিকে এগোচ্ছে। রাস্তায় কিসের যেন একটা অভাব রয়েছে। কিন্তু সেটা কি? তারপর

হঠাৎ করেই সে টের পেল যে রাস্তায় কেবল দুটো মাত্র ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। সে বুঝল যে বেশির ভাগ ঘোড়া মাইনের আকর বের করার জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া কাজ করে ওরা যা বেতন পায়, তাতে মাইনারদের পক্ষে ঘোড়া কেনা এবং পোষা অসম্ভব।

উঠে নিজের কামরায় গিয়ে আনুষ্ঠানিক পোশাক ছেড়ে আরামদায়ক জামা পরে কোট ছাড়াই বেরিয়ে এল বার্নি। রাস্তা ধরে এগিয়ে বুলস্‌আই সেলুনের ঝুলন্ত সুইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। কামরাটা বিশাল; প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে ওখানে। আধো-অন্ধকার ঘরে চোখ সইয়ে নেয়ার জন্যে দরজা ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। লম্বা বারে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। সবার একসাথে কথা বলার শব্দে ঘরটা গমগম করছে। ডান দিকের দেয়াল ঘেঁষে বেঞ্চ পাতা আছে, কিন্তু ওখানে বসার কোন জায়গা খালি নেই। তাস খেলার চারটে গোল কাঠের টেবিলের চারপাশে রেলরাস্তায় আড়াআড়ি ভাবে বিছানোর নিরেট তক্তার তৈরি বেঞ্চ। রাস্তার ধারের চারটে জানালাই ভিতর থেকে ভারী তারের জালে ঢাকা রয়েছে। বারের পিছনের দেয়ালে কোন আয়না নেই এবং একটা বোতলও দেখা যাচ্ছে না। এক কথায় এটা পুরোপুরি মাইনারদের সেলুন। ঝামেলার জন্যে সদা তৈরি।

বারে একটা খালি জায়গা দেখতে পেয়ে ওখানেই দাঁড়াল বার্নি। পাঁচজন বারটেন্ডারের সবাই ব্যস্ত। কিন্তু কাছের বারটেন্ডার ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। ওকে অর্ডার দিয়ে ডানপাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল বার্নি। উলের টুপি পরা দাড়িওয়ালা শক্তিশালী লোকটার গা থেকে ঘামের গন্ধ আসছে। বার্নি ভাবছে, কিভাবে আলাপ শুরু করা যায়। রাজনীতিবিদের মত নিজের পরিচয় দিয়ে এখানে কথা শুরু করা যাবে না। হুইস্কির দাম মিটিয়ে দিল সে, কিন্তু ড্রিঙ্কে চুমুক দিল না।

পাশের লোকটাকে শোনাবার মত জোরে চেঁচিয়ে সে বলল, 'আমি এখানে নতুন এসেছি। আজ কেউ কাজে যাচ্ছে না কেন?'

পাশের মাইনার মাথা নেড়ে অবোধ্য ভাষায় কিছু বলে সরে গেল।

'তুমি খুব ভাল করেই জানো কেন কেউ কাজে যায়নি।' জবাবটা এল ওর বামদিক থেকে।

ঘুরে বক্তার দিকে তাকাল বার্নি। বিশাল লোকটার মুখ ঘন লালচে দাড়িতে ভরা, চোখ দুটো রক্ত-লাল, নাকের ওপর একটা নীল শিরা

দেখা যাচ্ছে। ওর গলার ভারী স্বরটা নেশায় জড়ানো; মাইনারের পোশাক পরা লোকটা রেগে আছে।

'হ্যাঁ, আমি জানি। আলাপ শুরু করার চেষ্টা করছিলাম মাত্র।'

'তুমি গভর্নর নও তো?'

'না, আমি কেবল ওর অফিসে চাকরি করি,' জানাল বার্নি।

'তোমাকে আমি গির্জায় দেখেছি,' বলল মাইনার। এত জোরে বলল যেন অভিযোগ করছে।

'হ্যাঁ, ওখানে আমি ছিলাম।'

'গর্বের ঠেলায় তুমি হাঁটু গেড়ে বসা বা ক্রস করা ভুলে গেছিলে!' লোকটা ঘোষণা করল।

নিজের গ্লাস তুলে চুমুক দিল বার্নি। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে মাইনারের দিকে তাকাল। 'ওটা আমার চার্চ নয়, বন্ধু। আমি জানতাম না কখন ক্রস করতে হবে বা হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। তবু, গির্জায় উপস্থিত আর সবার মত আমিও শোকাচ্ছন্ন ছিলাম।'

'ভাড়াটে কাঁদুনে,' উদ্ধত সুরে বলল মাইনার। হাত তুলে বারটেন্ডারকে আরেকটা ড্রিঙ্ক দিতে বলে লোকটা এগোতে গিয়ে আর একটু হলেই বার্নির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার জোগাড় করেছিল। সময় মত সরে গিয়ে ওকে জায়গা ছেড়ে দিল সে।

'মেরি ইতে দুর্ঘটনার কারণটা কি ছিল?' প্রশ্ন করল বার্নি।

'পাজি মাইন মালিকদের অবহেলা,' লালচে দাড়িওয়ালা জবাব দিল।

বার্নির পিছন থেকে কেউ বলে উঠল, 'কথাটা তোমার বিশ্বাস করা উচিত। ও ঠিক কথাই বলেছে।'

ঘুরে লোকটার মুখোমুখি হলো বার্নি। তরুণ দৈত্যের মত মানুষটার নাকটা ভাঙা – সম্ভবত বারের মারপিটেই কখনও ভেঙেছে।

'তোমাদের কারও কথাই আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হলো না। মালিকদের দোষে কিভাবে মাইনের ছাদ ধসে পড়বে?'

মরচে-রঙের দাড়ির মালিক জবাব দিল, 'ছাদ ভেঙে পড়া ঠেকাবার জন্যে যত কাঠের খুঁটি ব্যবহার করা প্রয়োজন পয়সা বাঁচাবার জন্যে সেই খরচটা ওরা করে না। মাইনারদের জীবনের কোন দাম ওরা দেয় না। কেবল কফিন আর কবর খোঁড়ার টাকা দিয়েই ওরা খালাস। খুঁটি ব্যবহার করার চেয়ে সেটায় খরচ অনেক কম।'

সেলুন-কর্মচারীর দিকে ফিরল বার্নি। সেলুনের ভিতর শান্তি রক্ষার জন্যেই ওকে নিয়োগ করা হয়েছে। 'তুমিও কি ওর সাথে একমত?'

'এক সময়ে আমিও মাইনার ছিলাম। শুধু আমি কেন, সব মাইনারই ওর সাথে একমত হবে। আমার বর্তমান কাজে আমি মার খেতে পারি, ছুরি বা গুলির আঘাতেও জখম হতে পারি – সেসব ঝামেলা আমি নিজেই সামলাবার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু মাথার ওপর পাহাড় ধসে পড়া সামলানো কোন মাইনারের পক্ষে সম্ভব নয়।' লালচে চুলের লোকটার দিকে তাকাল সে। 'এডের ব্যাপারে আমি দুঃখিত, জেড। সত্যিই মর্মান্তিক একটা মৃত্যু।'

'ঠিক তাই।'

জেডের দিকে তাকাল বার্নি। লোকটার চোখ থেকে অবাধে পানি গড়িয়ে দাড়ির ভিতর অদৃশ্য হচ্ছে। এবার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নাক-ভাঙা লোকটার দিকে তাকাল বার্নি। সে বলল, 'এড ছিল জেডের ছোট ভাই। ওই একুশজনের মধ্যে সেও ছিল।'

বার্নি কোন জবাব দেয়ার আগেই দেখল হ্যাল ড্যালি বিশাল লোকটার পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল। এডিটরের মুখ থেকে একটা চুরুট ঝুলছে। গতবার বার্নির সাথে দেখা হওয়ার পর সে আর শেভ করেনি। পরনের গলাবন্ধ সোয়েটারটা নোংরা – চুরুটের ছাই পড়ে ওতে কয়েকটা ফুটোও হয়েছে। এখন লোকটাকে সেলুনের একটা নিকর্মা মাতালের মতই দেখাচ্ছে। বোঝার উপায় নেই যে সে একজন শিক্ষিত মানুষ এবং সংবাদপত্রের এডিটর।

'এই যে, কি খবর?' শুরু করল সে। 'আনাড়ি উকিলের অধীনে তোমার কাজ করতে কেমন লাগছে?'

'আমি অস্থায়ীভাবে ওকে সাহায্য করছি, এবং কাজটা করতে আমার ভালই লাগছে।'

'আজ সকালে তোমাকে গির্জায় দেখলাম না।'

'তোমাকে যদি গির্জায় ঢুকতে দিয়েও থাকে, ভুল চার্চে ঢুকেছিলে তুমি।'

'অনেক লোকের সাথে হাত মিলিয়েছ? সবাই ইলাইকে ভোট দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?'

সেলুন-কর্মচারী বার্নির দিকে তাকাল। 'এই লোকটা কে?'

'অনেকদিনের পরিচিত এক মেকি বন্ধু,' জবাব দিল বার্নি।

'ওকে এখান থেকে বের করে দেব?'

'ও যেতে চাইলে তবেই।'

সেলুনের বলিষ্ঠ লোকটা হ্যালকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যেতে চাও?'

'এটা কি?' গরম সুরে বলল হ্যাল।

'একটা সেলুন,' জবাব দিল সেলুন-কর্মচারী।

'তুমি এসব কি বলছ? জোর করে আমাকে বের করে দেবে?'

'তুমি একজন খদ্দেরকে বিরক্ত করছ। কাস্টমারদের বিরক্তির কারণ ঠেকানোই আমার কাজ।'

বার্নির দিকে চাইল হ্যাল। 'তোমাকে আমি বিরক্ত করছি?'

'হ্যাঁ, তুমি সবসময়েই তাই করো,' জবাব দিল সে।

বিশাল লোকটা হাত তুলে ইঙ্গিত করল। 'বেরোবার দরজা ওই দিকে।'

ওকে উপেক্ষা করে বার্নির দিকে তাকাল হ্যাল। রাগে এডিটরের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। 'তুমি এর উদ্যোক্তা?'

'না। ডিক বলেছিল তুমি শহরেই আছ। এবং আমাকে যেন তোমার মুখ দেখতে না হয়, এটাই আমি মনেমনে চাইছিলাম।'

'তুমি এখানে এসেছ কেন? অ্যাডাম তোমাকে পাঠায়নি। ইলাই পাঠিয়েছে, তাই না?'

বড় একটা শ্বাস নিল বার্নি, 'হ্যাঁ, আমি ওর সাথেই কাজ করি।'

'এতে ওর কি স্বার্থ?' রূঢ় স্বরে প্রশ্ন করল হ্যাল।

'মেরি ই-র কর্মস্থলের পরিবেশ যাচাই করাই ওর উদ্দেশ্য। সে এই স্টেটের ডেপুটি গভর্নর। একটা প্রশ্ন তুলে সেটার জবাব পাওয়ার অধিকার ইলাই-এর আছে।'

'মেরি ই এই রাষ্ট্রের সবথেকে বড় মাইন। ওটার কি হয়েছে?'

বার্নি মাথা ঝাঁকিয়ে জেডকে দেখাল। 'ওকে জিজ্ঞেস করো।'

জেডের দিকে ফিরল হ্যাল। 'ঠিক আছে। তুমিই বলো মেরি ই-র কি দোষ?'

'মেরি ই একটা মরণ-ফাঁদ; আগেও তাই ছিল এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে,' সরাসরি বলল জেড। 'এবং ক্লে থ্যাচারকে ওদের হেডফ্রেম থেকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত।'

তীক্ষ্ণ চোখে জেডের দিকে তাকাল হ্যাল। 'কথাটা বেশি কড়া

শোনাচ্ছে, বন্ধু।'

'তুমি আমার বন্ধু নও, এবং কথাটা আরও কঠিন করে বলা দরকার।'

'তুমি মাতাল হয়ে গেছ, ওল্ডম্যান,' উদ্ধত সুরে বলল হ্যাল।

সেলুনের বাউন্সার যথেষ্ট শুনেছে। হাত বাড়িয়ে হ্যালের বেল্ট আর সোয়েটারের কলার ধরে ওকে শূন্যে তুলল সে। তারপর ঘুরে হ্যালকে রাস্তার দিকের ঝুলন্ত দরজার দিকে নিয়ে গেল। ধাক্কায় দরজাটা খুলে গেলে হ্যালকে সে রাস্তার ওপর ছুঁড়ে ফেলল। একজন পথচারী মাইনারের সাথে ধাক্কা খেয়ে দুজনেই ধরাশায়ী হলো। মাইনার দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে হ্যালের মাথায় একটা লাথি মেরে জামা থেকে ধুলো ঝেড়ে নিজের পথ ধরল।

বাউন্সারকে অনুসরণ করে বার্নিও দরজার বাইরে এসে ওর পাশেই দাঁড়াল। মাইনারের লাথি খেয়ে হ্যালের মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাল সে – ধীরে চিনতে পারার চিহ্নের সাথে হ্যালের চেহারায় রাগের চিহ্নও ফুটল।

'আমার মনে হয় আমাকে আর বিরক্ত করবে না ও,' বলল বার্নি।

'করলে ওকে ভালমত শিক্ষা দিয়ে দেব।'

বার্নি বলল, 'ওকে সামলানোর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। এটা করার সাধ আমার অনেকদিন থেকেই ছিল।'

পরবর্তী সেলুনের দিকে রওনা হলো বার্নি। আরও মাইনারের সাথে কথা বলা দরকার। প্রতিটা লোক ওকে একই কাহিনী শোনাল: কেবল মেরি ই নয়, ওরা বলল সবক'টা মাইনই বিপজ্জনক। কোথাও বেশি মূল্যবান আকর পাওয়া গেলেই কেবল খুঁটি আর কড়িকাঠ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সেটাও মাইনারদের নিরাপত্তার খাতিরে নয়– নিরাপদে চাকাযুক্ত টবে আকর তুলে আনার স্বার্থেই। মালিক বা সুপারভাইজার ছাড়া আর কাউকে নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা করতে দেয়া হয় না।

হোটেলে ফিরে বার্নি দেখল ডিক একজন মাঝবয়সী ডেপুটি শেরিফের সাথে আলাপ করছে। এগিয়ে গিয়ে শেরিফ টমাসের সাথে হাত মেলাল সে। লোকটা শহর টহল দেয়ার অজুহাত দেখিয়ে তখনই বিদায় নিয়ে চলে গেল। শেরিফের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারেই বসল বার্নি। ডিক প্রশ্ন করল, 'তুমি কতটা দেখলে আর জানলে?'

বার্নি বুলসআই সেলুনে হ্যালের সাথে দেখা হওয়া থেকে শুরু করে

কি কি ঘটেছে সব খুলে বলল। ডিক নীরবেই হাসল। তারপর মাইনারদের রাগের কারণ আর ভয় সম্পর্কে যা জেনেছে তাও শুনিয়ে বলল, 'ওরা একেবারে অসহায়, ডিক, এবং নিজেরাও তা জানে। আমাকে যে কতজন বলেছে তারা এই পেশা ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তার ঠিক নেই। মেরি ই মাইনের দুর্ঘটনা ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে। ওরা যে সহজেই ওই মৃত একুশজনের একজন হতে পারত, তা ওরা ভাল করেই বুঝেছে।' একটু থেমে সে বলল, 'এবার তোমার পালা।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ভেবে ডিক দুঃখের সাথে বলল, 'আমি অন্যপক্ষের দিকটা শুনে এসেছি। গার্থ বলল, মাইনাররা হচ্ছে– ওর ভাষাতেই বলছি–"বেশির ভাগই বোকা বিদেশী, ইংরেজী বলতেও পারে না, বোঝেও না এবং শিখবেও না!" অর্থাৎ সে বলতে চায় ওর কর্মচারীরা সবাই অশিক্ষিত, ভোটহীন আর ভূমিহীন বিদেশী লোক, যাদের কথাকে গুরুত্ব দেয়ার কোন মানে হয় না।'

'লোকটা দুর্ঘটনা ঘটার ব্যাখ্যা কি দিল?'

'ব্যাখ্যা করার কোন চেষ্টাই করেনি, সে বলল, "পৃথিবীর সব মাইনই বিপজ্জনক।" কথাটা ওদেরও আমরা জানিয়েছি, তবু ওরা কাজ করতে চায়, এবং মরে।'

'ফোর্থ লেভেলের দুর্ঘটনার জায়গাটা তুমি দেখেছ?'

মাথা নাড়ল ডিক। 'কোন সুযোগ ছিল না। ওখানে গার্ড বসানো হয়েছে। গার্থ জানাল, ওটা খুব বিপজ্জনক। তবে একটা ব্যাপার আমি জানতে পেরেছি। ওই একুশজনের সবাই পাথর চাপা পড়ে মরেনি। ওদের মধ্যে দশজন যারা বেশি ভিতরে কাজ করছিল তারা দম আটকে মারা গেছে।'

'বাতাস চলাচলের কোন ব্যবস্থা নেই?'

মাথা নাড়ল ডিক। 'অত্যন্ত কম বাতাসে ওদের সুড়ঙ্গের ভিতর কাজ করতে হয়। একান্ত অচল অবস্থা না হলে বাতাসের জন্যে বাড়তি কোন ব্যবস্থা করা হয় না।' জ্যাকেটের সাইড পকেট চাপড়াল ডিক। 'আমি যা নোট নিয়েছি তা একটা বই ভরে ফেলার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু আইন কে মানছে?'

দূর থেকে ট্রেনের হুইসেল শোনা গেল। উঠে দাঁড়াল ডিক। 'চলো, মালপত্র নিয়ে স্টেশনের দিকে যাওয়া যাক–আমাদের ট্রেনের সময় হয়ে আসছে।'

ছয়

গ্র্যানিট ফর্কস স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বাবাকে নিতে এসেছে মনিকা। সন্ধ্যার সময়ে ট্রেনটা ওখানে পৌঁছল।

ট্রেন থেকে নামল ডিক, পিছনে বার্নি। মনিকা ওদের দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটার পরনে সবুজ রঙের সিউট। বাবাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করার সময়ে লম্বা আর বলিষ্ঠ আকৃতির বার্নিকে আড়চোখে যাচাই করে দেখল।

এক হাতে মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে বার্নির দিকে ফিরে ডিক বলল, 'মনিকা, ইলাই-এর সেক্রেটারির সাথে তোমার পরিচয় হয়নি। এ হচ্ছে বার্নি বার্কলে। বার্নি, এ আমার মেয়ে মনিকা।'

মনিকা তার হাত বাড়িয়ে দিল। বাম হাতে হ্যাট খুলে মনিকার সাথে হাত মেলাল বার্নি। সৌজন্য বিনিময়ের পর মনিকার থেকে ডিকের দিকে চোখ ফেরাল বার্নি। 'ইলাই আমাকে জানায়নি তুমি সপরিবারে এসেছ। আমার ধারণা ছিল তোমরা মেরিডিথের কাছে কোথাও থাকো।'

'ওখানেই থাকি এটা ঠিক। আমরা সপরিবারে আসিনি, কেবল মনিকা আমার খবরদারি করতে এসেছে।'

হাসল বার্নি। 'অন্তত একটা হাসিখুশি মুখ তুমি দেখতে পাবে। এদিকে হাসিখুশি চেহারার খুব অভাব।'

মনিকাও হাসল। এই স্বল্পপরিচিত যুবককে ওর ভাল লেগেছে। বাবার দিকে ফিরে সে বলল, 'পা, হোটেলের গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে। আমরা তিনজনে একসাথে সাপার খেলে কেমন হয়? খেতে বসে আমি তোমাদের একটা সুখবর শোনাব।'

ডিক কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই না বলে হেসে মাথা ঝাঁকাল।

গ্র্যানিট ফর্কস হোটেলে পৌঁছে বার্নি আর ডিক হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ

হওয়ার জন্যে ডিকের কামরায় ঢুকল। ওরা নিচে নেমে লবিতে অপেক্ষমাণ মনিকাকে সাথে নিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকল। ওখানে নাদুসনুদুস একটা হাসিখুশি ওয়েইট্রেস ওদের পথ দেখিয়ে খালি টেবিলে নিয়ে বসাল। ডিক আর বার্নি দুজনেই ড্রিঙ্কের অর্ডার দিলে ওয়েইট্রেস ড্রিঙ্ক আনতে গেল।

ডিক বলল, 'এখন বলো, মনিকা, তোমার সারপ্রাইজটা কি?'

কথা শুরু করতে গিয়েও বাবার মুখ খুঁটিয়ে দেখে সে বলে উঠল, 'ওহ্, পা, তুমি আগেই জেনেছ। তোমার চেহারা দেখেই আমি বুঝতে পারছি।'

'আমি কি জানি, মনিকা?'

'তুমি জানো আমি আমাদের জন্য একটা বাড়ি খুঁজে পেয়েছি।'

ডিক অবাক হওয়ার ভান করল। 'কোথায়?'

'ক্লুড কেইনের বাড়ি। মিসেস কেইন বলল তুমি ওই বাড়িতে আগেও গেছ।'

মাথা ঝাঁকাল ডিক। 'কিন্তু তাহলে ক্লুডের স্ত্রী কোথায় থাকবে?'

'সে ইলিনয়ে তার মায়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে। ওই বাড়ি ছাড়া এখন আর ওকে এখানে ধরে রাখার কিছুই নেই। বাড়ি পেয়ে আমার খুশি হওয়ার চেয়ে মিসেস কেইনই মনে হয় বাড়িটা ভাড়া দিতে পেরে বেশি খুশি হয়েছে।'

ওয়েইট্রেস ড্রিঙ্ক দিয়ে গেল। এতক্ষণে মনিকার ওপর থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ সরাল বার্নি। টুইন বাট্স্ থেকে আসার সময়ে ট্রেনে, এবং ফেরার পরেও সে আর ডিক কেবল রাজনীতি আর টুইন বাটসের মাইনিং পরিস্থিতি সম্পর্কেই নিজেদের মধ্যে আলাপ করেছে। এখন নীরবেই নিজেদের গ্লাস তুলে নিল ওরা।

একটা চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রেখে ডিক বলল, 'ব্যাপারটা আমি ঠিক পছন্দ করে উঠতে পারছি না, মনিকা।'

মনিকা আপীলের সুরে বলল, 'ওহ্, পা, কেন পছন্দ হচ্ছে না?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে সে জবাব দিল, 'ক্লুড কেইন একটা খারাপ অ্যাটর্নি জেনারেল ছিল। সে ছিল অ্যাডামের অনুগত অনুচর। সেনেটে সবার সামনে আমি এটা বলেছি, এবং এখনও তাই বলছি।'

বার্নি বলল, 'মিসেস কেইন সেনেটের সভায় কথাটা না বললেও, মনেমনে হয়তো সেও তাই ভাবত।'

মনিকা মাথা ঝাঁকাল। 'মিসেস কেইন তোমাকে পছন্দ করে, পা। সে বলে তোমার মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে আমার গর্বিত হওয়া উচিত। সে যদি আমাদের অপছন্দই করত, তাহলে আমাদের কাছে ভাড়া দিত?'

ডিক একে একে দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা একজোট হয়েই আমার বিরুদ্ধে নেমেছ।' কাঁধ উঁচাল সে। 'কেইনের সাথে যখন টিকতে পেরেছি তখন তার ভূতের সাথেও হয়তো পারব।' মনিকার দিকে চেয়ে হাসল ডিক। 'ঠিক আছে, ওটাই ভাড়া নেয়া যাক।'

বাবার এই সিদ্ধান্তে মনিকা এতই খুশি হলো যে বাবার সাম্প্রতিক টুইন বাটস্ যাওয়ার কাজেও আগ্রহ প্রকাশ করল। মনোযোগ দিয়ে কথা শোনার ফাঁকে মাঝেমাঝে সে কিছু বাঁকা প্রশ্নও করল। ওর কথায় মাইনারদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ পাচ্ছে। বার্নির কাছে মনে হলো মনিকার চিন্তাধারায় ডিকের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এটাও সে নিঃসন্দেহে বুঝল মেয়েটার নিজস্ব একটা চিন্তাধারাও আছে।

সাত

পরদিন সকালে ডিক অফিসে পৌঁছে দেখল দুজন লোক তার সাথে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করছে। দুজনই তার পরিচিত। ঘন দাড়িওয়ালা, স্যুট পরা লোকটা ক্লড কেইনের আইনসংক্রান্ত অ্যাসিস্টেন্ট, জন মাইল্‌স্। দ্বিতীয়জন চোখা চেহারার পাতলা গড়নের মানুষ। ক্যাজুয়াল পোশাক পরা লোকটা ছিল ক্লড কেইনের সেক্রেটারি। ওর নাম জে হাওয়ার্ড।

দুজনের সাথেই হাত মেলাল ডিক। সে ভাল করেই জানে ওরা কি জন্যে এসেছে। সাক্ষাৎকারে ওরা গোপনীয়তা চাইবে বুঝে সে বলল, 'তুমি আমার অফিসে এসো, জন।' দরজা খুলে জনকে নিয়ে পাশের কামরায় ঢুকল ডিক। ওখানে তিনটে ডেস্ক আর চামড়ায় মোড়া তিনটে সোফা পাতা রয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের দরজা খুলে জনকেই প্রথমে ভিতরে ঢোকার সুযোগ দিল ব্যারন। ভিতরে একটা বড়

ডেস্কের সামনে দুটো চামড়ায় মোড়া আরামদায়ক চেয়ার। ডেস্কের পিছনের বিশিষ্ট চেয়ারটার পিঠ ঠেকানোর জায়গা অন্য দুটো চেয়ারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উঁচু।

ডেস্ক ঘুরে নিজের আসনে বসল ডিক। প্রচলিত আচরণ-বিধি অনুযায়ী ডিক বসার পর ডেস্কের সামনে পাতা চেয়ারে আসন গ্রহণ করল জন।

'এখন তোমার প্ল্যান কি, জন?' প্রশ্ন করল ডিক।

চেয়ার একটু পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল জন।

'আমার বিশ্বাস তোমার প্রশ্নই আমি যা জানতে এসেছিলাম, তার জবাব দিচ্ছে,' বলল মাইল্‌স্।

'হ্যাঁ,' সমর্থন করল ডিক। 'আমি আমার স্টাফ নিজে বাছাই করতে চাই, এবং তুমি ওতে থাকছ না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কোটের পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে ডেস্কের ওপর রাখল মাইল্‌স্।

'ধন্যবাদ,' বলল ডিক। হাত মেলাবার জন্যে জন হাত বাড়াল না দেখে ডিক ওকে উপেক্ষা করল। মাইল্‌স্ ছোট্ট একটা নড করে বিদায় নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

ডেস্ক ঘুরে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ডিক। যাওয়ার আগে গতবার যেমন দেখেছিল, তার থেকে কামরাটা এখন একটু ভিন্ন রকম দেখাচ্ছে, কিন্তু এমন কেন মনে হচ্ছে ভাবতে গিয়ে সে টের পেল।

তালা দেয়া বড় ফাইলিং ক্যাবিনেটটা যেখানে ছিল সেই জায়গাটা এখন শূন্য।

পকেট থেকে ভারী খামটা বের করে ডেস্কের ওপর ওটা খালি করে ঢালল। একগোছা চাবির সাথে একটা নোট বেরোল খাম থেকে। সংক্ষিপ্ত নোটে লেখা আছে, নিজের ডেস্ক খালি করে যোসে লিপেরো তার চাবি ফেরত দিচ্ছে।

দরজার কাছে এগিয়ে ওটা খুলে জে হাওয়ার্ডকে ভিতরে আসতে বলল সে। যুবক ভিতরে ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ডিক বলল, 'চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখো, জে। কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ?'

চোখ বুলিয়ে ওর দৃষ্টি খালি জায়গায় পৌঁছে আটকে গেল।

'হ্যাঁ। ওটা কোথায় সরিয়েছ তুমি?' প্রশ্ন করল জে।

'গত পরশু আমি যখন অফিস ছাড়ি তখনও ওটা এখানেই ছিল। আজ সকালে এসে দেখলাম নেই,' বলল ডিক। 'তুমি জানো ওটার ভিতর কি ছিল?'

'সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না,' সরাসরি বলল জে। 'তবে কিছুটা আঁচ করতে পারি। তবে সেটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা মাত্র।'

'ঠিক আছে, সেটাই বলো।'

'পার্টির কাগজপত্র—"একান্ত গোপনীয়" চিঠিপত্র, আর ইলেকশনের প্রচার অভিযানের চাঁদা সংক্রান্ত কাগজ। এটা নিশ্চিত যে ওগুলো অফিসের আর কেউ দেখুক এটা সে চাইত না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডেস্কের ওপর থেকে হোসের নোটটা তুলে জের দিকে বাড়িয়ে দিল ডিক। ওটা পড়ল জে।

পড়া শেষ হওয়ার পর ডিক বলল, 'গতকাল হোসে এখানে ছিল। যাও, ওকে খুঁজে বের করো।'

'আমি কি তোমার এখানেই থাকছি?' প্রশ্ন করল জে।

'যতক্ষণ বিদায় না দিচ্ছি ততক্ষণ আছ।'

হোসের লেখা নোটটা ফেরত দিয়ে দরজার দিকে এগোল জে। দরজার কাছে থেমে সে প্রশ্ন করল, 'হোসে তোমাকে এমন কি বলতে পারবে যেটা মাইলস্ বা আমি বলতে পারব না?'

'সেটা আমি বুঝব,' ডিক বলল।

কাঁধ উঁচিয়ে বেরিয়ে গেল জে।

পরবর্তী একঘণ্টা ডিক খোলা ক্যাবিনেটে রাখা ফাইলের কাগজপত্র আর ক্লড কেইনের ডেস্কে রাখা কাগজ ঘেঁটে দেখল। ওগুলো বেশিরভাগই ক্লডের অফিসে থাকাকালীন সময়ের পুরোনো কেসগুলোর সারমর্ম। চলতি কেসের ফাইল মাইলসের ডেস্কের পাশে ক্যাবিনেটে আছে।

দরজায় নক করার শব্দ হলো। ডিকের অনুমতি পেয়ে হোসের পিছনে জে হাওয়ার্ডও ভিতরে ঢুকল। হাতের ইশারায় ওদের বসতে বলল ডিক। তারপর বলল, 'ধন্যবাদ জে।'

হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে ডিক প্রশ্ন করল, 'জে কি তোমাকে বলেছে আমি কি কারণে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি?'

'হ্যাঁ, বলেছে,' কঠোর সুরে বলে শার্টের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ডিকের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'গতকাল আমি যখন

আমার ডেস্ক পরিষ্কার করছিলাম, তখন দুজন কাজের লোক এসে আমাকে ওই নোটটা দিয়ে বলল ওরা ক্লডের তালা দেয়া ক্যাবিনেটটা মিসেস কেইনের ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছে। দয়া করে ওটা পড়ে দেখো।'

ওটা পড়ে মুখ তুলে চাইল ডিক।

হোসে বলে চলল, 'ওগুলো ছিল ক্লডের ব্যক্তিগত ফাইল, নইলে তালা দেয়া থাকত না। আমি ওদের ক্যাবিনেটটা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়ায় ওরা নিয়ে গেছে। এবার ওটার উল্টো পিঠে কি লেখা আছে পড়ে দেখো।'

নোটটা উল্টে জোরে জোরে পড়ল ডিক। 'আমি ক্লডের ফাইল ক্যাবিনেট আনতে কোন লোক পাঠাইনি। নোটটা স্পষ্টতই জাল। এটাই আমার নিজস্ব লেখা উল্টোদিকেরটা নয়। জে হাওয়ার্ড আর হোসে শিপেরো এর সাক্ষী। মিসেস কেইন।'

হোসের দিকে তাকাল ডিক। সে বলল, 'মিসেস কেইনের হাতের লেখার নমুনা আনাটা জের আইডিয়া। ওকে নোটটা দেখানোর পর সে বলল ওটা মিসেস কেইনের কাছ থেকে যাচাই করিয়ে নেয়া দরকার। আমরা তার বাসায় গেলে সে ওটা লিখে দিয়েছে।' নার্ভাস ভাবে ফোলা ফোলা আঙুলে কপালের ঘাম মুছল হোসে। 'আমি দুঃখিত, স্যার, আমাকে – আমাকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ধোঁকা দেয়া হয়েছে।'

নোটের দুই পিঠই আবার পড়ে হোসেকে প্রশ্ন করল ডিক, 'মিসেস কেইনকে কি ক্যাবিনেটটা খোয়া যাওয়ায় উদ্বিগ্ন মনে হলো?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল হোসে। 'আমার তা মনে হলো না, স্যার, তবে কেউ তার নাম ভাঁড়িয়ে ধাপ্পা দেয়ায় সে খুব রেগে গেছিল। ফাইল খোয়ানো সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেনি।'

'তুমি কি লোকগুলোকে অনুসরণ করে নিশ্চিত করেছিলে ক্যাবিনেটটা ঠিক মত ওঠানো হলো কিনা?'

মাথা নাড়ল হোসে। 'না, আমি দেখতে যাইনি, স্যার। তার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়নি।'

'অবশ্যই না,' বলল ডিক। 'তোমার জায়গায় আমি হলেও তাই মনে করতাম।' উঠে দাঁড়াল সে। 'তোমাদের ধন্যবাদ। আজকের জন্যে এই পর্যন্তই যথেষ্ট।'

ওরা উঠল। হোসে আর মাইলস অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর

দরজায় নক করে আবার ডিকের কামরায় ঢুকল জে। 'আমি কি এখনও তোমার হয়ে কাজ করছি, স্যার?' প্রশ্ন করল সে।

'না, জে,' মাথা নেড়ে জবাব দিল ডিক। 'আমি জানি তোমার বিশ্বস্ততা কোথায়। তাই তোমাকে আমি রাখতে পারছি না। তবে তোমার সুনামের খাতিরে এই দালানের যেকোন অফিসই তোমাকে লুফে নেবে। তবে ইলাই-এর অফিস বাদে।'

জে হাসল। 'না, ওখানে ঢুকেও আমি চেষ্টা করতে যাব না।'

'বুড়ো অ্যাডামকে তুমি জানাতে পারো যে আমি বলেছি, তোমাকে নিজের অফিসে না নিলে সে একটা ইডিয়েট।' হাত বাড়িয়ে দিল ডিক। 'বেস্ট অভ লাক, জে।'

'ধন্যবাদ, স্যার। আমার ডেস্ক পরিষ্কার করেই রেখেছি আমি। চাবিটা ডানদিকের প্রথম ড্রয়ারে আছে।' একটু ইতস্তত করল জে। 'গুড লাক, স্যার। আমার মনে হয় তোমার প্রচুর লাক দরকার হবে।'

বার্নির অফিসের দরজা খোলাই ছিল। পায়ের আওয়াজ শুনে আইনের বই থেকে মুখ তুলে সে ডিককে ঢুকতে দেখল। সুপ্রভাত বিনিময়ের পর ডিক প্রশ্ন করল, 'ইলাই আমার সাথে এখন দেখা করতে পারবে?'

উঠে দাঁড়িয়ে বার্নি বলল, 'সোজা ঢুকে যাও।'

'তুমিও আমার সাথে এসো। আমি যা বলব সেটা তোমারও শোনা দরকার।' ডিকের স্বরে গাম্ভীর্য আর প্রচ্ছন্ন একটু রাগের আভাসে অবাক হয়ে ইলাই-এর দরজায় টোকা দিয়ে দরজা খুলে ডিকের জন্যে সরে দাঁড়াল।

ডেস্কের পিছন থেকে মুখ তুলে চেয়ে হাতের ইশারায় চেয়ার দেখিয়ে ইলাই বলল, 'গুড মর্নিং, ডিক। বুড়ো অ্যাডাম ফিরে আসার পর তুমিই প্রথম আমার অফিসে এলে। বসো।'

'আমি চাই বার্নিও কথাটা শুনুক।'

'তাহলে তোমরা দুজনেই বসো।'

চেয়ারে বসার পর আজ সকালে অফিসে ঢুকে ক্যাবিনেট খোলা যাওয়ার ব্যাপারটা আবিষ্কার করা থেকেই শুরু করল ডিক। তারপর হোসে শিপেরোর নোটটা ইলাই-এর দিকে এগিয়ে দিল। পড়া হলে ইলাই কাগজটা বার্নির দিকে বাড়িয়ে দিল। ডিক বলল, 'যেহেতু গতকাল হোসে অফিসে উপস্থিত ছিল, তাই ওকেই ডেকে আনার জন্যে

জেকে পাঠালাম আমি।' হোসে এসে পৌছানোর পর কি ঘটেছে তার বর্ণনা দেয়ার মাঝেই পকেটে হাত দিয়ে জাল নোটটা বের করল। ওটা ইলাই আর বার্নি দুজনেই পড়ল। ইলাই চুপ করে থাকলেও বার্নি মন্তব্য করল, 'চমৎকার একটা চতুর ধাপ্পা।'

'তোমার কি মনে হয়, ইলাই? অ্যাডামের আদেশ?'

'আমার মনে হয় না অ্যাডাম এটা এভাবে করাত। ওই ফাইলগুলোর দরকার থাকলে সে সরাসরি কেয়ারটেকারকে ওই ক্যাবিনেট তার অফিসে পৌছে দেয়ার আদেশ দিত। জাল নোটের আড়ালে আশ্রয় নিত না।'

'আমাদের পার্টির কেউ হয়তো এটা করিয়ে থাকতে পারে, ডিক,' বলল বার্নি।

'হয়তো, কিন্তু আমার তা মনে হয় না,' বলল ব্যারন। 'আমি আপত্তি তুলব ভেবে থাকলেও আজ সকালে নিশ্চয়ই ওরা এটা আমাকে জানাত। না, আমার মনে হচ্ছে যে এটা করিয়েছে সে জানত ওই ফাইলগুলো প্রকাশ পেলে অ্যাডামের জন্য তা বিরাট ঝামেলার কারণ হবে। ফাইলগুলো অ্যাডামকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে, নাকি রক্ষা করার জন্যে সরানো হয়েছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না।'

তিনজনই কিছুক্ষণ নীরব থাকল; ভাবছে। তারপর বার্নি বলল, 'আমি কি গোপনে একটু বাজিয়ে দেখব? আমি বলতে পারি, ইলাই কিছু কাগজপত্র খুঁজছে, ভাবছে ওগুলোর হয়তো কেইনের ক্যাবিনেটেই আছে।' পরে নিজেই মাথা নাড়ল, 'ওকথায় কেউ ভুলবে না।'

'বার্নি, ইলাই যদি সম্মত হয়, তুমি একটু তলিয়ে খোঁজ নেবে?' ডিক মুখ ফিরিয়ে ইলাই-এর দিকে তাকাল। 'আমার এখন লোকের খুব অভাব। আজ সকালে রুডের বাকি স্টাফ আমি বিদায় করে দিয়েছি।'

'বার্নি এখনও ধারে তোমার কাছেই আছে, ডিক।' একটু হাসল ডার্বি। 'কিন্তু কেবল ধার হিসেবেই; ওকে তুমি স্থায়ীভাবে পাবে না।'

এবার বার্নির সাথে কথা বলল ব্যারন। 'তোমার মত কিছু তরুণ লোককে তুমি জানো? যারা আমার সাথে কাজ করতে রাজি হবে?'

'এমন দু'তিনজন আছে।'

'ওদের মধ্যে সবথেকে ভাল লোকটাকেই প্রথম পাঠিও, বার্নি।

'সে হচ্ছে ব্রায়েন কার্টিস। আমি ওর সাথে দেখা করব।'

আট

গ্র্যানিট ফর্কস হেরল্ডে প্রথম পাতার এডিটোরিয়ালে ছাপা হয়েছে:

বিভ্রান্তিকর একজোড়া বাজ

সংবাদ: আমাদের স্টেটে অ্যাটর্নি জেনারেল ক্লড কেইন গত রবিবার রাতে ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

সংবাদ: গভর্নর বেকন শিকার অভিযানে স্টেটের বাইরে থাকাকালীনই তার বহুদিনের পুরোনো বন্ধু কেইন মারা যায়। দিনরাত চেষ্টা করেও গভর্নরের স্টাফ তার সাথে যোগাযোগ করে কেইনের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি।

সংবাদ: লেফটেন্যান্ট গভর্নর ইলাই ডার্বি (গভর্নরের অনুপস্থিতিতে অ্যাকটিং গভর্নর) কেইনকে কবর দেয়ার আগেই আইনানুগ ভাবে কেইনের জায়গায় একজন নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল নিযুক্ত করেছে।

সংবাদ: অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিযুক্ত হওয়ার তিনদিন পরেই ডিক ব্যারনের বার্নি বার্কলেকে, অর্থাৎ লেফটেন্যান্ট গভর্নরের তথাকথিত পেশীবিশিষ্ট-সেক্রেটারিকে সাথে নিয়ে টুইন বাটস্ মাইন দুর্ঘটনা পরিদর্শনার্থে যাত্রা। তাদের সেখানকার মাইনারদের মেরি ই মাইনের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উস্কে তোলার অপচেষ্টা।

সংবাদ: লেফটেন্যান্ট গভর্নর ইলাই ডার্বির নির্দেশে এবং বার্নি বার্কলের ব্যবস্থাপনায় তোমাদের এডিটর জখম এবং দুর্ঘটনা সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করার সময়ে টুইন বাটসের বুলস্‌আই সেলুন থেকে সবলে রাস্তায় নিক্ষিপ্ত।

প্রশ্ন:

১) আমাদের স্টেট কি এমন একজন লেফটেনান্ট গভর্নরকে সহ্য করবে, যে বিশ্বাসঘাতকতা করে চুপিচুপি একজন অযোগ্য অন্তরঙ্গ বন্ধুকে অ্যাটর্নি জেনারেলের পদে নিযুক্ত করেছে?

২) আমাদের রাষ্ট্র কি এমন একজন পরীক্ষিত অযোগ্যতাসম্পন্ন লোককে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে মেনে নেবে, যার প্রথম কাজই ছিল অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের যাবতীয় স্টাফকে বরখাস্ত করা?

৩) শিরোনামেই বলা হয়েছে, আমাদের স্টেট-হাউসে বিশিষ্ট একজোড়া বাজ ঢুকে পড়েছে। ওদের তাড়াবার উপায় কি?

জবাব:

দুজনকেই রাজদ্রোহী ঘোষণা করা।

বার্নি বার্কলে পত্রিকাটা নিজের ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলল। প্রচণ্ড রাগে ওর দেহটা ঈষৎ কাঁপছে। তার বিশ্বাসই হচ্ছে না ইলাই আর ডিকের বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা অপবাদ কেউ ছাপার অক্ষরে কাগজে প্রকাশ করতে পারে। ইলাই তার দৈহিক অক্ষমতার কারণে হ্যাল ড্যালিকে পেটাতে পারবে না, এবং ডিক ব্যারন এটা পারবে না, কারণ তার মানসিক ধাত মোটেও উগ্র নয়। ওরা ভদ্র ভাষায় এর প্রতিবাদ জানিয়ে হ্যালকে কথাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে ক্ষমা চাইতে বলবে। যেগুলোর কোনটাই হ্যাল করবে না।

ওই মিথ্যাগুলোর সাথে মিশিয়ে বার্নির নামেও কিছু কুৎসা রটানো হয়েছে। সে এর প্রতিকার করবে এবং সেইসাথে ইলাই আর ডিকের পক্ষ থেকেও কিছু শোধ তুলবে।

হেরল্ড পত্রিকাটা ডেস্কের ওপরই ছেড়ে হ্যাটটা তুলে নিয়ে ইলাই-এর দরজার দিকে এগোল বার্নি। দরজা খুলে মাথা গলিয়ে সে বলল, 'আমি কিছুক্ষণের জন্যে একটু বাইরে যাচ্ছি, ইলাই। তাই এই দরজাটা খুলে রেখে যাচ্ছি যেন কেউ এলে তুমি শুনতে পাও।'

'ঠিক আছে,' বলল ইলাই। ওর মুখের ভাব বা গলার স্বরে কোনরকম কৌতূহল প্রকাশ পেল না।

অফিস ছেড়ে বেরোল বার্নি। হেরল্ড কাগজে হ্যাল ড্যালির এডিটোরিয়াল সম্পর্কে ইলাইকে না জানিয়েই বেরিয়ে আসার জন্যে ওর মনে অপরাধ-বোধ কিছুটা খোঁচা দিচ্ছে। কিন্তু সে জানে ডিক বা ওই দালানের আর কেউ ইলাই এডিটোরিয়ালটা পড়েছে কিনা জানতে আসবে। কিন্তু ততক্ষণে ইলাই-এর আর বার্নিকে বাধা দেয়ার উপায় থাকবে না।

ক্যাপিটল দালান থেকে বেরিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি নিল সে।

ড্রাইভারকে সোজা হেরল্ড অফিসে যাওয়ার নির্দেশ দিল। যাত্রায় কিছু সময় লাগল বটে, কিন্তু তাতে ওর রাগ একটুও কমল না। বরং এতে ওর অধৈর্যতা কিছু বাড়ল।

নোংরা আর ঘুপচি কাগজের অফিসের সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ড গাড়িতে বসেই খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে রইল বার্নি। এখনও তার মত পাল্টাবার সময় আছে। তারপর আবার ভাবল, এটা ভবিষ্যতে কোন একসময়ে ঘটবেই। সুতরাং এখন ঘটলেই বা অসুবিধা কি?

গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করতে বলে ফুটপাত পেরিয়ে অফিসের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল বার্নি। সামনেই একটা কাউন্টার। বামদিকের দেয়াল ঘেঁষে ভিতরে ঢোকার সুইং দরজা। কাউন্টারের পিছনে একটা বড় চারকোনা ডেস্কের ওপর অগোছাল ভাবে কাগজপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। টেবিলের পিছনে নিচু রেলিং দিয়ে অফিসটাকে ছাপাখানার থেকে আলদা করা হয়েছে। রেলিঙের মাঝখান দিয়ে প্রেসে ঢোকার দরজা। ভিতরে হ্যাল আর তার মুদ্রাকর একটা শেড় দেয়া নিচু বাতির নিচে পাথরের ওপর সীসার অক্ষর সাজাচ্ছে।

প্রথম সুইং গেট খোলার ককানির শব্দ হ্যালের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হেরল্ডের এডিটর বার্নিকে চিনতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল। ওই কয়েক সেকেন্ডে বার্নি বিন্দুমাত্র তাড়াহুড়া না দেখিয়ে চৌকো ডেস্ক পেরিয়ে দ্বিতীয় দরজার কাছে পৌঁছল।

হ্যাল হাত থেকে অক্ষর সাজাবার সরঞ্জাম নামিয়ে রেখে কালিমাখা নোংরা এপ্রোনে তার হাতের তালু মুছল। তারপর ঝুঁকে নিচু হয়ে অক্ষর ঠোকার কাঠের হাতুড়ি তুলে নিয়ে বার্নির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

'এখানে ছুটে আসতে তোমার বেশি সময় লাগেনি,' মন্তব্য করল হ্যাল। এপ্রোনের তলায় হাত ঢুকিয়ে শার্টের পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে মুখের কোনায় গুঁজল সে।

'ওটা ধরিও না,' শান্ত স্বরে বলল বার্নি। 'হয়তো শেষ পর্যন্ত ওটা তোমার পেটে গিয়ে হাজির হতে পারে।'

টান দিয়ে গেইটটা খুলে ডেস্কের দিকে এগিয়ে উল্টোপাশের চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'বসো, বার্নি, বুকের ওপর চেপে বসা পাথর নামিয়ে বুক হালকা করো।'

বার্নিকে পার হয়ে এগিয়ে হাতুড়িটা বগলে চেপে ধরে ম্যাচের

খোঁজে হ্যাল পকেট থাপড়াল। তারপর ডেস্কের বাম দিকের ড্রয়ার খোলার জন্যে হাত বাড়াল। লোকটা ড্যাবরা মনে পড়তেই হ্যালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে ওকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। ধাক্কার চোটে বেসামাল হয়ে ড্যালি পাশের দেয়ালের সাথে বাড়ি খেয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। কাঠের হাতুড়িটা বগল থেকে মেঝের ওপর খসে পড়ল। ঘুরে ওটা তুলে নিয়ে মুখ থেকে থেঁতলানো চুরুটটা ফেলে দিয়ে হাতুড়ি উঁচাল হ্যাল।

'তুমি নিশ্চয় নিজের চেহারাটা আমার হাতেই পাল্টে নিতে চাও,' ব্যঙ্গ করে বলল সে।

ওর দিকে এক পা আগে বেড়ে ডেস্কের বামদিকের ড্রয়ারের সামনে থেমে ওটা টেনে খুলল। ওখানে এক থাক কাগজের ওপর রয়েছে হ্যালের পিস্তল। ওটা তুলে নিয়ে কক করার পর এডিটরের দিকে তাক করে বার্নি বলল, 'হাতুড়িটা ফেলে দাও – তবে আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলো না।'

হাতুড়িটা বাগিয়ে ধরে হাসল হ্যাল। 'ওই পিস্তলটা খালি। তুমি কি ভেবেছ আমি পাগল, যে ওটা লোড করে রাখব?'

'তাহলে তো এটার ট্রিগার টিপতে কোন অসুবিধেই নেই।'

ট্রিগার টেনে দিল বার্নি। পিস্তল গর্জে উঠল। হ্যালের বাম গালের পাশে দেয়ালে একটা গর্ত দেখা দিল। দেয়াল থেকে আস্তর খসে পড়ার শব্দ আর মুদ্রাকরের গলির দিকে ছুটে পালানোর শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

নীরবেই হ্যাল কাঠের হাতুড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। ওর দেখাদেখি বার্নিও পিস্তলটা ছুঁড়ে প্রেসের ভিতর ফেলল। একটা অব্যক্ত সঙ্কেতেই যেন দুজনে একসাথে পরস্পরের দিকে চার্জ করে এগোল। একদিকে বার্নির লম্বা নাগাল, অন্যদিকে হ্যাল ওজনে ভারী। কেউ পিছু হটছে না। দুজনেই দুমিনিট সমানে ঘুসি ছুঁড়ল। হ্যালের নাক থেকে রক্ত ঝরছে, ডান চোখটাও বন্ধ হয়ে আসতে শুরু করেছে, ঠোঁট দুটো থেঁতলে কেটে গেছে। এতক্ষণে হ্যালের খেয়াল হলো ওর ঘুসিগুলো বার্নির দেহ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না, বেশির ভাগ ওর লম্বা বাহুর ওপরই পড়ছে।

উচ্চতা বাড়াতে কুঁজো হয়ে ওত পাতা ভঙ্গি ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পরক্ষণেই ওকে পস্তাতে হলো। বার্নি ওর সোনার প্রেস্কাসের

ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসাল। হ্যালের ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেল। ব্যথায় দুভাঁজ হয়ে গেল সে। সবেগে হাঁটু ভাঁজ করে ওর মুখে আঘাত করল বার্নি। চোখের সামনে সর্ষে ফুলের নাচ দেখতে দেখতে ঝপ করে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল হ্যাল। কিন্তু পড়াটা টের পেল না, কারণ আগেই জ্ঞান হারিয়েছে সে।

শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসার মিনিটখানেক পর ধীরে চোখ খুলল হ্যাল। ছাদটা ঝাপসা দেখতে পাচ্ছে। ডান দিকে মাথা হেলিয়ে দৃষ্টি পরিষ্কার হলে সে দেখল বার্নি ওর ডেস্ক থেকে ওরই দিকে চেয়ে বসে আছে। বার্নির বাম হাতে একটা রুমাল পেঁচানো আছে।

বার্কলে উঠে এগিয়ে এসে হ্যালের মাথার কাছে দাঁড়াল। ড্যান্ডির চোখে ওকে আধমাইল লম্বা দেখাচ্ছে।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি?'

ড্যালি থুতু ফেলল। ওর থুতুর সাথে একদলা রক্ত পড়ল মেঝের ওপর। কথা বলার চেষ্টা করেও বলতে না পেরে শেষে মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাল সে শুনতে পাচ্ছে।

বার্নি বলল, 'ইলাই, ডিক বা আমার নামে আর কখনও মিথ্যা খবর ছাপিয়ো না। যদি তা করো, তবে আমি ফিরে এসে তোমাকে আরেক দফা পিটিয়ে যাব; বুঝেছ?'

মুখে কিছু না বললেও কথাটা ওর কানে গেছে। লোকটা চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল বা আবার অজ্ঞান হলো।

ভাড়া করে আনা ঘোড়ার গাড়ির চালকের সাহায্য নিয়ে হ্যালকে গাড়িতে তুলল এডিটরের মুদ্রাকর। তারপর ড্রাইভারকে জানাল কোন ঠিকানায় যেতে হবে। গাড়িটা নির্দিষ্ট ঠিকানায় বাড়ির সামনে এসে উঠান পেরিয়ে মুদ্রাকরের নির্দেশে বাড়ির পাশের একটা দরজার সামনে থামল। দুজনে মিলে ধরাধরি করে হ্যালকে তার শোবার ঘরে নিয়ে বিছানার ওপর শুইয়ে দিল। ওই লম্বা কামরাটা ওর বসার ঘর হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ওখানে একটা ছোট সোফা আর দুটো কাঠের চেয়ার আর একটা টেবিল রয়েছে। কামরার পিছন দিকে আছে একটা ছোট্ট বাথরুম।

ককিয়ে একটা গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে থেঁতলানো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হ্যাল বলল, 'পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলাকে খবর দাও, বাড।'

ড্রাইভার তার গাড়িতে উঠে বসল। মুদ্রাকর খবরটা পাশের

বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ওই গাড়িতেই ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পর পাশের বাড়ির বুড়ি দরজায় নক না করেই হ্যালের কামরায় ঢুকল। এডিটরের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সোজা বাথরুমে ঢুকে তোয়ালে আর গামলায় করে কিছু পানি নিয়ে ফিরে এল। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে তোয়ালে ভিজিয়ে হ্যালের রক্তাক্ত মুখ পরিষ্কার করা শুরু করল। ব্যথা পেলেই মহিলাকে গালি দিচ্ছে ড্যালি। কিন্তু ওকে পাত্তা না দিয়ে শক্ত হাতেই কাজ শেষ করল সে। কাজের শেষে, 'আমি সাপার আনছি,' বলে বেরিয়ে গেল মহিলা।

নয়

ক্যাপিটলের তিন তালার লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে নিচে নামল ডিক। নিজের অফিস পেরিয়ে বার্নির অফিসে ঢুকল। বার্নি অফিসে নেই, কিন্তু ইলাই-এর অফিসের দরজা খোলা রয়েছে। ইলাই ওর পায়ের আওয়াজ পেয়ে ডাকল, 'কাম ইন।'

বড় অফিসটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করল ডিক। ডেস্কের পিছনে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল ইলাই। কুশল বিনিময়ের পর হাতের ইশারায় ডিককে বসতে বলল সে। বসার পর ডিক বলল, 'আজ প্রায় সারা সকাল তিন তালায় লাইব্রেরিতে আইনের বই ঘেঁটে কাটিয়েছি আমি। কিছু আকর্ষণীয় কথা আমার চোখে পড়ল।'

'ওখানে কারও সাথে কথা হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ, কেবল লাইব্রেরিয়ানের সাথে। কেন?'

'তাহলে তুমি এখনও এটা দেখোনি?' ইলাই ডেস্কের ওপর দিয়ে খবরের কাগজটা বাড়িয়ে দিল। ওটা হাতে নিয়েই কালো বর্ডার দেয়া এডিটোরিয়াল ওর চোখে পড়ল। সতর্ক চোখে পুরোটা পড়ে পকেট থেকে পেনসিল বের করে কিছু কিছু অংশের তলায় দাগ দিল।

তারপর চোখ তুলে ইলাই-এর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আমার মনে হয় কোর্টে আমরা এর একটা বিহিত করতে পারব।'

'আমার ধারণা এর প্রতিকার এখনই করা হচ্ছে,' বলল ইলাই। তারপর হঠাৎ করে কিছুক্ষণের জন্যে বার্নির বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন জানানোর ব্যাপারটা বলল। বার্নির ফাইলে রাখা একটা কাগজ দেখার দরকার পড়ায় ওটা আনতে গিয়ে ডেস্কের ওপর রাখা কাগজটা ওর চোখে পড়ে। ওটাই এনে এডিটোরিয়ালটা পড়েছে সে।

ওর কথা শেষ হলে ডিক মিটমিটে হাসির সাথে বলল, 'ভাবছি ছেলেটা হাতের কাছে একটা চাবুক পেয়েছে কিনা।'

'মনে হয় না ওর চাবুকের দরকার হবে, খালি হাতেই বার্নি যথেষ্ট করতে পারবে। হ্যাঁ, এবার বলো লাইব্রেরিতে তুমি ইন্টারেস্টিং কি দেখলে?'

'আমি পড়ে দেখছিলাম মাইন ইন্সপেক্শন সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের আইন কি বলে। সমারসেট মাইনে আগুন লাগার সম্পর্কে তোমার বিশেষ কিছু মনে থাকার কথা নয়–তখন তুমি অনেক ছোট ছিলে।'

'হ্যাঁ, তবে পরে আমি ওটার সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছি, ডিক। কিন্তু তাতে কি?'

'ওতে পঞ্চাশজন বিধবা হয়েছিল, এবং মোট আশিজন লোক মরেছিল। ফলে সমারসেট এলাকার লোকজন গভর্নরকে চাপ দিয়ে ইন্সপেক্টর নিয়োগ করার একটা বিল পাশ করিয়ে নিয়েছিল। কেবল কয়লার খনি নয়, সব মাইনই বছরে অন্তত একবার পরিদর্শন করার ভার সরকারি ভাবে ইন্সপেকশন অফিসকে দেয়া হয়েছিল। এবং যেসব মাইনে কর্মীর সংখ্যা পঞ্চাশজনের বেশি, সেগুলো প্রতি চারমাসে একবার পরিদর্শন করার নিয়ম পাস করা হয়েছিল।'

মুখ কুঁচকাল ইলাই। 'এই আইন কোন আইনের বইয়ে থাকতে পারে না, ডিক। এমন আইনের কথা আমি কখনও শুনিনি।'

'অবশ্যই তুমি শোনোনি। সমারসেট দুর্ঘটনার ফলে দেশে এমন শক্ত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল যে আইনপরিষদের কিছু একটা না করে উপায় ছিল না। তারা যুক্তি করে বিলটা তৈরি করল ঠিকই, কিন্তু অধিবেশনে ওটা উত্থাপন না করে উত্তেজনা স্তিমিত না হওয়া পর্যন্ত চাপা দিয়ে রাখল।'

'বিলটা কি শেষ পর্যন্ত পাস হয়েছিল?' জানতে চাইল ইলাই।

'হ্যাঁ। বিলটা পাস হয়েছিল, কিন্তু পানি মেশানো হালকা একটা

রূপে। অর্থাৎ ইন্সপেকশন অফিস সৃষ্টি করা হলো বটে, কিন্তু সেটার তদারকির ভার দেয়া হলো অ্যাটর্নি জেনারেলকে। এতে ইন্সপেক্টরের মাইনকে ফাইন করার ক্ষমতা দেয়া হলো বটে, কিন্তু সেটা কোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে।'

'অন্য কথায়, তোমার অফিসের সম্মতি না থাকলে কোন ফাইনই হবে না?' প্রশ্ন করল ইলাই। 'মনে হচ্ছে এর পিছনে মাইনের টাকার গন্ধ পাচ্ছি?'

'ঠিক তাই। নমনীয় কেউ অ্যাটর্নি জেনারেল থাকলে এটা কোন বিলই নয়।'

'মাইন ইন্সপেক্টর হিসেবে কখনও কাউকে নিযুক্ত করা হয়েছিল?'

'একজন,' জবাব দিল ডিক। 'কিন্তু সে একটাও মাইন পরিদর্শনে কখনও গেছিল কিনা সন্দেহ। পরের সংসদ অধিবেশনে বাজেট কমিটি ইন্সপেক্টরের বেতন পাস করতে অস্বীকার করল। গত পাঁচটা বাজেটে কমিটিকে ওই খাতে টাকা অনুমোদন করার জন্য অনুরোধ পর্যন্ত জানানো হয়নি।'

মাথা ঝাঁকাল ইলাই। 'অর্থাৎ পদটা আছে, কিন্তু কোন বেতন নেই?'

'ঠিক তাই,' বলল ডিক। 'ওটা বাজেটে ঢুকাবার জন্যে দুবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু পেশ করার জন্যে পাস হয়নি। যে দুজন লোক ওই প্রস্তাব দিয়েছিল, তাদের একজন মৃত এবং দ্বিতীয়জন ইলেকশনে পরেরবার আর নির্বাচিত হয়নি।'

'এখন তোমার প্রস্তাবটা কি?' প্রশ্ন করল ইলাই।

'একজন মাইন ইন্সপেক্টরের বেতন আমি নিজের পকেট থেকে দেব,' বলল ডিক। 'একজন ইন্সপেক্টর থাকবে, এবং সে ইন্সপেক্টও করবে।'

দরজায় নক করে কামরায় ঢুকল বার্নি। সে বলল, 'হ্যালো, ডিক।' তারপর ইলাই-এর দিকে চেয়ে বলল, 'ফিরতে এত দেরি হওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত, ইলাই। আমার কিছু কাজ আছে?'

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে যাচাই করে দেখল ইলাই। 'তোমার কি নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, বার্নি?' প্রশ্ন করল সে।

হাত তুলে তর্জনী দিয়ে উপরের ঠোঁট মুছে আঙুলের দিকে তাকাল বার্নি। 'না, কেন?'

'তাহলে তোমার শার্টের সামনে ওটা লাল কালির দাগ?'

নিজের শার্টের দিকে তাকিয়ে রক্তের ছিটা দেখতে পেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বার্নি। 'ঠিক আছে। ওটা হ্যালের থেকে লেগেছে। ওর সাথে আমার মতের একটু অমিল হয়েছিল।'

'কতটুকু?' জানতে চাইল ইলাই।

'মানে, বলা যায় ব্যাপারটা কেবল কথায় মেটেনি। ওই পাজি লোকটা আমার সম্পর্কে "তথাকথিত সেক্রেটারি" লিখবে কেন?'

ডিক হাসছে। ইলাই আর ডিকের চোখাচোখি হলো। ইলাই গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমি তোমার সাথে একমত, বার্নি। ওটা সম্পূর্ণ অযাচিত।'

'গায়ে-পড়ে অপমান!' বলল ডিক।

বার্নি অনিশ্চিত সন্দিগ্ধ চোখে ওদের অভিসন্ধি বোঝার চেষ্টা করছে। হঠাৎ ইলাই সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ল। ওর সাথে ডিক আর বার্নিও যোগ দিল।

'ব্যাপারটা নিশ্চয় খুব উপভোগ্য হয়েছিল,' বলল ডার্বি। 'খুলে বলো, ওখানে কি ঘটল?'

ডিকের চেয়ার ঘুরে পাশের চেয়ারটায় বসে পুরো ঘটনা বলল সে।

ওর কথা শেষ হলে ডিক মন্তব্য করল, 'কোর্টের চেয়ে এটা অনেক দ্রুত আর ভাল নিষ্পত্তি হয়েছে, ইলাই। তবু এতে একটা ঘোড়ার চাবুকের অভাব থেকে গেল।'

'পরের বার,' কথা দিল বার্নি। 'এবার খুব তাড়া ছিল।'

ওরা তিনজনই জানে হ্যালকে পিটানোর পিছনে বার্নির আসল কারণ কি ছিল, কিন্তু কেউ সেকথা তুলল না। এবং ভবিষ্যতেও তুলবে না।

ডিক বলল, 'আজ লাইব্রেরিতে বই ঘেঁটে আমি কি পেয়েছি সেটাই ইলাইকে বলছিলাম।' ইলাইকে যা বলেছে সেটা বার্নিকেও জানাল সে। এবং সেইসাথে একজন মাইন ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করার পরিকল্পনার কথাও বলল।

ওর কথা শেষ হলে ইলাই প্রশ্ন করল, 'ওই কাজের জন্যে কার কথা ভাবছ তুমি, ডিক?'

'সেটা আমি এখনও ভেবে দেখিনি। তবে আমার বিশ্বাস যেসব মাইন সত্যিই দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার নিয়মকানুন মেনে নিয়মিত

নিজেদের মাইন ইন্সপেক্ট করায়, তাদের কাছ থেকেই একজনকে আমি অস্থায়ীভাবে ধার নিতে পারব। এবং ধারের কথায় মনে পড়ল, ফাইল ক্যাবিনেটটার খোঁজ নেয়ার জন্যে তুমি বার্নিকে ধার দেবে বলেছিলে। মাইন ইন্সপেক্টরকে সঙ্গ দেয়ার জন্যেও কি আমি ওকে পেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই,' বলল ইলাই। 'কিন্তু আমার মনে হয় না মাইন সম্পর্কে ওর কোন অভিজ্ঞতা আছে। আছে, বার্নি?' ওকে মাথা নাড়তে দেখে ডিকের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সে।

'আমার মনে হয় কাজটা আমরা এভাবে করতে পারি: আমি মাইন ইন্সপেক্টরকে "সর্বজনের জ্ঞাতার্থে" গোছের একটা চিঠি দেব। তাতে ওর নিয়োগ, আর ইন্সপেক্টরকে যেকোন মাইন পরিদর্শন করার আইনবদ্ধ অধিকার দেয়া হবে। তুমিও অনুরূপ একটা চিঠিতে সব মাইন মালিককে রাষ্ট্রীয় মাইন ইন্সপেক্টরের সাথে সব রকম সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানাবে।'

'তুমি আঁচ করছ বাধা আসবে,' বলল ইলাই।

'অবশ্যই। আমার ইন্সপেক্টর যদি একা কোন মাইনিং কোম্পানিতে যায়, তাহলে ওরা তার মুখের ওপর হাসবে এবং তাদের ব্যক্তিগত জমি থেকে দূর হয়ে যেতে বলবে। কিন্তু সে যদি বার্নির সাথে যায়, এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের লেখা একটা চিঠি ওর সাথে থাকে, তবে ওরা ব্যাপারটার গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে। আমি বার্নিকে ডেপুটি মার্শালের পদে নিযুক্ত করতে পারি। সেটা ওকে কেবল গ্রেপ্তার করারই অধিকার দেবে না, প্রয়োজনে কোর্টের সমন জারি করার ক্ষমতাও দেবে। মাইনিং কোম্পানিরা আমার মাইন ইন্সপেক্টরকে অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু বার্নির ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না।'

'সুতরাং হয় তাদের ইন্সপেক্ট করতে দিতে হবে, অথবা কোর্টে যেতে হবে,' বলল ইলাই।

ডিককে নড করতে দেখে ইলাই আবার বলল, 'বার্নি, তোমার কাছে এটা কেমন ঠেকছে?'

'চমৎকার! এই সংসদ ভবনের আবদ্ধ পরিবেশ থেকে দূরে যেকোন কাজই আমার ভাল লাগবে,' বলল বার্নি। 'আমাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা কি হবে?'

'তুমি কিভাবে ট্র্যাভেল করতে চাও?' জানতে চাইল ডিক।

'ঘোড়ার পিঠে, একটা প্যাক হর্স সাথে নিয়ে। অবশ্য সেটা যদি

তোমার ইন্সপেক্টরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।'

'নিয়োগের শর্তে আমি এটাও জুড়ে দেব, এবং এটাই বেশি সুবিধাজনক হবে, কারণ, রেলরাস্তা আর টেলিগ্রাফের তার থেকে যেসব মাইন দূরে, আমি চাই সেগুলোই প্রথমে পরিদর্শন করা হোক। রেলরাস্তার পাশে কোন বড় মাইন ইন্সপেক্ট করলেই টেলিগ্রাফের তারগুলো খবর চালাচালিতে গরম হয়ে উঠবে। অনেকগুলো মাইন ইন্সপেক্ট করার কাগজপত্র সাথে থাকলে বড় মাইন পরিদর্শন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।'

'অ্যাডাম তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না তো? পারলে সে তা করবে।'

'আইনটা আইনের বইয়ে লেখা আছে। চেষ্টা করেই দেখুক।'

দশ

পরদিন সকালে হ্যালের যখন ঘুম ভাঙল, বিছানা থেকে নামতে গিয়ে বুড়ির রেখে যাওয়া গতরাতের সাপার ওর পায়ের তলায় পড়ল।

বিছানা ছেড়ে উঠে ব্যথায় ককাতে ককাতে টেবিলের কাছে পৌঁছল সে। ড্রয়ার খুলে একটা চুরুট বের করে ওটা ধরিয়ে আবার বিছানায় ফিরে গেল। শুয়ে শুয়েই মনে করার চেষ্টা করল গতরাতে হেরল্ডের অফিসে ঠিক কি ঘটেছিল। বার্নির হাতে এমন পিটুনি খাওয়ার লজ্জায় আর রাগে ওর ভিতরটা নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসছে। ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছে, তবু প্রতিশোধ নেয়ার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না। বুঝতে পারছে ভবিষ্যতে তার তরফ থেকে ইলাই বা বার্নির ওপর কোন রকম আক্রমণ এলে যা ঘটেছে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এই মর্মে বার্নি তাকে হুমকিও দিয়ে গেছে।

ওর চিন্তাধারা বিভ্রান্ত আর পরস্পর বিরোধী হয়ে উঠল, এবং বুঝতে পারছে গত কালের মার খাওয়ার ঘোর তার এখনও পুরোপুরি কাটেনি। চুরুটটা খাবার প্লেটে ফেলে আবার সে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে

পড়ল।

দরজায় নক করার শব্দে সকাল সাড়ে দশটায় ওর ঘুম ভাঙল। শুয়ে শুয়েই সে ভাবছে, দরজা খুলবে না। লোকটা সাড়া না পেলে শেষে ঠিকই বিদায় হবে।

আবার নক করার শব্দ হলো, সেই সাথে কেউ বলল, 'দরজা খোলো, হ্যাল।'

ওটা গেবরিয়েল ইটনের গলা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দরজা খুলে দিল সে।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে এক মিনিট দুজনে দুজনকে যাচাই করে দেখল। তারপর গেব মৃদু স্বরে বলল, 'তোমার একি অবস্থা হয়েছে! মনে হচ্ছে একটা ট্রেনের সাথে ধাক্কা খেয়েছ তুমি!'

'ওই রকমই অনুভব করছি আমি। ভিতরে এসো, গেব।'

হ্যালের চেয়ে বয়স্ক লোকটা ভিতরে ঢুকে মাথা থেকে হ্যাট খুলল। তারপর বগলে চেপে ধরা চুরুটের বাক্সটা এডিটরের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এগুলো তোমার জন্যে এনেছি।'

এগুলো খুব উঁচু মানের সিগার। হ্যাল ওগুলোর জন্যে গেবকে ধন্যবাদ জানাল। হাতের ইশারায় ওকে চেয়ারে বসতে বলে সে ফিরে গিয়ে বিছানার ওপর বসল। 'ধরে নিচ্ছি খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে।'

গেব মাথা ঝাঁকাল। 'ঘোড়ার গাড়ি চালকের সৌজন্য। কি ঘটেছিল সেটা আমি শুনব, কিন্তু তার আগে বলতে চাই তোমার এডিটোরিয়ালটা সত্যিই চমৎকার হয়েছে। নিরপেক্ষ এবং নিখুঁত।'

হ্যাল নড করে প্রশংসা গ্রহণ করল। 'আমি যদি ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা বের করার সুযোগ পেতাম তাহলে ঠিকই ওকে সামলাতে পারতাম, কিন্তু সেই ওটা আগে হাতিয়ে নিল।' এরপর লড়াইয়ের বর্ণনা দিল সে, কিছুই বাদ দিল না। সবশেষে বলল, 'আমি কেবল ওকে একবার নাগালের মধ্যে পেলেই হত।'

'তুমি কি এটাই রিপোর্ট করবে, ঠিক যেমন ঘটেছে?'

মাথা নাড়ল হ্যাল। 'না। সে বলেছে আমি যদি ইলাই, ডিক, বা ওর সম্পর্কে খারাপ কিছু লিখি, সে আবার আসবে।' হ্যালকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

'তাহলে এটা তুমি নীরবেই সহ্য করবে?'

'না। আমি ওকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে চাই। কিন্তু কিভাবে,

তা এখনও আমি ঠিকমত ভেবে দেখিনি।'

'এখন পর্যন্ত তুমি কি ভেবেছ?'

মুখ বাঁকিয়ে চুরুটের নতুন বাক্সটা খুলল হ্যাল। ওখানে বাক্সের উপর এক বান্ডিল টাকা রাখা রয়েছে। চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে গেবের দিকে তাকাল সে। গেব বলল, 'তোমার এডিটোরিয়েলের জন্যে ওটা আমাদের তরফের ধন্যবাদ।'

আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে নোটগুলো পকেটে রেখে ওকে একটা চুরুট অফার করল হ্যাল। কিন্তু গেব সেটা বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করল। নিজেই একটা চুরুট ধরিয়ে ওটার রুচিকর গন্ধ উপভোগ করল হ্যাল।

'হ্যাঁ, তুমি বলতে যাচ্ছিলে শোধ তোলার চিন্তায় কতদূর এগিয়েছ,' তাগাদা দিল গেব।

'আমি চাই ইলাই পিটুনি খাক,' মসৃণ স্বরে হ্যাল বলল।

'সেটা তুমি পারো না। সে একটা পঙ্গু। মার খেলে মরে যাবে ও।'

'ঠিক আছে, বার্নিকে পেটালে কেমন হয়? চোটটা ইলাই-এর গায়েও লাগবে। সে আমাকে পিটাবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিল, আমিও বার্নিকে পেটাতে কাউকে পাঠাব।'

উঠে দাঁড়িয়ে হিপ পকেটে হাত ঢুকিয়ে গেব কামরাটা একপাক ঘুরে এল। অবশেষে সে বলল, 'আইডিয়াটা ভাল, কিন্তু এতে ঝুঁকি আছে। যদি আমাদের লোক ধরা পড়ে, যার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকবে, তাহলে ওরা স্বীকার করবে তৃতীয় কারও টাকা খেয়েই কাজটা করতে গেছিল। যেটা সোজা তোমার দিকেই নির্দেশ করবে।' হঠাৎ সে থেমে দাঁড়াল, তারপর পকেট থেকে ডান হাত বের করে তুড়ি বাজিয়ে বলল, 'পেয়েছি!'

হেঁটে বিছানার দিকে এগিয়ে হ্যালের মুখোমুখি হলো গেব। 'ব্যাপারটা এত সহজ যে আগে ভাবিনি। হেরল্ডের পুরোনো ফাইল ঘেঁটে ইলাই-এর ওই রাসলিং চক্রের বিরুদ্ধে মামলার সময়কার কাগজগুলো তোমাকে আবার পড়ে দেখতে হবে। যারা ধরা পড়েছিল তাদের লম্বা সাজা হয়েছে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাল বলল, 'এবং তারা এখনও জেলেই আছে, সুতরাং ওদের দিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে না।'

'তাই কি? যাদের সাজা হয়েছে এবং যারা মারা পড়েছিল, তাদের

সবারই ভাই, ভাগিনা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন আছে। ওদের মধ্যে থেকেই আমাদের লোক বাছাই করে নিতে হবে। ধরা পড়লে যদি ওরা বলে টাকার বিনিময়ে কাজটা নিয়েছিল, কে ওদের বিশ্বাস করবে? সবাই ভাববে বিচারের সময়ে ইলাই আর বার্নি সাক্ষী দিয়েছিল বলেই ওরা শোধ তুলতে এসেছিল। তোমার কথা কেউ ভাববে না।'

'বার্নি ঠিকই সন্দেহ করবে।'

'হ্যাঁ, তা করতে পারে,' বলল গেব। 'কিন্তু কেবল সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে কি সে পাল্টা আঘাত করবে? আমার তা মনে হয় না।'

হ্যাল ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবল। আইডিয়াটা ভাল, কিন্তু কাজে পরিণত করা অসম্ভব। চিন্তাটাকে কথায় রূপ দিয়ে সে বলল, 'অসম্ভব, গেব। ওদের আত্মীয়স্বজন এখন সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। ওদের খুঁজে বের করার মত সময়, বা টাকা, কিছুই আমার নেই।'

'আমরা একটা রেল কোম্পানি। অন্য কোম্পানির ট্রেনে ভ্রমণ করার পাসও আমাদের আছে। ওই পাসে একটা লোক পশ্চিমের যেকোন জায়গায় বিনা ভাড়ায় যেতে পারে।'

'কিন্তু আমাকে পেট চালাবার জন্যে কাগজ বের করতে হবে। নইলে খাব কি?'

'ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি কেবল কাগজ থেকে দেখে ওদের নাম-ঠিকানাগুলো বের করে দাও, বাকি ব্যবস্থা আমি করব। ওদের খুঁজে বের করার জন্যে আমি আমার একজন ভাল লোককে লাগাব।'

পুরো একমিনিট নিজের মনেই ব্যাপারটা ভেবে দেখল হ্যাল। গেব ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। ভাবা শেষ করে সে বলল, 'গেব, আমি চাই না বার্নি মারা যাক। আমি কিভাবে নিশ্চিত হব যে শোধ তোলার জন্যে লোকগুলো ওকে মেরে ফেলবে না?'

হাসল গেবরিয়েল। 'সহজ উপায়। যাদের ভাড়া করা হবে তাদের কেবল অর্ধেক টাকা অগ্রিম দেয়া হবে। বাকি অর্ধেক ওরা কাজ শেষ হলে পাবে। আমাদের শর্ত থাকবে বার্নি যদি মারা পড়ে তাহলে খুনীর নাম আমরা নিকটস্থ ইউ-এস মার্শালের কাছে পৌঁছে দেব। ব্যস, আর কিছু?'

'কিছুই না। ব্যবস্থাটা ভাল।'

এগারো

হেমন্তের চমৎকার রোদ-উজ্জ্বল একটা সকাল। আকাশে কোন মেঘ নেই। মনিকা একটা স্যাডলব্যাগ পাশে নিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে বসে আছে। ঘোড়ার পিঠে বার্নি ওখানে হাজির হলো। একটা জিন আঁটা ধূসর মেয়ার ঘোড়াকে লীড করছে সে। সিঁড়ি থেকে নেমে গেইট দিয়ে বেরিয়ে হিচ রেইলের দিকে এগোল মনিকা। ওর পরনে ব্রাউন স্কার্ট আর ম্যাচিং ব্রাউন জ্যাকেট। সে বলল, 'উপরওয়ালা কেউ নিশ্চয় আমাদের জন্যে এই সুন্দর দিনটা তুলে রেখেছিল, বার্নি।'

'গতকাল তো আমি এমন দিনই রিজার্ভ করেছিলাম,' বলে হাসল বার্নি। 'ঘোড়ার পাদানির ফিতে আমি খাটো করে রেখেছি। চড়ে দেখো।'

পাদানিতে পা রেখে ঘোড়ার পিঠে উঠে একটু নড়েচড়ে দেখল মনিকা। তারপর বলল, 'একদম ঠিক।'

ঘোড়ার পিঠে দুজনে পাশাপাশি রাস্তা ধরে এগোল। ফ্রন্ট স্ট্রীটে বাম দিকে মোড় নিয়ে পশ্চিমের সিস্টার্স পাহাড় দুটোর দিকে রওনা হলো।

'ব্রায়েন কার্টিস সম্পর্কে কিছু বলো, বার্নি। তোমার কি মনে হয় পা-কে দেখে সে ভড়কে যাবে?'

'কেবল দুর্নীতিবাজ লোকই তোমার বাবাকে ভয় পায়। ব্রায়েনকে ওর পছন্দ হবে। আলাপ হলে তোমারও ওকে ভাল লাগবে।' একটু ভেবে সে আবার বলল, 'আমি ওর সম্পর্কে খুব বেশি জানি না, কেবল জানি সে আমাদেরই মত একজন, যে জজ উকিল হতে চায়। গত সপ্তাহেই সে তার পুরোনো কাজ ছেড়ে দিয়ে তার বাবাকে একটা লাইন কেবিন তৈরি করায় সাহায্য করতে এসেছে। আমার মনে হয় ওদের পরিবারটা বেশ বড়, এবং সেই তার বাবার প্রথম সন্তান। ক্লড কেইন ওকে কাজে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু ওর বাবার সাথে অ্যাডামের ঝগড়ার ফলে সেটা ওখানেই শেষ হয়। তাছাড়া ক্লডের মত অসৎ লোকের

অধীনে কাজ ওর ভাল লাগত কিনা সন্দেহ।'

শহর ছাড়িয়ে এসে ওরা আগাছায় ভরা একটা পুরোনো ট্রেইল ধরল। ওটা বহুদিন ব্যবহৃত না হলেও ট্রেইলটা সহজেই চেনা যায়।

বার্নি লক্ষ করল মনিকা ঘোড়ার পিঠেও বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। মেরিডিথের উত্তরে মনিকাদের র‍্যাঞ্চ সম্বন্ধে জানার আগ্রহ প্রকাশ করল সে। জানল, ওদের ছোট্ট র‍্যাঞ্চে কেবল তিনজন কাউবয় কাজ করে এবং ডিক প্রতিদিন ঘোড়ার পিঠে চড়েই তার শহরের অফিসে যেত। মনিকা আরও বলল সে ছেলেদের সান্নিধ্যেই বড় হয়েছে। যখন সে স্কুল ছাড়ল তখন এমন টম-বয় হয়ে উঠেছিল যে তার বাবা-মা শঙ্কিত হয়ে তাকে সেইন্ট লুইতে মেয়েদের কলেজে ভর্তি করান যেন ওর রুক্ষ দিকগুলো শুধরে যায়। গালাগালিবিহীন একটা বাক্য বলা শিখতে ওর পুরো একটা বছর সময় লেগেছিল, কথাটা শুনে হাসল বার্নি।

সকালের প্রথম ভাগ ওদের বড় বড় গাছের জঙ্গল পেরিয়েই কাটল। ট্রেইলের দুপাশ থেকেই খুঁটি আর তক্তার জন্য গাছ কেটে নেয়া হয়েছে। উঁচু জমিতে জঙ্গল পাতলা হচ্ছে, মাঝেমাঝে ঘেসো জমির মাঠে ঝর্না বয়ে যাচ্ছে। ঝর্নার দুপাশ ছোটবড় ঝোপে ছাওয়া।

মাঝসকালে ট্রেইলটা জঙ্গল ছেড়ে একটা বড় উপত্যকা পেরিয়ে এগোল। উপত্যকাটাকে বিভক্ত করেছে একটা ছোট্ট নদী। নদীর পাড় ঘেঁষে সার বেঁধে জন্মেছে ঘন চেরোকীচেরির ঝোপ।

কাঠের গুঁড়ি-বোঝাই ভারী ওয়্যাগন ওঠানোর সুবিধার্থে নদীর দুপাশের পাড় কেটে ঢাল কমিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। বার্নি লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে আগে যাওয়ার জন্যে মনিকাকে পথ ছেড়ে দিল। মনিকার ধূসর মেয়ার প্রায় নদীর কিনারে পৌঁছে হঠাৎ আতঙ্কে লাফিয়ে পিছনের দুপায়ে উঠে দাঁড়াল। বিস্মিত মনিকা ঘোড়ার পিছন দিক দিয়ে পিছলে মাটিতে পড়ল।

সামনে নদীর উজানে তাকিয়ে বার্নি দেখল, একটা বড় সিনেমন ভালুক দুপাশে দুটো বাচ্চা নিয়ে নদীর এপাড়েই ঝোপ থেকে ফল পেড়ে খাচ্ছিল। মেয়ারটা লাফিয়ে ওঠায় ভালুকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে রাগে গর্জন করে তেড়ে এল।

মনিকা তাড়াতাড়ি মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বার্নি ঘোড়াটাকে বাম দিকে নিয়ে স্পারের খোঁচায় দ্রুত ঘোড়া ছোটাল। মনিকার বাম পাশ দিয়ে এগোবার সময়ে ডাইনে ঝুঁকে মেয়েটার ডান হাতের তলা দিয়ে

হাত ঢুকিয়ে ওকে তুলে নিয়ে অন্য পাড়ের দিকে ঘোড়া ছোটাল বার্নি। ভালুকটা দিক পরিবর্তন করে এবার বার্নির ঘোড়াকে তাড়া করল।

ঢাল বেয়ে সমতল জমিতে ওঠার পর এটা আর দৌড়ের প্রতিযোগিতা থাকল না। ঘোড়াটা সহজেই ভালুককে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। বিপদ দূর হয়েছে দেখে ভালুকটা আবার নদী পার হয়ে তার বাচ্চাদুটোর কাছে ফিরে গেল। লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল বার্নি। তারপর আলগোছে মেয়েটাকে ঘাসের ওপর নামিয়ে দিল।

নিচের দিকে চেয়ে দেখল মনিকার চোখ দুটো এখনও উত্তেজনায় উজ্জ্বল। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ। মেয়েদের প্যাডিং যেখানে সবথেকে বেশি তারই ওপর পড়েছিলাম আমি। চোট পাইনি।'

পিছন ফিরে বার্নি দেখল ভালুকটা অদৃশ্য হয়েছে। নদী পার হয়ে মনিকার মেয়ারটাকে নিয়ে ফিরে এল সে। ঘোড়ায় চড়ে সিধে হয়ে বসল মেয়েটা।

'আমি তোমার ভালুকটাকে গুলি করার অপেক্ষায় ছিলাম। এই সময়ে তুমি আমাকে তুলে নিলে। তুমি ওটাকে হত্যা করোনি দেখে আমি খুশি হয়েছি, বার্নি।'

'না। কারণ, তাহলে ওই ভালুক শাবক দুটোকে কে বলত যে ওরা এইমাত্র একটা সতীসাধ্বী মেয়ে দেখেছে?'

'ভয়ে আতঙ্কিত একটা মেয়ে,' শান্ত স্বরে বলল মনিকা। 'ধন্যবাদ, বার্নি। এই ধরনের উদ্ধার করার কাজ তুমি আগেও করেছ বলে মনে হচ্ছে।'

'না, তবে আমি প্রচুর "চিকেন পুল" খেলেছি। ওটা আরও কঠিন।'

'এই "চিকেন পুল" জিনিসটা কি?'

বার্নি ব্যাখ্যা করল, যে বিশাল র‍্যাঞ্চে সে বড় হয়েছে সেটার ফোরম্যান ছিল ওর বাবা। ওখানে প্রতি সপ্তাহেই রবিবার ঘোড়দৌড়ের রেস আর চিকেন পুল প্রতিযোগিতা হত। "চিকেন পুল"-এর জন্যে একটা মুরগিকে এমনভাবে মাটিতে পোঁতা হত যেন কেবল ওটার মাথা আর গলা মাটির ওপরে থাকে। ঘোড়সওয়ারকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে জিন থেকে ঝুঁকে চলন্ত অবস্থাতেই মুরগির গলা মুঠো করে ধরে ওটাকে মাটি থেকে তুলে নিতে হত। একটু ভুল হলেই তার ফল হত, হয় খালি হাত, নয়তো ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটির ওপর কঠিন একটা

আছাড়।

'ওই র‍্যাঞ্চটা কোথায়, বার্নি?' জানতে চাইল মনিকা।

'নিউ মেক্সিকোতে। র‍্যাঞ্চের মালিক ছিল খুব ভাল মানুষ। র‍্যাঞ্চে যারা কাজ করত তাদের প্রত্যেকের র‍্যাঞ্চের স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। পড়াবার জন্যে স্কুলে একজন স্থায়ী শিক্ষক ছিল; অবশ্য র‍্যাঞ্চারের স্ত্রীও তাকে সাহায্য করত।'

দুপুর সাড়ে বারোটায় ওরা কেবিনে পৌঁছল। ব্রায়েন তার বাবাকে কেবিনের কাজে সাহায্য করছিল। ওদের দেখতে পেয়ে সে হাতের কাজ ফেলে এগিয়ে এল। দড়ির মত পাকানো মাঝারি গড়নের যুবক। ওর পিছন পিছন মিস্টার কার্টিসও একটা করাত হাতে এগিয়ে এল। পরিচয়ের পালা শেষ হলে বার্নি ঘোড়াদুটোকে গভীর ছায়ায় বেঁধে স্যাড্‌লব্যাগগুলো নিয়ে ফিরে এল। শুনতে পেল ব্রায়েন বলছে, 'ভারী কাজ সব শেষ হয়ে গেছে, বাকি কাজ বাবা একাই সামলাতে পারবে।'

ব্রায়েন মুখ তুলে বার্নির দিকে চেয়ে বলল, 'মিস ব্যারন বলছিল ওর বাবা আমাকে যত জলদি সম্ভব দেখা করতে বলেছে। আমি আগামীকালই গেলে চলবে তো?'

মাথা ঝাঁকাল বার্নি। টাটকা পাইনের সুবাস ভরা বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিল সে। শহরের বাতাস এত সতেজ হয় না।

মনিকা দেখতে চাওয়ায় মিস্টার কার্টিস ওকে কেবিন দেখাতে নিয়ে গেল। ব্রায়েনকে কি ধরনের কাজ করতে হবে এসব প্রশ্নের জবাব কৌশলে এড়িয়ে গেল বার্নি। সে ভাবছে ওটা ব্রায়েনের স্বয়ং ডিকের মুখ থেকেই শোনা ভাল, কারণ তাতে ভুল বোঝাবুঝির ঝামেলা হবে না।

পরে মনিকা কেবিন থেকে ফিরে এসে নিজেই তার স্যাডলব্যাগ থেকে খাবার বের করল। গতরাতেই সে চারজনের জন্যে যথেষ্ট মুরগির মাংস রান্না করে রেখেছিল। সবাই মিলে গাছের ছায়ায় বসে আনন্দের সাথেই লাঞ্চ সারল। খেতে খেতেই মিস্টার কার্টিসকে আসার পথে ভালুক আর তার দুই বাচ্চার মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা জানাল মনিকা। তিনজন পুরুষই একমত হয়ে রায় দিল যে জঙ্গল এড়িয়ে একটু ঘোরা পথে ফেরাই ওদের জন্যে নিরাপদ হবে।

অল্পক্ষণ গল্প করার পর বার্নি আর মনিকা বিদায় নিল। ব্রায়েন তার বাবার পাশে দাঁড়িয়ে ওরা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইল।

ওরা চোখের আড়াল হওয়ার পর ব্রায়েনের বাবা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এই রকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই এতদিন ছিলে?'

'হ্যাঁ। তবে যেমন আশা করছিলাম এটা তার চেয়েও অনেক ভাল একটা সুযোগ। মিস্টার ব্যারন এই রাষ্ট্রের সেরা উকিল। তার কাছ থেকে আমি প্রচুর শিখতে পারব।'

'ভাল। ঘরে বসে কাজ করলে হয়তো মানুষের কোন ক্ষতি হয় না, তবে আমি কখনও সেটা চেষ্টা করে দেখিনি।'

ব্রায়েন বাবার দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'আমিও তা করিনি, কিন্তু এখন তাই চেষ্টা করে দেখব।'

বারো

তিনদিন পর বার্নি আর রাষ্ট্রের নতুন মাইন ইন্সপেক্টর একটা ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায় তাদের ঘোড়া থামাল। পাহাড়ের নিচেই কয়েকটা কাঠের বাড়ি আর ক্যালকাটা গোল্ড মাইনের হেডফ্রেইম দেখা যাচ্ছে। পাশেই ঝর্না আর উইন্ডমিল।

'তোমার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল, সেসিল,' নতুন মাইন ইন্সপেক্টর সেসিল ডেভিসকে বলল বার্নি। লোকটা শক্ত গড়নের একজন মাঝবয়সী ওয়েলশম্যান। বার্নির মত সেও রেঞ্জের উপযোগী পোশাক পরেছে। ওর রাইফেল খাপের খাপে রাইফেলের বদলে কিছু আঁটসাঁট করে রোল করা ম্যাপ রয়েছে।

'ওই ঝর্নার পানিটা খুব পরিষ্কার দেখাচ্ছে,' বলল সেসিল।

নিচে নামার রাস্তা খুঁজতে দুজন মেসার মত চূড়ার দুদিকে রওনা হলো। বার্নিই প্রথম একটা ট্রেইল দেখতে পেয়ে চিৎকার করে সেসিলকে ডাকল। নিচে নেমে ঝর্নার পাশে উইন্ডমিলটার দিকেই এগোল ওরা। ওখানে ওদের তিনটে ঘোড়াকে পানি খাইয়ে নিজেরাও ঝর্না থেকে পানি খেল।

কামারশালা থেকে তোড়জোড়ে কাজ চলার শব্দ আসছে। ওই

দালানের ছায়াতেই ঘোড়াগুলোকে বাঁধল ওরা। তারপর সেসিল বলল, 'বাঙ্কহাউসের পাশের দালানের দরজায় যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, সেই এই মাইনের মালিক সেড্রিক গ্রীন।

'ঠিক আছে,' বলে ওর দিকে এগোল বার্নি।

'প্রথম ধাক্কাটা আমাকেই সামলাতে দাও,' বলল সেড্রিক।

ওদের এগোতে দেখে দরজার চৌকাঠে ভারী কাঁধ ঠেকিয়ে বদমেজাজী লোকটা বিরক্ত চোখে ওদের যাচাই করে দেখল। বিশাল ভুঁড়িওয়ালা লোকটার মুখ মাংসল; কানের কাছে চুলে কিছুটা পাক ধরেছে।

'তোমরা যদি বেকার কাউবয় হও, এখানে একটা রাত কাটিয়ে পরদিন বিদেয় হতে পারো,' বলল সেড্রিক। 'আমাদের খাবারের স্টক কম, এবং যা আছে তা নিজেদেরই লাগবে।'

'আমার কথা তোমার মনে নেই, গ্রীন, তাই না?' বলল সেসিল।

ভারী লোকটা ওকে খুঁটিয়ে দেখল। 'না। মনে থাকা উচিত?'

'আমি সেসিল ডেভিস। একসময়ে তোমার শিফট বস ছিলাম আমি।'

'মনে পড়েছে। তোমার মুখে দাড়ি থাকায় চিনতে পারিনি।' দুজনের কেউই হাত মেলাবার আগ্রহ প্রকাশ করল না, লক্ষ করল বার্নি। 'তুমি কি চাও, সেসিল? চাকরি চাইলে অন্য কোথাও খোঁজ করো।'

'না, আমি তোমার মাইন ইন্সপেক্ট করতে চাই।'

'কিজন্যে? এটা বিক্রি করা হচ্ছে না।'

সেসিল ওর দিকে এগিয়ে ডিকের লেখা চিঠিটা বের করে বাড়িয়ে দিল। চিঠিটা খুলে পড়ে দেখল সেড্রিক, তারপর সেসিলের দিকে তাকাল। 'মাইন ইন্সপেক্টর! এটা কি ধরনের কারবার? এবং এই ডিক ব্যারন লোকটাই বা কে, যে নিজেকে অ্যাটর্নি জেনারেল বলে দাবি করছে? রুড কেইন হচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল।' চিঠিটা অবজ্ঞাভরে সেসিলের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলল সে।

সেসিল লোকটার কথা উপেক্ষা করে বুড়ো আঙুল তুলে কাঁধের ওপর দিয়ে বার্নিকে দেখাল। 'বার্নি বার্কলের সাথে পরিচিত হও। সে এই স্টেটের ডেপুটি মার্শাল। ও তোমাকে কিছু কথা জানাবে।'

সেসিলকে পেরিয়ে সেড্রিকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বার্নি।

'হাওডি, মিস্টার গ্রীন,' বলল সে।

হাত মেলাবার আগে হাতটা প্যান্টে ঘষে নিল সেড্রিক। বার্নি বুঝল, সেসিলের সাথে একজন মার্শালও আসায় লোকটা যেমন অবাক হয়েছে তেমনি বিভ্রান্ত বোধ করছে।

'এই মাইন ইন্সপেকশনের ব্যাপারটা কি?' বেশ উদ্ধত স্বরেই প্রশ্ন করল সেড্রিক।

'তুমি সেসিলের দেয়া চিঠিটা পড়েছ। আমার কাছে আরেকটা আছে।' প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা খাম বের করে ভিতরের চিঠিটা সেড্রিকের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'এটা আইন পরিষদে পাস করা আইনের একটা অনুলিপি যাতে মাইন ইন্সপেক্টরের পদটা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এটা এখনও আইনের বইয়ে লেখা আছে।'

ওটা পড়তে পড়তে সেড্রিকের ভ্রূকুটি গভীর হলো। পড়া শেষ করে অন্য হাতে কাগজটার ওপর বাড়ি মারল সে। 'সেসিলের চিঠির মত এটাও ডিক ব্যারনের সই করা কাগজ। কিন্তু সে অ্যাটর্নি জেনারেল নয়। ক্লড কেইন ওই পদে আছে। আমি জানি, কারণ ওকে আমি চিনি।'

'কেইন দশদিন আগে মারা গেছে। ডিক ব্যারনকে ওই পদে নিয়োজিত করা হয়েছে,' শান্ত স্বরে বলল বার্নি। 'হয়তো খবরটা এখনও তোমার কাছে পৌঁছেনি।'

মুখ বাঁকাল সেড্রিক। 'ঠিকই বলেছ, ওই খবর আমি পাইনি।' সে বার্নির দিক থেকে সেসিলের দিকে চোখ ফেরাল। 'তুমি আমার মাইনে কি ইন্সপেক্ট করতে চাও?'

'প্রধানত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তুমি নিশ্চয় মেরি ই-র দুর্ঘটনার কথা শুনেছ, তাই না?'

'তা শুনেছি,' কঠিন স্বরে বলল সেড্রিক। 'কিন্তু ওটার সাথে আমার মাইনের কি সম্পর্ক?'

'ওরা যদি বিপজ্জনক জায়গাগুলো কাঠের খুঁটি দিয়ে ঠেকা দিয়ে রাখত, তাহলে আর ওই দুর্ঘটনা কখনও ঘটত না,' বলল সেসিল।

'মেরি ই-র কাছাকাছি কোন জঙ্গল আমি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ঠিক এখানকারই মত। তুমি ধারেকাছে কোন জঙ্গল দেখতে পাচ্ছ?'

সেসিল তার বলিষ্ঠ হাত তুলে পাহাড়ের দিকে দেখাল। ওটা এত

দূর থেকেও ঘন গাছপালায় কালচে দেখাচ্ছে।

'দা পামারস?' অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করল সেড্রিক। 'ঠাট্টা করছ? ওটা প্রায় পনেরো বিশ মাইল দূরে।'

যে মাইনার সিঙ্গল-জ্যাক (ছোট হাতলওয়ালা চার পাউন্ড ওজনের হাতুড়ি) চালাতে জানে সে কুড়ালও চালাতে পারে। রেলরাস্তা পর্যন্ত তোমার আকর নেয়ার প্রয়োজনে তুমি ওয়্যাগন ভাড়া করো। একই উপায়ে মাইনারদের দিয়ে কাঠ কাটিয়ে এখানে আনাতে পারো, অথবা কাঠ কিনে আনতে পারো। অবশ্য তোমার মাইনে যদি তার প্রয়োজন থাকে, তবেই।'

'কাঠ কিনে খুঁটি দিতে অনেক টাকা লাগে,' তীব্র প্রতিবাদ জানাল সেড্রিক।

'তুমি যদি ভাল আকর পাও তাহলে ছাদ ধসে পড়ার পরে খুঁটি বসানোর চেয়ে আগেই খুঁটি দেয়া অনেক সস্তা পড়বে।' সেড্রিককে বিষণ্ণ মুখে চুপ করে থাকতে দেখে সেসিল প্রশ্ন করল, 'তোমার বাঁধা কোন "কাজিন জ্যাকস" আছে?'

'কাজিন জ্যাকস' হচ্ছে যেসব ওয়েলশ্‌ম্যানের খুঁটি বসানোর কাজে ওয়েইল্‌সের কর্নওয়াল মাইনের ট্রেনিং আছে। কথাটা সেড্রিকের অজানা নয়, সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, 'তুমি কি পাগল হয়েছ, সেসিল? ওদের কাউকে মাইনে তোমার সাথে দিলে ওরা বলবে আমার মাইনের সব জায়গাতেই খুঁটি দেয়া প্রয়োজন।'

'সেটা আমি নিজেই বিচার করে দেখব,' বলল সেসিল। 'আমি একজন স্মার্ট কাজিন জ্যাক চাইছিলাম, যে একটা নোট বই আর মাপার ফিতে নিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। কোথায় কোথায় খুঁটি বসাতে হবে সেটা আমিই ওকে দেখিয়ে দেব। সে দেয়াল আর ছাদ মাপবে। আমাদের কাজ শেষ হলে তুমি জানবে তোমার কত কাঠ প্রয়োজন হবে। খুঁটি বসানোর কাজ শেষ করার জন্যে তুমি চারমাস সময় পাবে।'

সেসিল কথা বলার মাঝেই সেড্রিকের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। ওর কথা শেষ হওয়ার সাথেই এক পা পিছিয়ে দরজার পাশ থেকে একটা শটগান তুলে নিল।

এক পা আগে বেড়ে সে বলল, 'তোমরা দুজনেই এবার মন দিয়ে শোনো। ব্যক্তিগত জমির ওপর রয়েছ তোমরা। তোমাদের এখানে

আসার জন্যে কেউ আমন্ত্রণ জানায়নি। সুতরাং আমার প্রপার্টি থেকে এখনই বিদেয় হও!' শটগানটা কোমরের কাছে তুলে ধরল সে।

'তুমি একটা বিরাট ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে যাচ্ছ, সেড্রিক,' শান্ত হয়ে বলল বার্নি। 'যাও, আমার দড়িটা নিয়ে এসো, সেসিল।'

'যাও, তুমিও ওর সাথে যাও, এবং আর ফিরো না!' দাঁত খিঁচিয়ে বলল সেড্রিক।

'না,' বলল বার্নি। 'ওই অস্ত্রটা আমার দিকে তাক করলেই তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করব।'

'তোমাকে শায়েস্তা করতে আমার এটা দরকার হবে না!' হুঙ্কার ছাড়ল সেড্রিক। শটগানটা ছুঁড়ে ফেলে বার্নির দিকে চার্জ করে ছুটে এল সে। মুঠো দুটো শক্ত করে পাকানো, ঘুসি ছোঁড়ার জন্যে তৈরি। চট করে একপাশে সরে গিয়ে লেং মেরে ওকে ফেলে দিল বার্নি। আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়েই সেড্রিক অদ্ভুত কৌশলে একটা গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বার্নির এগিয়ে আসাকে স্বাগত জানাতে সেও এগোল।

বার্নি সমস্ত শক্তি একত্র করে ওর পেটে একটা ঘুসি মারল। বার্নির মনে হলো ঘুসিটা বালু বোঝাই একটা বস্তার ওপর পড়ল। সেড্রিকের হাত দুটো বার্নিকে শক্ত ভালুক-আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল।

বার্নি বুঝতে পারছে সত্যিকার একজন ষাঁড়রূপ দাঙ্গাবাজের বিরুদ্ধে লড়ছে সে। পারলে লোকটা তার কোমরই ভেঙে দেবে। লড়ার কৌশল বদলে ফেলল বার্নি। ভাঁজ করে হাঁটু উঁচিয়ে সেড্রিকের উরুর ফাঁকে প্রচণ্ড জোরে গুঁতো মেরে পা নামাবার সময়ে বুটের গোড়ালি দিয়ে লোকটার বাঁম পায়ের আঙুলগুলো হেঁচে দিল। বার্নিকে ছেড়ে নিজের গোপনাঙ্গ রক্ষা করে ব্যথায় দুর্ভাঁজ হয়ে গেল সেড্রিক। থেঁতলানো পায়ে দেহের এক ওজন রাখতে না পেরে বামদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল। চোয়ালের ওপর বার্নির লাথি খেয়ে জ্ঞান হারাল মাইনের মালিক।

লোকটাকে উপুড় করে ওর পিঠের ওপর চেপে বসল বার্নি। সেসিল দড়ি নিয়ে ফিরে এলে সেড্রিকের হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধল ওরা। তারপর দড়ির অন্য মাথা দিয়ে গোড়ালির গাঁট দুটোও একসাথে বাঁধল। এবারে ওকে আবার চিৎ করে শুইয়ে বার্নি ওর পেটের ওপর চেপে বসল।

অল্পক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরে পেয়ে সেড্রিককে একটু নড়ে উঠতে দেখে বার্নি বলল, 'সেড্রিক, তোমার সাথে কথা বলছি আমি। শুনতে

পাচ্ছ?'

'আমার পেটের ওপর থেকে নামো!' তেলে-বেগুনে ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠল মাইনার।

'সময় হলেই নামব। তার আগে আমার যা বলার আছে সেটা তোমাকে শুনতে হবে। তুমি একজন ডেপুটি মার্শালকে আক্রমণ করার দায়ে তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম। আমি তোমাকে গ্র্যানিট ফর্কে নিয়ে যাব। তোমার ঘোড়ার পিঠে উপুড় করে বেঁধেই তোমাকে নেব। পথে আমাদের আরও কিছু কাজ আছে, তাই গ্র্যানিট ফর্কে পৌঁছতে আমাদের হয়তো দুই সপ্তাহ লেগে যাবে। এই ব্যবস্থাটা তোমার কাছে কেমন ঠেকছে, সেড্রিক?'

একমাত্র মাথা ছাড়া দেহের আর কোন অংশই নড়াবার উপায় নেই দেখে মাথাটাই সে দুপাশে নাড়ল। 'এটা তুমি করতে পারো না,' চিৎকার করে প্রতিবাদ করল সেড্রিক। 'আমাকে এখানেই থাকতে হবে। নইলে মাইনাররা চুরি করে আমাকে গাঙ করে দেবে – আমার মেশিনগুলোও ভেঙে ফেলবে।'

মাথা ঝাঁকাল বার্নি। 'আমি জানি ওরা তাই করবে। তবে এর থেকে তোমার রেহাই পাওয়ার কেবল একটা পথই এখন খোলা আছে।'

সেড্রিক এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে করুণ চোখে বার্নিকে দেখে শেষে প্রশ্ন করল, 'সেটা কোন উপায়?'

'বোকার মত হ্যাংকড়ামি না করে, মাইন পরিদর্শন করার অনুমতি দাও।'

'তাহলে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে না?'

'না।'

'তাহলে আমার ওপর থেকে নেমে আমার বাঁধন খুলে দাও।'

'কিন্তু অনুমতি দেয়ার কথা আমি এখনও তোমাকে বলতে শুনিনি।'

'ঠিক আছে। ইন্সপেক্ট করো!' জোরে চেঁচিয়ে বলল সেড্রিক।

উঠে দাঁড়াল বার্নি। সেসিল ওকে গড়িয়ে উপুড় করে বাঁধন খুলে দিল। সেড্রিক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জামা-কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে বিড়বিড় করে বলল, 'এসো।'

নিজের অফিসে ঢুকে একটা ম্যাপ হাতে বেরিয়ে সেসিলকে নিয়ে

সেড্রিক নিজেও মাইনে ঢুকল। বার্নি ওদের ফেরার অপেক্ষায় অফিসেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। সে ভাবছে, সব মাইনেই কি ওরা এই রকম অভ্যর্থনাই পাবে? মনেমনে জানে, সেই সম্ভাবনাই বেশি।

তেরো

ওইদিনই বিকেলে নতুন সেক্রেটারি ব্রায়েন কার্টিস কিছু কাগজপত্র নিয়ে ডিকের অফিসে ঢুকে টেবিলের ওপর রাখল। 'আর কোন কাজ আছে, মিস্টার ব্যারন?' প্রশ্ন করল সে।

একটা ফাইলের কাগজগুলো উল্টে দেখছিল ডিক। মুখ তুলে চেয়ে চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে সে বলল, 'না, ব্রায়েন, আজকের জন্যে কাজ এখানেই শেষ।'

সামনে দাঁড়ানো তরুণকে খুঁটিয়ে দেখল ডিক। বার্নির কাছেই সে শুনেছে এই ছেলেটার প্রবল ইচ্ছা ছিল সে ক্যাপিটলের অফিসে কাজ করবে। কিন্তু দেখল ক্যাপিটলের সব কাজই দখল করে বসে আছে অ্যাডামের আত্মীয়-স্বজন আর তার পছন্দের লোক।

ডিক প্রশ্ন করল, 'দুদিন কাজ করার পর এখন এই কাজ তোমার কেমন লাগছে?'

'এখনই কাজটা আমার পছন্দ হচ্ছে, স্যার, পরে আরও ভাল লাগবে।'

'ভাল। আগামীকাল তোমার সাথে আবার দেখা হবে, ব্রায়েন।'

কার্টিস চলে যাওয়ার পর ঘড়ি দেখল ডিক। সময় দেখে বুঝল ওর ক্ষুধা আর ক্লান্তি বোধ করার সময় হয়েছে। এবং সেটা সে টেরও পাচ্ছে। দুটো ফাইল তুলে নিয়ে অফিসে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে এসে কোন গাড়ি না পেয়ে অগত্যা হেঁটেই বাড়ির দিকে রওনা হলো সে।

কেইনের বাড়িটা সম্প্রতি পেইন্ট করা হয়েছে। ধূসর রঙের চারপাশে চমৎকার সাদা বর্ডার দেয়া। দোতালা বাড়িটার চারপাশে এত

চওড়া জমি রাখা হয়েছে যে প্রতিবেশীর বাড়িগুলোর চেয়ে ওটা বেশি নিরিবিলি।

সাদা খুঁটির বেড়ার গেইট খুলে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে বাড়ির ভিতর ঢুকল ডিক। রান্নাঘর থেকে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনে মনিকা চিৎকার করল, 'তুমি আজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাজ করেছ, পা।' কার্পেটে মোড়া কামরা পেরিয়ে খাবার ঘরের ভিতর দিয়ে রান্নাঘরের দরজায় পৌঁছল সে।

'রান্নার চমৎকার গন্ধ পাচ্ছি? কি রান্না করেছ তা এখনও বোলো না, আমি চাই ওটা সারপ্রাইজই থাক।'

সিঙ্কের দিক থেকে ঘুরে মুখ তুলে তাকাল মনিকা। তারপর হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে একটা ড্রিঙ্ক মিশিয়ে দেব, পা?'

মাথা ঝাঁকাল ডিক। 'একটু কড়া করেই ঢেলো। আমি ফাইল দুটো রেখেই আসছি।' বাম দিকের দরজা খুলে ক্লড কেইনের লাইব্রেরি কামরায় ঢুকল ডিক। দেয়ালে বইয়ের শেলফের লাইনিং দেয়া ছোট কামরার ভিতর একটা ইজি চেয়ার, একটা চাকা বসানো টেবিল আর সুইভেল চেয়ার। টেবিলের ওপাশে নিচু স্ট্যান্ড ল্যাম্পের নিচে আরেকটা ইজি চেয়ারের সাথে ছোট সাইড টেবিল। রোল-টপ টেবিলটার ওপর উঁচু স্তূপ করে রাখা আছে বিভিন্ন ফাইল আর কাগজ।

লং-টেইল জ্যাকেট খুলতে গিয়ে ডিকের কোটের লেজে বেধে টানের সাথে চাকাওয়ালা টেবিলটা বইয়ের শেলফে ধাক্কা খেলো। কাগজের উঁচু স্তূপগুলো দুলে উঠে জলপ্রপাতের মত মেঝের ওপর আছড়ে পড়ে ছড়িয়ে গেল। চেষ্টা করেও পড়া ঠেকাতে না পেরে বিরক্ত মনে রান্নাঘরে ফিরে গেল ডিক।

'মনিকা, লাইব্রেরি ঘরে রোল-টপ টেবিলের ওপর এতসব কাগজপত্র কিসের? ওগুলো দিয়ে আমরা কি করব?'

'পা, আমি তোমাকে বলতে ভুলে গেছিলাম, মিসেস কেইন তার স্বামীর কাগজপত্রগুলো ট্রেন ধরার তাড়া থাকায় টেবিলের ওপরই রেখে গেছিল। ওগুলো ব্যাঙ্কের সেফ ডিপজিট বক্সে ছিল। হোসে শিপেরো এসে কাগজগুলো নিয়ে যাবে। ওই লোকটাই মহিলার নতুন উকিল।' একটা গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢেলে ডিকের সামনে টেবিলে রাখল মনিকা।

'আমার কোটে বেধে ওই কাগজপত্রগুলো মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে,' বলল ডিক।

'ওগুলো ওখানেই পড়ে থাক, পা। পরে আমি গুছিয়ে রাখব।'

'না, আমিই তুলে রাখছি।' গ্লাসটা হাতে নিয়ে ড্রিঙ্কের গাঢ় রঙ দেখে সে বলল, 'এটা আমাকে দশজনের শক্তি দেবে।'

আবার লাইব্রেরিতে ঢুকে ছড়ানো কাগজগুলোর দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিক। ড্রিঙ্কটা টেবিলের ওপর রেখে কাগজগুলো তুলে টেবিলে রাখা শুরু করল। এতক্ষণ কাগজগুলোর প্রতি কোন খেয়ালই দেয়নি সে, কেবল একত্র করে গুছিয়ে রাখছিল। তৃতীয় গোছা কাগজ তুলে রাখার পর আবার কাগজের স্তূপের দিকে চেয়ে হঠাৎ কতগুলো কাগজের ওপর ওর চোখ আটকে গেল। ওগুলো চিৎ হয়েই পড়েছিল। কাগজগুলো নিঃসন্দেহে শেয়ার সার্টিফিকেট। লক্ষ না করে ওর উপায় ছিল না, বড় বড় লাল হরফে মেরি ই মাইন ইনকরপোরেটেডের নাম লেখা রয়েছে ওগুলোর ওপর। সে আগেও শুনেছে যে অ্যাডাম মেরি ই-র একজন শেয়ার হোল্ডার। তবে শেয়ারের সংখ্যা গুনে দেখার লোভ দমিয়ে রাখল।

কিছু সার্টিফিকেট উপুড় হয়েই পড়েছিল। ওগুলো সিধে করে গুছিয়ে রাখার সময়ে কাগজের নিচে দুটো কালির স্বাক্ষর ডিকের চোখে পড়ল। একটা ক্লড কেইনের, অন্যটা অ্যাডাম বেকনের।

একটা সার্টিফিকেট হাতে তুলে নিয়ে সে দেখল বণ্ডগুলো অ্যাডামকে হস্তান্তর করা হলো বলেই সই করেছে কেইন। আরও কয়েকটা সার্টিফিকেট উল্টে দেখে বুঝল সবগুলো ওই একই মর্মে সাইন করা হয়েছে।

যা দেখছে তা সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না। পরিষ্কার বুঝতে পারছে ওগুলো ঘুষ হিসেবেই অ্যাডামকে দিয়েছে ক্লে থ্যাচার।

উঠে দাঁড়িয়ে ড্রিঙ্কে একটা লম্বা চুমুক দিল ডিক। সে ভাবছে অ্যাডামকে ঘুষ দেয়ার একটা অভিনব পদ্ধতি বের করেছে ক্লে থ্যাচার। মনিকার ডাক শুনতে পেল ডিক। 'সাপার টেবিলে বাড়া হয়েছে, পা।'

চোদ্দ

গভর্নর বেকনই প্রথম বাতিটা দেখতে পেল।

সে আর গেব ইটন শহরের পশ্চিমে সেভেন সিস্টার্সে টার্কি শিকার করেই দিনটা কাটিয়েছে। অন্ধকার ঘনাবার অল্প আগেই ওরা ঘন পাইনের জঙ্গল ছেড়ে লম্বা বুনো ঘাসের একটা খোলা মাঠে বেরিয়ে এসেছে। ওটারই কিনার ঘেঁষে আছে ইটনের লম্বা আকৃতির দুটো কেবিন।

শিকার করা টার্কি আর বন্দুকগুলো দিয়ে ইটনের দুজন কর্মচারীকে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কোরালের কাছে পৌঁছে ঘোড়া দুটোকে কর্মচারীদের হাতে তুলে দিয়ে ওরা কেবিনের দিকে এগোল। বাঙ্কহাউস পার হতেই কেবিনের সামনে হিচ রেইলে বাঁধা একটা ঘোড়া ওদের নজরে পড়ল।

'তুমি এখানে কি করছ, ববি?' অ্যাডামের পিছন থেকে প্রশ্ন করল গেব।

'গভর্নরের টেলিগ্রাম নিয়ে এসেছি,' বলে, টেলিগ্রামগুলো অ্যাডামের দিকে বাড়িয়ে দিল ববি।

নিচের জি ই র‍্যাঞ্চটার মালিক গেব ইটন। ববিই তার সব থেকে পুরোনো কর্মচারী।

'তুমি নিজের জন্যে একটা ড্রিঙ্ক ঢেলে নিয়েছিলে তো?' প্রশ্ন করল গেব।

'অবশ্যই। এখানে বাতিও আমিই জ্বেলেছি।'

কার্পেট-মোড়া কামরার অন্য পাশে গিয়ে বাতির নিচে একটা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বসল অ্যাডাম। ইটন দুজনের জন্যে পাতা টেবিলটা পেরিয়ে সাইডবোর্ড থেকে বোতল বের করে ড্রিঙ্ক ঢালা শুরু করল। ববি হ্যাট হাতে দরজার পাশে রাখা একটা চেয়ারে বসল।

কয়েক মিনিট সবাই নীরব থাকল। কেবল অ্যাডামের টেলিগ্রাম

নাড়াচাড়া আর রান্নাঘরে রাঁধুনীর কাজের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

গেব এগিয়ে অ্যাডামের গ্লাসটা বাতি রাখা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। তারপর টেবিলের উল্টোপাশের চেয়ারে বসল। টেলিগ্রাম পড়া শেষ করে নিজের ড্রিঙ্কটা তুলে নিয়ে কাগজগুলো গেবের দিকে বাড়িয়ে দিল।

'কোন জবাব দিতে হবে?' প্রশ্ন করল গেব। অ্যাডামকে মাথা নাড়তে দেখে সে ববির উদ্দেশে বলল, 'তুমি যাও, সাপার খেয়ে নাও। কাল সকালে হয়তো আমরা কিছু পাঠাতে পারি।'

শুভরাত্রি জানিয়ে ববি বেরিয়ে যাওয়ার পর টেলিগ্রাম পড়ায় মন দিল ইটন। পড়ে দেখল ওগুলো সব একই ধরনের টেলিগ্রাম; বিভিন্ন মাইন থেকে এসেছে। দুপাতার একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে মেরি ই মাইনের সুপারিনটেন্ডেন্ট গার্থ। ওতে সে লিখেছে বার্নি আর সেসিল ১৫ই অক্টোবর টুইন বাটসসের মেরি ই মাইন পরিদর্শন করতে যাবে বলে টেলিগ্রামে ওদের জানিয়েছে। গার্থ জানতে চেয়েছে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের নিয়োজিত মার্শাল এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োজিত মাইন ইন্সপেক্টর কোন অধিকারে ওই মাইন পরিদর্শন করতে যাবে। এবং গার্থ এটাও জানতে চেয়েছে যে আইনগত ভাবে মেরি ই পরিদর্শন করার অধিকার ওদের সত্যিই আছে কিনা।

সে আরও লিখেছে, তারা নিয়মিত ভাবে সরকারকে মুনাফা কর দিয়ে আসছে এবং মেরি ই-র মত ন্যায়পরায়ণ আর সম্মানিত মাইন, যারা সব সময়েই গভর্নর ও তার পার্টিকে সমর্থন করে এসেছে, তাদের এভাবে হেনস্তা করার কি মানে?

টেলিগ্রামগুলো টেবিলের ওপর রেখে গেব বলল, 'সম্ভবত বার্নির গত সপ্তাহে উধাও থাকার ব্যাপারটা এতে পরিষ্কার হলো।'

অ্যাডাম তার গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে গোঁফ মুছে বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম ওই বিলটা চিরদিনের জন্যে কবরে গেছে। ডিক ইন্সপেক্টরকে বেতন দেয়ার টাকা কোত্থেকে পাচ্ছে?'

'সে গরীব নয়,' বলল গেব।

'নিজের টাকায় ইন্সপেক্টরকে বেতন দেয়া কি আইনসঙ্গত?'

গেব হাসল। 'তোমার অ্যাটর্নি জেনারেলকে জিজ্ঞেস করো।'

অ্যাডামও মৃদু হাসল, কিন্তু সেই হাসিতে আনন্দ নেই। চোখ তুলে

গেবের দিকে চেয়ে সে বলল, 'ওরা আমাকে তোপের মুখে রেখেছে, গেব।'

ড্রিঙ্কে একটা চুমুক দিয়ে গেব বলল, 'আমি ব্যাপারটাকে ওভাবে দেখছি না।' অ্যাডাম চেয়ে আছে ওর দিকে। গেব ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তায় মগ্ন। তারপর সে বলল, 'ঠিক আছে। বর্তমানে সংসদে অধিবেশন চলছে। জনসন হচ্ছে মাইনরিটি পার্টির লীডার। ধরো সে যদি মঞ্চে দাঁড়িয়ে ওই বিলের অন্যায্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়?

'অন্যায্য! কিভাবে?'

গেব বলে চলল, 'কেবল একজন মাইন ইন্সপেক্টরের সবগুলো মাইন পরিদর্শন করতে দুতিন বছর লেগে যাবে। সুতরাং যাদের মাইন প্রথমে পরিদর্শন করা হচ্ছে তাদের অনেক টাকা খরচ করে মাইনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে; অথচ অন্যান্য মাইনকে দুতিন বছর পরে টাকা ঢালতে হচ্ছে—এটা নিরপেক্ষ কিভাবে হলো?'

'কিন্তু আইনটা বইয়ে রয়েছে, গেব।'

'কিন্তু ওটা থাকার প্রয়োজন নেই। ধরো জনসন দশজনের একটা মাইনিং কমিশন গঠন করার প্রস্তাব দিল, যাদের গভর্নর নিযুক্ত করবে। ওই কমিশনের বারো বা পনেরোজন ইন্সপেক্টরকে কাজে নেয়ার ক্ষমতা থাকবে। এতে ইন্সপেকশনের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হবে।'

এবার অ্যাডামের মুখে খাঁটি হাসি ফুটল। 'তোমার চিন্তার লাইনটা বুঝলাম,' বলল সে। 'আমি জনসনের বিলকে সমর্থন করব। এবং দুটো পার্টি থেকেই পাঁচজন করে লোক ওই কমিশনে নেয়ার অঙ্গীকার করব।'

মাথা ঝাঁকাল ইটন। 'যেহেতু বিপক্ষ দল থেকে প্রস্তাবটা এসেছে, তোমাকে কমিশনে লোক নিয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে হবে।'

'জনসন কি এতে আমাদের সহযোগিতা করবে?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম।

'কেন করবে না? নিরপেক্ষতার জন্যে তার যেমন সুনামও হবে, অন্যদিকে আমাদের টাকায় তার পকেটও ভারী হবে।' হাঁটুর ওপর কনুই রেখে অ্যাডামের দিকে তাকাল গেব। 'বুঝেছ, কমিশনে তুমি যাদের নেবে, তাদের দুই পক্ষই চাইবে ইন্সপেকশনের কর্তৃত্ব ডিকের হাত থেকে বেরিয়ে যাক।'

'এতে কাজ হবে, গেব, সত্যিই ভাল কাজ হবে। এত ভাল, যে তোমাকে একটা প্রস্তাব দেয়ার লোভ আমি সামলাতে পারছি না।' একটু থামল সে। 'তুমি কি কেইনের পুরোনো কাজটার ভার গ্রহণ করবে? অর্থাৎ সরকারি পার্টির চেয়ারম্যানের পদ?'

মুখ কুঁচকে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল গেব। 'সেটা কি বিচক্ষণ কাজ হবে? আমি রেল কোম্পানির লোক, অনেকেই আমাদের অপছন্দ করে।'

'তোমাকে কারও ভাল লাগার প্রয়োজন নেই। আমাদের পার্টির উপবিধি বলে সভাপতি পার্টির চাঁদা তোলা এবং প্রচারের জন্যে তা খরচ করার দায়িত্বে থাকবে। হ্যাঙ্ক ডেভিডসন বিপক্ষের পার্টি চেয়ারম্যান। ওর নিজেরই গোটাছয়েক বড় র‍্যাঞ্চ আছে।'

মাথা ঝাঁকাল গেব। 'একজন তহবিল সংগ্রহকারী। হ্যাঁ, তা আমি করতে পারব। কিন্তু তার আগে আমাকে আমাদের পরিচালকদের সাথে আলাপ করে নিতে হবে।'

'ওদের তুমি বলতে পারো যে পার্টির জন্যে তুমি একান্ত জরুরী। এবং বর্তমানে সেটা মোটেও বড়াই করা হবে না, কারণ তুমি সত্যিই তাই।'

পনেরো

সেসিল আর বার্নি টুইন বাটসের মেইন স্ট্রীট ধরে মাঝ দুপুরেই আস্তাবলে পৌছল। ওদের ঘোড়াগুলো ক্লান্ত, ওরা নিজেরাও ধুলোময় আর ক্ষুধার্ত। কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগে টুইন বাটস্ নজরে পড়ার সময়েই ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শহরে পৌছে প্রথমেই ওরা মেরি ই পরিদর্শন করবে। মেরি ই-র চিন্তা ওদের মাথায় অনেকদিন থেকেই ভারী হয়ে চেপে বসে আছে, তাই দুজনেই ওটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে চায়।

আস্তাবলে ঘোড়া রেখে রেলরাস্তা পেরিয়ে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে

মাইনিং দালানগুলোর ফাঁক দিয়ে মেরি ই মাইনের বড় অফিস দালানে পৌছল। ইন্সপেকশনের কাজ সেসিল করবে বলে স্বভাবতই সে আগে ঢুকল। দরজার সামনেই একটা কাউন্টার। ওটার পিছনে গোটাছয়েক ডেস্কে লোকজন বসে কাজ করছে। কাউন্টারের দুপাশে দুটো খোলা দরজা।

সবথেকে কাছের ডেস্কের পিছনে বসা যুবকের মাথায় একটা ঢাকনা দেয়া টুপি। ডেস্ক ছেড়ে উঠে যুবক এগিয়ে এসে হাসিমুখে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কাউকে খুঁজছ?'

'হ্যাঁ, তোমাদের সুপার মিস্টার গার্থের সাথে দেখা করতে চাই,' জবাব দিল সেসিল।

ক্লার্ক তার পেনসিল দিয়ে দূরের দরজাটা দেখিয়ে বলল, 'সে নিজের অফিসেই আছে। এগিয়ে যাও।'

সেসিলের পিছনে বার্নিও দরজার দিকে এগোল। খোলা দরজার চৌকাঠে নক করে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করার পর ওরা ভিতরে ঢুকল। আলোকিত বড় কামরাটায় দুটো রোল-টপ টেবিল রয়েছে। হৃষ্টপুষ্ট একটা লোক ডেস্কে বসে বসে কাজ করছিল। ওদের সাড়া পেয়ে ঘাড় কাত করে তাকাল। কালো ভুরুওয়ালা চওড়া মুখের লোকটার পাকা চুল গোঁফের মত ছোট করে ছাঁটা। কর্তৃত্বের গর্বে ওর চেহারায় একটা বদমেজাজী ভাব ফুটে উঠেছে।

সেসিল ওর ডেস্কের সামনে এগিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমিই মিস্টার গার্থ?'

গার্থ তার ঘূর্ণি-চেয়ারটা ঘুরিয়ে ওদের মুখোমুখি হলো। এবার বার্নি ওর পেশীবহুল হাত-পা আর শক্ত কাঠামো পুরোপুরি দেখতে পেল। সন্দেহ নেই বহুদিন মাইনের কাজে বেলচা চালিয়ে আর কঠোর পরিশ্রম করে ওর দেহ এমন শক্ত হয়েছে।

সেসিল কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতেই সে বলল, 'ডেভিস আর বার্কলে। আমি ভাবছিলাম কখন তোমরা এসে পৌছবে।'

'আমরা আজই পৌছব বলে তোমাকে টেলিগ্রামে জানিয়েছিলাম,' সংযত সুরেই বলল সেসিল।

গার্থ হাতের ইশারায় চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'চাইলে তোমরা বসতে পারো।' দুজনেই আসন গ্রহণ করার পর সে আবার বলল, 'তোমরা মাইন পরিদর্শনে এসেছ, তাই না?'

'আমাকে সেই রকমই নির্দেশ দেয়া হয়েছে,' জানাল সেসিল।

বার্নির দিকে মুখ তুলে চাইল গার্থ। 'এবং তুমি ডেপুটি মার্শাল হিসেবে ওকে সাহায্য করতে এসেছ। কি, ঠিক ধরেছি?'

বার্নি কেবল মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল। শক্তিশালী লোকটা এরই মধ্যে তাদের কথোপকথনে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

গার্থ এবার প্রশ্ন করল, 'তোমরা চলার ওপর কতদিন আছ?'

'প্রায় দুই সপ্তাহ,' জবাব দিল বার্নি।

'তোমাদের তাহলে স্টেট হাউসের সাথে এরমধ্যে আর যোগাযোগ হয়নি?' বার্নিকে নড করতে দেখে চেয়ার ঘুরিয়ে হাত বাড়িয়ে একগোছা কাগজ তুলে দুতিনটে পাতা উল্টে খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল গার্থ। 'এটা গ্র্যানিট ফর্কসে আমাদের লোকের কাছ থেকে এসেছে। সে জানিয়েছে গত সোমবার বিরোধী দলের নেতা অ্যালেক্স জনসন সংসদে একটা নতুন মাইন ইন্সপেকশন বিলের প্রস্তাব দিয়েছে। তাতে দশজনের একটা মাইনিং কমিশন গঠন করা হবে, যাদের গভর্নরই নিযুক্ত করবে, এবং তারা একমাত্র গভর্নরের কাছেই জবাব দিতে বাধ্য থাকবে। মাইনিং কমিশনই প্রয়োজন ইন্সপেক্টর নিয়োগ করবে, যারা কমিশনের কাছে কৈফিয়ত দেবে।' কাগজ থেকে মুখ তুলে সে ওটা বার্নির দিকে বাড়িয়ে দিল। 'তুমি নিজেই পড়ে দেখো।'

ওটা হাতে নিয়ে পড়ে দেখল বার্কলে। গার্থের সারমর্মটা শুনে ওর কৌতূহল বেড়েছিল, কাগজটা পড়ে সে রেগে উঠল। বুঝতে পারছে এটা ডিকের কাছ থেকে ইন্সপেকশনের ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার একটা ষড়যন্ত্র। কাগজটা সেসিলের দিকে বাড়িয়ে দিল বার্নি। তারপর গার্থকে বলল, 'এর ওপর ভোটাভুটি নিশ্চয় এখনও হয়নি।'

'আরে, না।' এবার উপরের কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে সে বলল, 'প্রস্তাবটা আপার আর লোয়ার হাউসের কনফারেন্স কমিটির কাছে আলোচনার জন্যে পাঠানো হয়েছে।'

'তাহলে ওটা পাস না হওয়া পর্যন্ত পুরোনো আইনই বলবৎ থাকবে,' জানাল বার্নি।

'থিওরি অনুযায়ী তাই হলেও বাস্তবে ওটা সত্যি নয়,' হেসেই জবাব দিল গার্থ।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বার্নি প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কথাটা একটু

পরিষ্কার করে বলবে?'

'আমাদের উকিল ব্যারনের ওপর কোর্টের নিষেধাজ্ঞা জারি করার দরখাস্ত দিয়ে আপীল করেছে।'

'কোন যুক্তিতে?' জানতে চাইল বার্নি।

'ধরে নাও "অন্যায় বিচার"। তোমরা যে হারে এগোচ্ছ, তাতে তোমাদের সব মাইন পরিদর্শন করতে অন্তত তিন বছর সময় লাগবে। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি থাকলে সেটা সারাবার জন্যে আমরা চারমাস সময় পাব। এবং সব মাইন পরিদর্শন করা শেষ হওয়ার আগেই আমাদের মাইন সম্ভবত আরও দুবার বা তিনবার ইন্সপেক্ট করা হবে। এতে আমাদের পকেট খালি হচ্ছে কিন্তু যেগুলো পরিদর্শন করা হয়নি, সেসব মাইন বেঁচে যাচ্ছে।' যুক্তি দেয়া শেষ করে সে বলল, 'এই অবস্থায় এখনই ইন্সপেক্ট করতে আমরা দেব না।'

'কেন? জনসনের বিল পাস হওয়ার আগে পর্যন্ত সেই অধিকার আমাদের আছে,' বলল সেসিল।

'তোমাদের অধিকার হয়তো আছে, কিন্তু তার সুযোগ তোমরা পাবে না।' বিশাল দেহ নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে একটা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল গার্থ। 'এসো, দেখে যাও,' বলল সে।

বার্নি আর সেসিল উঠে ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। আঙুল দিয়ে দিক নির্দেশ করে গার্থ বলল, 'ওই এঞ্জিন রুমের দরজার দুপাশে দাঁড়ানো লোক দুজনকে দেখতে পাচ্ছ? এবং ওদের হাতের রাইফেল?' আঙুল তুলে আরও কিছুটা উপরে নির্দেশ করল। 'টানেল দুই আর তিনের মুখগুলো দেখো। ওখানেও মানুষ রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে।'

মুখ তুলে ওরা চেয়ে দেখল সত্যিই ওখানেও দুজন করে রাইফেলধারী গার্ড রয়েছে। গার্থ ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে বলল, 'যারা মেরি ই-তে কাজ করছে, তারা ছাড়া ওখান দিয়ে আর কাউকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। তোমরা যদি মাইন পরিদর্শন করতে ভিতরে ঢুকতে চাও, তাহলে গভর্নরকে মিলিশিয়া পাঠাতে বলো।'

বার্নি জানালার ধার থেকে ফিরে গার্থের মুখোমুখি দাঁড়াল। 'এটা তোমার আদেশে হচ্ছে?'

গার্থ তার বিশাল মাথাটা এপাশ ওপাশ নাড়ল। 'ক্রে থ্যাচার, বোর্ডের চেয়ারম্যান। তুমি যদি তার কাছ থেকে লিখিত অনুমতি আনতে পারো, তাহলে তোমাদের ঢুকতে দিতে আমার কোন আপত্তি

থাকবে না।'

বার্নির ভিতরে একটা নীরব রাগ ফুঁসছে – কিন্তু সে সম্পূর্ণ নিরুপায়। কিছুই করার উপায় নেই ওর। গার্থের বেপরোয়া ভাব আর এমন দৃঢ় আত্মবিশ্বাস দেখে সে বুঝতে পারছে স্বয়ং থ্যাচারই ওকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছে। আইন যদি মেরি ই-র অনুকূল না হয় তবে সেই আইন জাহান্নামে যাক; নিজের নিজস্ব আইন তৈরি করে নেবে ওরা। আইন পরিষদ ওদের মন-মত আইন তৈরি না করা পর্যন্ত বর্তমান আইন উপেক্ষা করে নিজেদের আইনেই চলবে।

নিজের স্বর যতটা সম্ভব সংযত রেখে বার্নি প্রশ্ন করল, 'এই থ্যাচারকে আমি কোথায় পাব?'

'স্যান ডিমায় তার নিজস্ব একটা ব্যাঙ্ক আছে।'

বার্নির ইশারা পেয়ে সেসিলও অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এল। ভীষণ রেগে যাওয়ায় দুজনের কেউই গার্থকে "গুড বাই" জানাল না।

দরজার বাইরে এসে থামল ওরা। এঞ্জিন হাউসের বাইরে গার্ড দুজনের দিকে তাকাল বার্নি। আশপাশের প্রত্যেকটা লোক ওদের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যে বার্নির মনে হচ্ছে ওখানকার সবাই জানে ওরা কে এবং কি জন্যে এসেছে।

'আমার মনে হচ্ছে এই মাইন ইন্সপেক্ট করার আশা আমাদের ছাড়তে হবে,' বলল সেসিল।

'কিন্তু বিনা প্রতিবাদে নয়,' কঠিন স্বরে বলল বার্নি। 'তুমি বরং আপাতত বুলসআই সেলুনে গিয়ে একটা ড্রিঙ্ক খাও, কিছুক্ষণ পরে আমিও তোমার সাথে ওখানেই যোগ দেব।'

ওর কথাই মেনে নিয়ে সেলুনের দিকে এগোল সেসিল, আর বার্নি সোজা স্টেশনের দিকে রওনা হলো – একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। ওদিকে যাওয়ার পথে মেসেজটা কোন ভাষায় পাঠালে সাধারণের অবোধ্য রাখা যাবে অথচ ঠিক বুঝবে সেটাই মনেমনে ভাবছে বার্নি। গোটা দুই পদ্ধতিও বের করল, কিন্তু পরে ভাবল এতে কোন লাভই হবে না। অপারেটর তার মেসেজের একটা কপি নিশ্চয়ই গার্থের কাছে পাঠাবে। এবং যত চালাকি করেই লেখা হোক না কেন, ওটার অর্থ গার্থ ঠিকই বুঝবে।

টিকেট অফিস থেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার ফর্ম চেয়ে নিয়ে বার্নি লিখল:

মেরি ই-তে ঢোকার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে গার্থ। বন্দুকধারী গার্ড পাহারায় রাখা হয়েছে। ইন্সপেক্ট করতে হলে থ্যাচারের অনুমতি প্রয়োজন। তুমি আদেশ দিলে ওর সাথে দেখা করে অনুমতি চাইব। মিনারেল সিটি হোটেলের ঠিকানায় তোমার নির্দেশ পাঠাও।

বার্নি বার্কলে।

অপারেটর নির্বিকার চেহারায় ওটা পড়ে শব্দ গুনে বার্নিকে কত দিতে হবে জানাল। বিল মিটিয়ে দিয়ে বুলসআই সেলুনের দিকে এগোল সে।

বুলসআই-এ গতবারের তুলনায় ভিড় অনেক কম। বিশাল আকৃতির বাউন্সার ওকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসে হাত মেলাল। এই লোকটাই সেদিন হ্যাল ড্যালিকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিল। বারটেন্ডারকে পানি মেশানো হুইস্কির অর্ডার দিয়ে ড্রিঙ্ক হাতে সেসিলের টেবিলে গিয়ে বসল সে।

'এখন তুমি কি করবে বলে ভাবছ?' প্রশ্ন করল সেসিল।

'জে থ্যাচারকে সমন জারি করব,' বলল বার্নি।

মৃদু হাসল সেসিল। 'দেশের সবথেকে ধনী লোককে সমন দেবে একজন ডেপুটি মার্শাল। যদি আমাদের ওর সাথে দেখা করতে দেয়।'

'আমাদের নয়, সেসিল, শুধু আমাকে।'

সেসিল বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল। 'আমি নয় কেন?'

'যদি কোন বিপদ ঘটে? তোমাকে আমি বিপদে ফেলতে চাই না,' বলল বার্নি। 'তুমি এর জন্যে কোন পারিশ্রমিক পাচ্ছ না। আমি পাচ্ছি।'

খিস্তি করে মাথা নাড়ল সেসিল। 'তুমি আসার আগে আমি একা একা এখানে বসে ভাবছিলাম। আমরা যদি আগামীকাল ওখানে যাই, এবং তুমি ওকে সমনটা দাও; ওটা পেয়ে লোকটার চেহারা কেমন হয় দেখাটাই আমার কাছে এই ট্রিপে যা টাকা পাব, তার থেকে বেশি পাওয়া হবে।'

হেসে গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে চিন্তামগ্ন ভাবে নিজের নাক ঘষল বার্নি। সে জানে সেসিল কেমন বোধ করছে। কারণ ওর জায়গায় সে থাকলে তারও ওই রকমই লাগত। প্রবল ক্ষমতাবান কাউকে অপদস্থ হতে দেখার সুযোগ মানুষের জীবনে খুব কমই আসে; বিশেষ করে জে থ্যাচারের মত ধূর্ত লোকের বেলায় সেটা আরও বিরল। লোকটাকে বার্নি সত্যিই হকচকিয়ে দিতে পারবে এমন কোন

নিশ্চয়তা নেই, তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, মাইন পরিদর্শন করার অনুমতি ক্রে তাকে দেবে না। বদমেজাজী বলে লোকটার দুর্নাম আছে, সুতরাং সমন হাতে পেয়ে ওর কি প্রতিক্রিয়া হবে সেটা আন্দাজ করা মুশকিল।

'ঠিক আছে,' সেসিলের দিকে চেয়ে বলল বার্নি। 'তুমি আমার সাথে যেতে পারো, কিন্তু মনে রেখো এটা আমার খেলা, তুমি এতে কোন অংশ নিতে পারবে না।'

রাত বেশ গভীর হয়েছে, শহরটা এখন ঘুমন্ত। ঘোড়ার পিঠে তিনজন আরোহী মেইন স্ট্রীট ধরে এগোচ্ছে।

মিনারেল সিটি হোটেলের সামনে থেমে ওরা হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধল। ওদের মধ্যে সবথেকে বিশালকায় লোকটা ফুটপাত পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে হোটেলের বারান্দায় উঠে ভিতরে ঢোকার হাতল ঘোরাল। রীতি অনুযায়ী লবির দরজা রাতেও খোলা রাখা হয় গভীর রাতের মদ্যপায়ী আর জুয়াড়ীদের জন্য।

লোকটা সতর্ক পায়ে হেঁটে রিসেপশন ডেস্কের ওপর রাখা বাতিটার দিকে এগোল। নাইট ক্লার্ককে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। হোটেলের রেজিস্টারটা ডেস্কের ওপরই পড়ে আছে।

আগন্তুক রেজিস্টারের পাতা উল্টে প্রথম খালি পাতায় এসে থামল। তারপর ওখান থেকে সই করা নামগুলো পড়তে পড়তে পিছন দিকে এগিয়ে অভীষ্ট নামটা দেখে বই বন্ধ করে নীরবে লবি ছেড়ে বেরিয়ে সোজা নিজের ঘোড়ার কাছে এসে থামল।

'ওরা এখানেই আছে,' বলে সে ঘোড়ায় চড়ল।

ষোলো

বার্নি আর সেসিল দিনের আলো ফোটার আগেই ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গতরাতেই ক্রে থ্যাচারের সমন লিখে রেখেছে বার্নি। কিন্তু সে

জানে ওটা থ্যাচারের হাতে পৌঁছে দিতে না পারলে সমন আইনত গ্রাহ্য হবে না।

পার্থ যে গতরাতেই লোক পাঠিয়ে ক্রেকে ওদের দেখা করতে যাওয়ার কথা জানিয়ে রেখেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন ক্রে যদি ওদের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করে, বা লোক মারফত জানায় যে সে বাসায় নেই, তাহলে ওদের কিছুই করার থাকবে না।

মাঝপথে ঘোড়া দুটোকে বিশ্রাম দিতে একটা বড় পিপুল গাছের ছায়ায় ঘোড়া বেঁধে ওরা বসল। গতরাতে যখন সেসিল মাইন ইন্সপেকশনের রিপোর্ট লেখায় ব্যস্ত, তখন বুলসআই সেলুনে গিয়ে সেলুনের বাউন্সারের সাথে বার্নি দীর্ঘ সময় আলাপ করে ক্রের র‍্যাঞ্চের কোথায় কি আছে তার একটা ধারণা নিয়ে এসেছিল। এতক্ষণে সেসিলকে বলা শুরু করল দেখা করার জন্যে সে কি প্ল্যান করেছে।

'আমার মনে হয় না র‍্যাঞ্চে আমাদের দুজনের একসাথে যাওয়া ঠিক হবে,' বলল বার্নি। 'একসাথে গেলে সে আমাদের সাথে দেখা করবে না, এড়িয়ে যাবে।'

সেসিলকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে সে বলে চলল, 'তুমি একা গেলে সে হয়তো তোমার সাথে দেখা করতে পারে। তুমি ওকে স্পষ্ট জানিয়ে দিও যে তোমার হাতে কোন ক্ষমতাই নেই, তুমি কেবল মেরি ই-র ধসে পড়া সম্পর্কে চেয়ারম্যানের রিপোর্ট আনতে গেছ।'

'সে ভাল করেই জানে, ওখানে কেন এবং কি ঘটেছে তা আমার অজানা নয়,' প্রতিবাদ করল সেসিল।

'তাহলে ওকে বোলো যে পার্থ আমাদের মাইনে ঢুকতে দিচ্ছে না। তাই তোমার অফিশিয়াল রিপোর্ট লেখার জন্য খোদ মালিকের কাছেই ঘটনার ব্যাপারে জানতে চাও।'

কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে চিন্তা করল সেসিল। তারপর বার্নির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'ওই সময়ে তুমি কি করবে?'

'পিছন দিক দিয়ে ভিতরে ঢুকব,' জবাব দিল বার্নি। 'আমি দূর থেকে তোমার ওপর নজর রাখব। তোমাকে ঢুকতে দিলে বুঝব থ্যাচার র‍্যাঞ্চেই আছে। বাড়ির নক্সা আমার মোটামুটি জানা আছে।'

'এর জন্যে রাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ভাল হত না? এটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ হবে, বার্নি। কেউ তোমাকে দেখতে পেলেই গুলি করবে। গুলি যদি নাও করে ওদের চিৎকারে ভিতরের লোক সাবধান হয়ে

যাবে।'

'একটু ঝুঁকি নিতেই হবে,' স্বীকার করল বার্নি।

সেসিল পুরোটা বিচার করে দেখে বলল, 'ক্রে যদি জিজ্ঞেস করে তুমি আমার সাথে আসোনি কেন?'

'ওকে বোলো ডিকের থেকে নির্দেশ আসার অপেক্ষায় আমি শহরেই আছি। আমি টেলিগ্রামে কি লিখেছি তার খবর ওর কাছে অবশ্যই পৌঁছে গেছে।'

'আমি ওর সাথে কি বিষয়ে কথা বলব?'

'আমার মনে হয় না তোমাকে বেশি কথা বলতে হবে, সেসিল। আমরা যেসব মাইন পরিদর্শন করেছি তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সে নিজেই জানতে চাইবে। লোকটা যদি মুখ না খোলে তুমি নিজেই সেসব কথা ওকে শুনিয়ো।'

মাথা নাড়ল সেসিল। 'আমি কেন ভেবেছিলাম এতে আমি আনন্দ পাব?'

'যা দেখতে এসেছ, তা তুমি দেখতে পাবে,' বলল বার্নি। 'সেটাই কি যথেষ্ট নয়?'

কথা শেষ করে ওরা আবার ঘোড়া নিয়ে রওনা হলো। একঘন্টা পর স্যান ডিমাস পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেল। ওখানে কয়েকটা ট্রেইল এসে প্রধান ট্রেইলের সাথে মিশেছে। বার্নি ধারণা করল ওগুলো বিভিন্ন র‍্যাঞ্চে পৌঁছার পথ। একটা কাঠের সাইন বোর্ডে 'মফিট' আর তার নিচে 'বক্স এম' র‍্যাঞ্চের ব্র্যান্ড দেখে সে বুঝল তার ধারণা ভুল নয়। আধঘন্টা পর কয়েকটা সি টি ব্র্যান্ডের গরু দেখে বোঝা গেল ক্রে থ্যাচারের রেঞ্জ এলাকায় পৌঁছেছে ওরা।

বার্নিকে ঘোড়া থামাতে দেখে সেসিলও থামল।

'এখান থেকেই আমরা আলাদা পথ ধরব, সেসিল,' বলল বার্নি। 'বুলস্‌আই সেলুনের লোকটা বলেছিল এই ট্রেইল ধরে এগোলে ক্রের র‍্যাঞ্চটা হাতের বামে পড়বে। আমার ঘুরে পিছন দিক দিয়ে পৌঁছতে কিছুটা সময় লাগবে, সুতরাং তুমি একটু রয়ে-সয়েই এগিয়ো।'

'ঠিক আছে। স্প্যানিশরা যেমন বলে, ভায়য়া কন্‌ডিওস, বার্নি (ঈশ্বর তোমার সহায় হন)।'

সেসিল তার ঘোড়া আগে বাড়াল, এবং বার্নি ট্রেইল ছেড়ে কোনাকুনি ভাবে উত্তরে ঘোড়া ছোটাল। ধীর গতিতে আরও দুমাইল

পথ পেরিয়ে সেসিল একটা টিলার মাথায় উঠে সামনে বামদিকে ক্রের বিশাল র‍্যাঞ্চহাউসটা দেখতে পেল। দূর থেকে ওটাকে ঠিক দুর্গের মতই দেখাচ্ছে।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে বাড়িটার দিকে এগোল সেসিল। কয়েকটা বড় কোরাল পার হয়ে ডানদিকে একটা কামারশালার কাছে পৌঁছল। ওটার দরজা খোলাই রয়েছে, ভিতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। দরজার কাছে পৌঁছতেই লম্বা গড়নের একটা লোক রাইফেল হাতে বেরিয়ে এসে ওর পথ আটকে দাঁড়াল।

সেসিল ঘোড়া থামালে লোকটা প্রশ্ন করল, 'তুমি কি পথ হারিয়েছ, মিস্টার?'

'এটা সি টি র‍্যাঞ্চ হলে পথ হারাইনি,' জবাব দিল সেসিল।

পাঞ্চারের পোশাক পরা লোকটা ওকে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক র‍্যাঞ্চেই পৌঁছেছ তুমি। এখানে কাকে খুঁজছ?'

'মিস্টার ক্রে থ্যাচার।'

'ওর সাথে তোমার কি কাজ?'

'সেটা আমি ওকেই বলব,' জবাব দিল সেসিল।

'না, তোমার সেটা আমাকেই বলতে হবে,' জানাল পাঞ্চার।

চাপা রাগে গোমড়া মুখে দুজন দুজনকে অপছন্দের চোখে কিছুক্ষণ দেখার পর একটা ভারী শ্বাস ফেলে সেসিল ভাবে প্রকাশ করল যেন সে একটা বোকা-অবুঝের পাল্লায় পড়েছে। মুখে বলল, 'মাইনিঙের বিষয়।'

'মিস্টার থ্যাচারের একটা মাইন রয়েছে, তার আরও মাইনের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না,' বলল সে।

'আমি মাইন বিক্রি করতে আসিনি। ওর সাথে কিছু কথা আছে আমার।'

'কি বিষয়ে?'

অধৈর্য ভাবে একটা বড় শ্বাস নিল সেসিল। 'শোনো, আমি একজন সরকারি মাইন ইন্সপেক্টর। আমি মেরি ই মাইনটা দেখতে চাই।'

'গার্থের সাথে দেখা করো।'

'ওর সাথে আমার দেখা হয়েছে,' জানাল সেসিল। 'এখন আমি মিস্টার থ্যাচারের সাথে দেখা করতে চাই।'

'তার সাথে তোমার দেখা হবে না।'

ধীরে পকেট থেকে নোটবই বের করে কিছু লিখে পাতাটা ছিঁড়ে লোকটার দিকে এগিয়ে দিল সেসিল। 'ওটা আমার নাম। এখন বলো তোমার নামটা কি?'

কাগজে লেখা নামটা পড়ে পাঞ্চার বলল, 'আমার নাম জেনে তুমি কি করবে?'

'আমার বস্ অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে রিপোর্ট করব।'

'তাতে তোমার কি লাভ হবে?'

'আমার কোন লাভ নেই, কিন্তু তুমি হয়তো কিছু পেতে পারো।'

'যেমন?'

'হয়তো কোর্টের একটা সমন। আমার নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই, আমি কেবল রিপোর্ট করব তুমি আমাকে মিস্টার থ্যাচারের সাথে দেখা করতে দাওনি।'

চুপ করে কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো।' পাঞ্চার ঘুরে কাগজটা হাতে নিয়েই র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে রওনা হলো।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে খোলা দরজা দিয়ে সেসিল ভিতরের রাইফেলধারী লোকটাকে দেখতে পেল।

একটা তীক্ষ্ণ সিটির শব্দে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে সে দেখল প্রথম লোকটা তাকে এগিয়ে যাওয়ার ইশারা করছে।

র‍্যাঞ্চহাউসের গেইট পেরিয়ে বাড়ির দিকে এগোল সেসিল। পাঞ্চার ওকে পথ দেখিয়ে করিডর ধরে কয়েকটা দরজা পেরিয়ে নীল রঙের দরজায় নক করল। ভিতর থেকে সাড়া পেয়ে দরজা খুলে সে একপাশে সরে দাঁড়াল। সেসিল কামরায় ঢোকার পর পিছন থেকে পাঞ্চার বলল, 'মিস্টার ডেভিস এসেছে, মিস্টার থ্যাচার।'

থ্যাচার লম্বা লোক; হ্যাংলা মানুষটার চামড়ার নিচে কোন মাংস আছে বলে মনে হয় না। ধূসর চোখ দুটোর ঠাণ্ডা দৃষ্টি সেসিলের ওপর স্থির করে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

হাত মেলাবার পর পাঞ্চারের দিকে চেয়ে ক্রে বলল, 'তোমাকে আমার আর দরকার হবে না, চার্লি। ধন্যবাদ।' তারপর হাতের ইশারায় একটা সোফা দেখাল সে।

'তোমার দর্শন পাব বলেই আশা করছিলাম, ডেভিস। তোমার পার্টনার কোথায়?'

এমন সরাসরি প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হয়ে সেসিল বলল, 'সে একটা

টেলিগ্রাম পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। হয়তো পরে আসবে। যাহোক, আমার মনে হয় না ওকে আমার দরকার হবে।'

মাথা ঝাঁকাল থ্যাচার। 'তুমি মেরি ই ইন্সপেক্ট করতে চাও। গার্থ তোমাকে আমার কাছ থেকে অনুমতি-পত্র আনতে বলেছে, তাই না? কিন্তু আমার কাছ থেকে সেটা তুমি পাবে না।'

দুই কথাতেই সেসিলের ওখানে উপস্থিতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়া হলো। জীবনে অনেকবার ওকে রূঢ় কাটাকাটা ব্যবহার সহ্য করতে হয়েছে, সে নিজেও কয়েকবার অন্যের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করেছে, কিন্তু এটার সাথে সেগুলো কোন পাত্তাই পায় না।

শান্ত স্বরে সেসিল বলল, 'ঠিক আছে।'

'এখন শুনি তুমি কোন্ কোন্ মাইন পরিদর্শন করেছ, এবং সেসব মাইনে কেমন ব্যবহার পেলে।'

কথা বলতে শুরু করল সেসিল।

ঘোরা পথে ক্রের র‍্যাঞ্চের দিকে এগোবার সময়ে বার্নি গোটা ছয়েক গরু একসাথে জড়ো করে তাড়িয়ে এনেছে। ঢালের মাথায় উঠে র‍্যাঞ্চহাউসটা ওর চোখে পড়ল। ঘোড়ার কোরালের ধারে দুজন কর্মচারী কয়েকটা ঘোড়াকে কোরালে ভরছে। বার্নির গরু তাড়িয়ে আনা ওদের নজরে পড়তে বেশি সময় লাগল না।

লোকগুলো ওকে দেখেছে নিশ্চিত হওয়ার পর গরু তাড়ানো ছেড়ে বেড়ার কিনার দিয়ে কোরালের গেইটের দিকে এগোল বার্নি। যে লোকটা ঘোড়া কোরালে ভরার তদারকি করছিল তার পাশেই ঘোড়া থামাল।

মাঝবয়সী পাঞ্চার চোখে বিস্মিত কৌতূহল নিয়ে বার্নির দিকে তাকাল।

'মর্নিং,' হাসিমুখে বলল বার্নি।

লোকটা নড করে তাড়িয়ে আনা গরু দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমাদের গরু তাড়াচ্ছ কেন?' লোকটার স্বরে অভিযোগের বদলে কৌতূহল প্রকাশ পেল।

স্টেটসন হ্যাটটা আঙুল দিয়ে মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে বার্নি বলল, 'বক্স এম র‍্যাঞ্চের মফিট গত পরশু কিছু গরু চালান দিয়েছে। আমি নতুন ব্র্যান্ড ইন্সপেক্টর, মফিটের সাথে তোমাদের কিছু গরু দেখতে

পেয়ে ওগুলো ফেরত দিতে এসেছিলাম। বক্স এমের লোক ওদের সীমানা পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে। আমি এদিকেই আসছিলাম বলে বাকি পথ আমিই ওগুলো তাড়িয়ে আনলাম।'

'ভাবতে অবাক লাগে,' মন্তব্য করল কাউবয়, 'গরুগুলো ভাল ঘাস ছেড়ে বাজে ঘাসের জমিতে কেন চরতে যায়। কিন্তু ওরা তাই যায়। গরুগুলো আসলেই গরু। যাক, তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।'

'মিস্টার থ্যাচার র‍্যাঞ্চে আছে?' অলস কৌতূহল দেখাল বার্নি।

'মনে হয় আছে। কেন?'

লোকটার চেহারার ভাবে কোন সন্দেহ প্রকাশ পেল না। বার্নি বলল, 'এসব ব্যাপারে আমি সব সময়েই মালিকের থেকে একটা রসিদ নিই। এতে প্রমাণ থাকে যে আমি ওগুলো বর্ডার পার করে নিয়ে বেচে দিইনি।'

'কথাটায় যুক্তি আছে,' বলল কাউবয়। ঘুরে কোরাল আর বাঙ্কহাউস পেরিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল সে। ঘোড়া হাঁটিয়ে ওর পাশেপাশেই চলল বার্নি। দেখল সেসিলের ঘোড়াটা ছায়ায় কোমর বাঁকিয়ে বাম পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কাউবয়কে অনুসরণ করে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকল বার্নি। করিডরের কোনায় নীল রং করা একটা দরজায় নক করল সে।

ভিতর থেকে ওকে ঢুকতে বলা হলো। দরজা খুলে কামরায় ঢুকল কাউবয়, বার্নি ওর পিছনে। একটা লাল সোফায় বসে আছে থ্যাচার।

দুজনকেই একনজর দেখে থ্যাচার প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপার, পিট?'

'ব্র্যান্ড ইন্সপেক্টর, মিস্টার থ্যাচার।'

কামরার মনোরম সাজ উপভোগ করছিল বার্নি। এর মাঝেই থ্যাচার খেঁকিয়ে উঠল, 'আমি একবারে একটা জিনিসই দেখি, পিট, এবং আমি এখন ব্যস্ত। বাইরে অপেক্ষা করো।'

দ্রুত বেরোতে গিয়ে বার্নির সাথে ধাক্কা খেল পিট। দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এল পিট। বার্নির দিকে চেয়ে কাঁধ উঁচিয়ে অপ্রতিভ ভাবে একটু ম্লান হাসল সে। তারপর দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষায় দাঁড়াল।

বার্নি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অলস ভাবে করিডর ধরে এগিয়ে বাম দিকে মোড় নিল। বামদিকে একটা কামরার বিরাট জানালা খোলা রয়েছে। ভিতরে তাকিয়ে বার্নি আঁচ করল ওটা থ্যাচারের বেডরুম।

লোকটা কি বিবাহিত? ভাবল সে। তারপর ওর মেরি ই নামকরণের স্বার্থকতার কথা মনে পড়ল। ডিকের কাছেই কথাটা শুনেছে সে। কামরার ভিতরে চোখ বুলিয়ে অনেক কিছুর মধ্যেও ওর চোখ দুটো তালা দেয়া একটা ফাইল ক্যাবিনেটের ওপর আটকে গেল। ওটা কেইনের অফিসে রাখা ক্যাবিনেট বলে চিনতে ওর ভুল হলো না।

ওখানে আর এক সেকেন্ডও দাঁড়াল না বার্নি, ফিরে এল সে। বার্নি যখন ফিরল ঠিক তখনই ক্রের কামরার দরজা খুলে বেরিয়ে এল সেসিল। যাওয়ার পথে সে বার্নির দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না।

আবার এগিয়ে পিট ওই কামরার দরজা খুলে উঁকি দিল।

'ভিতরে এসো, পিট।'

আবারও ভিতরে ঢুকে সে বলল, 'ক্ষমা কোরো, মিস্টার থ্যাচার। কিন্তু এই লোকটা একজন ব্র্যান্ড ইন্সপেক্টর। আমাদের পাঁচটা গরু ফিরিয়ে এনেছে ও। সে একটা রসিদ চায়।'

থ্যাচার তীক্ষ্ণ চোখে ওকে যাচাই করে দেখে বলল, 'তোমাকে আমি চিনি, তাই না?'

'সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, মিস্টার থ্যাচার। আমি দক্ষিণ থেকে মাত্র বদলি হয়ে এসেছি।'

টেবিলের ওপর একটা পেনসিল দেখতে পেয়ে পিছনের পকেট থেকে বার্নি একটা কাগজ বের করে দিল। 'এই কাগজটায় তুমি সই করে দাও।'

'তোমার নাম?' প্রশ্ন করল সে।

'সবই ওই কাগজে লেখা আছে, খুলে দেখো।'

সমনটা খুলে দেখল থ্যাচার। পিট বেগতিক দেখে নীরবেই কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সমনটা পড়ে থ্যাচারের মুখের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠল। 'ওই নামটা এখন আমার মনে পড়েছে। তুমি ওই ইলাইয়ের কাজের ছোকরা।'

'ইলাই-এর বন্ধু,' সংশোধন করল বার্নি।

ওর দিকে চেয়েই বার্নি আবার বলল, 'ওতে যা লেখা আছে সেটাই সত্যি। অর্থাৎ তুমি যদি সেসিলকে তোমার মাইন পরিদর্শন করার সুযোগ না দাও, তাহলে তাই ঘটবে।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠোয় সমনটা দুমড়ে ফেলল ক্রে। তারপর

সরাসরি বলল, 'তুমি আর ডেভিস হচ্ছ ডিকের ভাড়া করা চক্রী। তোমার সমনে যেদিন আমি কোর্টে যাব সেদিন দুনিয়া উল্টে যাবে।'

তারপর দুমড়ানো কাগজটা সিধে করে জোরে জোরে পড়ল, '"তুমি পহেলা নভেম্বর কোর্টে হাজিরা দেবে," লেখা আছে এখানে।' কাগজটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল ক্লে। 'ততদিনে ডিকের কোন মাইন ইন্সপেক্টর থাকবে না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমরা যেসব মাইন পরিদর্শন করেছ কোর্ট সেগুলো সব বাতিল করে দেবে। এবার দূর হও!'

বার্নির ঘোড়ার পাশেই অপেক্ষা করছিল সেসিল। সে প্রশ্ন করল, 'তুমি ওকে সমনটা দিয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল বার্নি। 'ব্যাপারটা ওর পছন্দ হয়নি।'

'ইশ, দারুণ একটা দৃশ্য মিস করলাম।'

ওখানে যা ঘটেছে তার বর্ণনা দিল বার্নি। সব শুনে সেসিল প্রশ্ন করল, 'তোমার মনে হয় ওর কথাই ঠিক?'

'আমার মনে হয় সে যা চায়, তা টাকা ঢেলে কিনে নেয়ার মত টাকা ওর আছে,' বিষণ্ন সুরে বলল বার্নি।

কোরালের টবে ঘোড়া দুটোকে পানি খাইয়ে ওরা দক্ষিণে রওনা হলো। দুজনেই বিষণ্ন বোধ করছে। তবে কেইনের ফাইল ক্যাবিনেটটা আবিষ্কার করে বার্নি কিছুটা উত্তেজিত।

বার্নি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফাইল ক্যাবিনেটের কথা সে সেসিলকে জানাবে না। মাইন ইন্সপেক্টরের সাথে ওই ফাইলগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং যে খবরটা জানলে ওর জীবন বিপন্ন হতে পারে সেটা ওকে না জানানোই ভাল।

ফাইলগুলো কিভাবে উদ্ধার করা যায় ভাবছে বার্নি। ওগুলো লুকিয়ে রাখার জন্যে কড়া পাহারায় রাখা ওই নিভৃত ব্যাঙ্কের চেয়ে ভাল জায়গা আর কি হতে পারে? জোর খাটিয়ে ওগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা নেহাত বোকামি। আইনের জোর থাকলেই শুধু ওটা সম্ভব। এবং কেবল ডিকের হাতেই সেই ক্ষমতা আছে।

বার্নি বুঝতে পারছে ডিক আর ইলাইকে ক্ষমতাহীন করে ফেলার জন্যে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে।

সন্ধ্যার দিকে টুইন বাটসে পৌঁছে সোজা আস্তাবলে গেল ওরা। ওখানে ঘোড়া দুটোর খাওয়া আর যত্নের জন্যে আগাম টাকা দিয়ে

বেরিয়ে এল। আস্তাবলের অফিস পার হওয়ার সময়ে বার্নির চোখে পড়ল একটা বিশাল লোক দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে অলস ভাবে একটা ম্যাচের কাঠি চিবাচ্ছে। বার্নি আর সেসিল ওর সামনে দিয়ে পার হওয়ার সময়ে লোকটা কাদা রঙের নির্বিকার চোখে ওদের দেখল।

পথে সেসিলকে বুলস্আই সেলুনে অপেক্ষা করতে বলে বার্নি ওর টেলিগ্রামের কোন জবাব এসেছে কিনা খোঁজ নিতে ডিপোতে গেল। ওখানকার টেলিগ্রাফ অপারেটর একটা মেসেজ পাঠানো শেষ করে বার্নির দিকে এগিয়ে এল।

'বার্নি বার্কলের নামে আজ কোন মেসেজ এসেছে?'

'ওটা আমি ছেলেটাকে দিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে ওটাতে কি লেখা ছিল তা আমি এখনই বলতে পারি। ওতে লেখা ছিল, "থ্যাচারের কথা ভুলে যাও। ফিরে এসো; ডিক ব্যারন।"'

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে পকেট থেকে একটা কোয়ার্টার বের করে কাউন্টারের ওপর রাখল বার্নি। 'ওটা ছেলেটার জন্যে।'

বুলস্আই-এ যাওয়ার পথে ডিকের মেসেজটা নিয়েই ভাবছে বার্নি। থ্যাচারের কথা ভুলে গিয়ে ওকে ফিরে যেতে বলায় সে একটু বিভ্রান্তই বোধ করছে। ওদের পরিকল্পিত কর্মসূচী অনুযায়ী মেরি ই ছিল ইন্সপেকশন করার শেষ মাইন। ক্লে থ্যাচারকে সমন দিয়ে এসে সে কি করে ওর কথা ভুলে যাবে? গ্র্যানিট ফর্কসে কি কোন গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে যে কারণে ওকে ডিক ডেকে পাঠিয়েছে?

বুলস্আই সেলুনে পৌঁছে দেখল সেসিল ওর জন্যেও একটা ড্রিঙ্ক কিনে অপেক্ষা করছে। এগিয়ে নিজের ড্রিঙ্কের সামনে বসে বার্নি বলল, 'ডিক আমাদের থ্যাচারের কথা ভুলে ফিরে যেতে বলেছে।' হুইস্কির গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিল সে।

'কিন্তু থ্যাচারকে তো ডিক কায়দা মতই বাগে পেয়েছে!' প্রতিবাদ করল সেসিল। একটু চুপ করে থেকে পরে বলল, 'অবশ্য কথাটা সে এখনও জানে না।'

ড্রিঙ্ক শেষ করে উঠে দাঁড়াল বার্নি। বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে দেখে সে বলল, 'দোকানপাট বন্ধ হওয়ার আগেই আমি কিছু খেয়ে নিতে যাচ্ছি। তুমিও যাও সাপার খেয়ে নাও। পরে হোটেলে তোমার সাথে দেখা হবে।'

সতেরো

রাতের অন্ধকার তখনও কাটেনি বুলসআই সেলুনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো বিশাল লোকটা সিধে হয়ে দাঁড়াল। তারপর রাস্তা ধরে এগিয়ে মিনারেল সিটি হোটেলের সামনে এসে থামল। হিচ রেইলে তিনটে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। হোটেলের টিমটিমে আলোয় বারান্দায় চেয়ারে বসা দুজন লোকের আকৃতি দেখা যাচ্ছে। কাঠের ফুটপাত পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে লোকটা হোটেলের বারান্দায় উঠল।

'তুমি বলেছিলে দোতালায় ডানদিকের প্রথম কামরাটায় ওরা উঠেছে।' বলল সে।

'হ্যাঁ।'

'ওরা এইমাত্র কামরায় আলো জ্বেলেছে,' পাহারারত লোকটা বলল। 'তোমার আন্দাজই ঠিক, অন্ধকার থাকতেই ওরা কোথাও রওনা হতে চাচ্ছে।'

'ঠিক আছে, দরজার অন্যপাশে গিয়ে বসো। মনে রেখো কেবল লম্বা লোকটাকেই আমরা চাই। তুমি অন্য লোকটার ওপর পিস্তল ধরে ওকে ঠেকিয়ে রাখবে।'

তিনজনই দশ মিনিট ধৈর্য ধরে বারান্দায় অপেক্ষা করল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার অস্পষ্ট শব্দ ওদের কানে পৌছল। বিশাল লোকটা উঠে চেয়ারের হাতল দুটো কাঁধের ওপর রেখে দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়াল।

পায়ের শব্দ ক্রমেই জোরাল হয়ে দরজার কাছে এসে থামল। কাঁচ বসানো দরজার অর্ধেকটা টেনে খুলে খাবারের একটা ছোট কাপড়ের বস্তা হাতে বেরিয়ে সেসিল বারান্দার সিঁড়ির দিকে এগোল।

সেসিলের পিছন পিছন বার্নি বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করল। পাশ থেকে একটা মৃদু শব্দ কানে পৌছার সাথেই চেয়ারের প্রচণ্ড বাড়ি পড়ল ওর মাথায় এবং কাঁধে। মারের প্রচণ্ডতায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল

বার্নি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাথায় কয়েকটা শক্ত ঘুসি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

আঘাত আর চেয়ার ভেঙে পড়ার শব্দে পিছনে ঘুরে তাকিয়ে বার্নিকে বারান্দায় লুটিয়ে পড়তে দেখল সেসিল। কিন্তু সে নড়ার আগেই ওর বামদিকের অন্ধকার ছায়া থেকে একটা লোক খোলা পিস্তল হাতে এগিয়ে এল। ডানদিকের বিশাল লোকটা অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এসে বার্নির পাঁজরে একটা বুনো লাথি মারল। বামের লোকটা সেসিলের পেটে পিস্তলের ব্যারেল ঠেসে ধরল।

দৈত্যের মত লোকটা বার্নির ওপর ঝুঁকে ওকে টেনে দাঁড় করাল। এরই মাঝে আরও একটা লোক ডানদিকের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। লবির ক্ষীণ আলোয় সেসিল দেখল লোকটার ডান হাতের মুঠিতে চওড়া চামড়ার বেল্ট পেঁচানো রয়েছে। ওই হাতেই সে বার্নির ঝুলে পড়া মাথা লক্ষ্য করে ঘুসি ছুঁড়ল। বেল্ট পেঁচানো হাতের আঘাতের ভোঁতা শব্দ শুনে সেসিলের পেট গুলিয়ে উঠল।

বুনো রাগে সেসিল তার হাতের ভারী বস্তাটা পিস্তলধারীর মাথা লক্ষ্য করে ঘোরাল। বস্তার আঘাত পড়ার পরমুহূর্তেই লোকটার পিস্তল গর্জে উঠল।

বুলেটটা সেসিলের উরুর মাংস ছিঁড়ে ভিতরে ঢুকল। বুলেটের পা অবশ করা ধাক্কায় ভারসাম্য রাখতে না পেরে সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল সে।

কয়েক মুহূর্ত ঝিম ধরে ওখানেই পড়ে রইল। পা আর মাথা দুটোই জখম হয়েছে, কিন্তু কানে সবই শুনতে পাচ্ছে। মাথা নিচের দিকে করে পড়ায় সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কেবল মাংসের ওপর হাড়ের আঘাতের শব্দ ওর কানে আসছে। বুঝতে পারছে বার্নির সাহায্য দরকার, কিন্তু নড়ার ক্ষমতা নেই ওর। ভারী কিছু সিঁড়ি দিয়ে ওর পাশেই নিচে কোথাও গড়িয়ে পড়ল।

ব্যথায় ককিয়ে পাশ ফিরে বাকি দুই ধাপ উল্টো হয়েই নিচে নামল সে। কাঁধে ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ পেয়ে হাত বাড়িয়ে জিনিসটা তুলে দেখল ওটা একটা পিস্তল। ওখানে পিস্তলটা কোত্থেকে এল সেটা চট করে ওর মাথায় এল না। পরক্ষণেই আঁচ করল সম্ভবত ওটা বার্নির পিস্তল, এবং আক্রমণকারী খাপ থেকে ওটা বের করে নিয়ে বার্নির নাগালের বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছে।

মার দেয়া থামল। বার্নির দেহ মেঝের ওপর পড়ার শব্দ শোনা গেল। আক্রমণকারীদের ভারী শ্বাসের শব্দ ছাপিয়ে লবি থেকে কারও দরজার দিকে ছুটে আসার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

বারান্দার ওপর থেকে কর্তৃত্বের স্বরে কেউ বলল, 'নামো, পালাও।'

সেসিল পিস্তল কক করার ফাঁকে দুজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটে ওকে পেরিয়ে গেল। লবির আলোয় সিঁড়ির মাথায় তৃতীয় লোকটার বিশাল আকৃতির কায়া ফুটে উঠল। সেও তড়িঘড়ি ওর সঙ্গী দুজনের পিছু নিতে যাচ্ছে দেখে পিস্তল উঁচিয়ে ট্রিগার টিপে দিল সেসিল।

পিস্তলের গর্জনের সাথেই আর্তনাদ করে লোকটা সেসিলের ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শেষবারের মত ঘড়ঘড় শব্দে একটা শ্বাস ফেলে ওর বিশাল দেহ একবার গড়িয়ে স্থির হলো।

অন্ধকার রাস্তা ধরে দুটো ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালানোর আওয়াজ শুনতে পে.. সেসিল। পুরোপুরি জ্ঞান থাকলেও দুর্বলতায় নড়তে পারছে না। ওর পেট আর উরু রক্তে ভিজে গেছে।

তখনই বারান্দার ওপর একটা বাতি দেখা দিল। মুখ ফিরিয়ে সেসিল দেখল লম্বা নাইটশার্ট পরা হোটেলের ক্লার্ক বাতি হাতে বারান্দার ধার থেকে ওর দিকেই চেয়ে আছে।

'আমাকে উঠতে সাহায্য করো,' বলল সেসিল। কিন্তু ওর গলা দিয়ে কোন স্বরই বেরোয়নি বুঝে সে চিৎকার করল, 'আমাকে টেনে তোলো।' চিৎকার করে বললেও ওর স্বরটা বিড়বিড় করে কথা বলার মতই শোনাল। তবু কথাটা শুনতে পেল বুড়ো ক্লার্ক। বাতিটা বারান্দার কিনারে নামিয়ে রেখে সিঁড়ি দিয়ে সেসিলের পাশে নেমে এল সে। বুড়ো লোকটা ক্ষীণ আর দুর্বল হলেও সেসিলের বাম হাত নিজের গলায় জড়িয়ে কাঁধের ওপর ভর নিয়ে ওকে বারান্দার ওপর তুলে আনল। সেসিল দেখল চেয়ারের ভাঙা টুকরোগুলোর মাঝে রক্তাক্ত অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে বার্নি।

ভাল পায়ের ওপর ভর দিয়ে সবথেকে কাছের চেয়ারে বসে সেসিল বলল, 'যাও, দরজায় নক করে সাহায্য করার জন্যে কিছু লোক ডেকে নিয়ে এসো।'

কিন্তু ডাকতে যাওয়ার প্রয়োজন হলো না। গুলির শব্দে বোর্ডারদের সবারই ঘুম ভেঙেছে। কি ঘটেছে দেখার জন্যে ওরা একে একে সবাই বেরিয়ে এল। ওদের মধ্যে দুজন ডাক্তার আর শেরিফ টমাসকে খবর

দিতে ছুটল। বাকি লোকজনের সাহায্য নিয়ে সেসিল আর বার্নিকে ধরাধরি করে ওদের কামরায় পৌঁছে দিল ক্লার্ক। অধিক রক্তপাতের ফলে জ্ঞান হারাল সেসিল।

আঠারো

সকাল আটটার দিকে নিজের অফিসে বসে ডেপুটি শেরিফ টমাস ভোর রাতের ঘটনাগুলোই মনেমনে গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। যে কাজটা সে সবথেকে বেশি অপছন্দ করে, সেটাই এখন ওকে করতে হবে; অর্থাৎ ঘটনার একটা রিপোর্ট লিখতে হবে।

দরজা ঠেলে হাফহাতা শার্ট পরা এক যুবক নোটপ্যাড হাতে ওর অফিসে ঢুকল। চোখ তুলে লোকটাকে চিনতে পেরে শব্দ করে ককিয়ে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করল টমাস। লোকটা আমন্ত্রণ ছাড়াই শেরিফের মুখোমুখি বসল।

'তোমার কাছ থেকে পুরো ঘটনা জেনে নিতে আসলাম, শেরিফ,' বলল সে। যুবক গ্র্যানিট ফর্কস্ হেরল্ডের টুইন বাটস্ প্রতিনিধি। 'আমি ডক মিলার, নাইট ক্লার্ক, হোটেলের বোর্ডার, সবার সাথে কথা বলে লাশটা দেখে তারপর তোমার কাছে এলাম – তা, লাশটা কার?'

একটু সামনে ঝুঁকে আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর স্তূপ করে রাখা বেশ কিছু কয়েন, একটা ছুরি, এক ডজন ঘোড়ার নাল লাগাবার পেরেক, কাপড়ে পেঁচানো এক দলা চিবানোর তামাক, একটা তেল-চিটচিটে কয়েন রাখার ব্যাগ, আর একটা নোংরা দুমড়ানো কাগজ নাড়াচাড়া করে কাগজটা হাতে তুলে নিল।

'মৃত লোকটার কাছ থেকে ওগুলো পাওয়া গেছে' প্রশ্ন করল লোকটা।

টমাস শুধু মাথা ঝাঁকাল।

'ওগুলো ডাবল ঈগল্ নয়?' (ডাবল ঈগল্ হচ্ছে দুপিঠেই ঈগলের নক্সা করা বিশ ডলার মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা।)

'তাই তো মনে হচ্ছে,' শান্ত স্বরে বলল শেরিফ।
'ওই ফালতু লোকটার কাছে এত টাকা কোত্থেকে এল?'
'কথাটা ওকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ হয়নি।'
'ওখানে কত আছে?'
'দেড়শোর কিছু বেশি,' জানাল টমাস।
এবার হাতের কাগজটা সমান করে নিয়ে শেরিফ বলল, 'এটা মাইকেল হ্যাটারের কাছে সি জে ব্র্যান্ডের ঘোড়া বিক্রি করার রসিদ। ঘোড়াটা হোটেলের সামনে হিচ রেইলে বাঁধা ছিল।'
কথাগুলো নোটপ্যাডে টুকে নিয়ে হেরল্ডের প্রতিনিধি প্রশ্ন করল, 'রসিদটা কে সই করেছে?'
কাগজটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল শেরিফ। 'পারলে নিজেই পড়ে নাও।'
রসিদটা হাতে নিয়ে পাঠের অযোগ্য স্বাক্ষরের দিকে বিভ্রান্ত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কাগজটা ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে দিল।
'ওরা বার্নিকে কেন পিটিয়েছে?'
'লোকটা বলেনি,' শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল টমাস।
হেরল্ডের লোকটা নির্বিকার চেহারায় ব্যঙ্গোক্তি উপেক্ষা করে বলল, 'বার্নির জ্ঞান ফিরলে সে হয়তো বলতে পারবে।'
'হয়তো। তবে সেসিল কিছু বলতে পারেনি।'
'বাকি দুজন—ওদের সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?'
'না।'
'ট্র্যাক দেখে ওদের অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলে তুমি?'
'হ্যাঁ। ওরা দক্ষিণের ট্রেইল ধরে পোমার দিকে গেছে। কিছুদূর ট্র্যাক করার পর দেখলাম আকরের ওয়্যাগন চলাচলের ফলে সব ট্র্যাক মুছে গেছে।'
'হেরল্ড পত্রিকায় ছাপানোর জন্যে তোমার কোন বিবৃতি দেয়ার আছে?'
'এই ধরনের ঘটনায় গতবার আমি কি বিবৃতি দিয়েছি?'
'তুমি বলেছিলে "জোর তদন্ত চলছে।"'
'তাহলে এবারও তাই লিখে দাও।'

উনিশ

সন্ধ্যা হওয়ার পর ট্রেনটা টুইন বাটস স্টেশনে পৌঁছল। ব্রায়েন কার্টিসই প্রথমে প্ল্যাটফর্মে নেমে প্যাসেঞ্জার কোচ থেকে মনিকার হাত ধরে ওকে নামতে সাহায্য করল।

লাঞ্চের সময়ে খবরটা পেয়েই আর দেরি করেনি, বিকেলের ট্রেনেই মনিকা টুইন বাটসের পথে রওনা হয়েছে। ডিক আপত্তি করেনি, বরং উৎসাহ দিয়ে বলেছিল কয়েকটা দিন সে একাই ম্যানেজ করে নিতে পারবে। মেয়ের সাথে ব্রায়েনকেও পাঠিয়েছে সে।

মিনারেল সিটি হোটেল স্টেশনের বেশ কাছেই। তাই হেঁটেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। বুড়ো ক্লার্ক জানাল বার্নি আর সেসিলের পাশের কামরাটাই খালি আছে। রেজিস্টার খাতায় সই করতে করতেই মনিকা প্রশ্ন করল, 'মিস্টার বার্কলে কি এখনও অজ্ঞান অবস্থায় আছে?'

'না। দুপুরেই তার জ্ঞান ফিরেছে। এক বাটি সুপও খেয়েছে সে।'
'ওদের দুজনের কারও অবস্থা মারাত্মক নয় তো?'
কাঁধ উঁচাল ক্লার্ক। 'ওই ব্যাপারে ডক মিলারই ভাল জানবে। সে বলেছে সাপারের পর আবার আসবে; তুমি ওকেই জিজ্ঞেস কোরো।'
'ওদের সাথে এক মিনিটের জন্যে দেখা করা যাবে? আমরা যে এসেছি তা ওদের জানাতে চাই।'
'আমি তো তাতে কোন অসুবিধা দেখি না; শেরিফ আর ডক মিলার দুজনেই দুবার করে ওদের সাথে দেখা করেছে। ওরা দোতালায় এক নম্বর কেবিনে আছে।'
ব্রায়েনের দিকে তাকাল মনিকা। ব্রায়েন বলল, 'তুমি একাই যাও, মিস ব্যারন। বার্নিকে জানিয়ো যে আমিও এসেছি।'
এক নম্বর কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে নক করার আগে নিজের মনকে শক্ত করার চেষ্টা করল মনিকা। খারাপ ভাবে জখম হওয়া মানুষ সে আগেও অনেক দেখেছে; কিন্তু এটা কেন যেন কিছুটা অন্যরকম, এবং

অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দরজায় মৃদু টোকা দিল মনিকা। ভিতর থেকে ভারী স্বরে কেউ বলল, 'কাম ইন।' বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে দরজা খুলে কামরায় ঢুকল সে।

বানির বিছানা দরজার কাছেই। পিছনে বালিশ ঠেকা দিয়ে বিছানায় বসে আছে সে। ওর দেহের উপরের অংশ অনাবৃত। প্রথমেই মনিকার যা চোখে পড়ল সেটা হচ্ছে বানির পাঁজর ঘেরা চওড়া ব্যান্ডেজের দুপাশে মারের চাকাচাকা কুৎসিত দাগ। চোখ তুলে মুখের দিকে চেয়ে দেখল ওটা ফুলে বেঢপ আকার নিয়েছে। বানির একটা ভুরু ফুলে চোখ বুজে গেছে, কিন্তু নীল খোলা চোখে সে অবিশ্বাস মেশানো বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। বাম ভুরুর ওপর চাপা দেয়া তাজা রক্তে ভেজা ব্যান্ডেজ প্যাডটা কাপড়ের ফিতে দিয়ে বেঁধে ক্ষতের ওপর আটকে রাখা হয়েছে।

'মনিকা,' ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বানি বলল, 'তুমি এখানে কি করছ?' হাত মেলাবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। ওর হাত দুটো অক্ষতই আছে, কারণ একটা ঘুসিও মারার সুযোগ সে পায়নি।

'বাবা তোমার বেঁচে থাকা নিশ্চিত করতেই আমাকে পাঠিয়েছে,' হাত মিলিয়ে বলল মনিকা।

বানি হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু মুখে হাসি ফুটল না। তবে উপরের ঠোঁট কিছুটা সরায় মনিকা দেখতে পেল ওর নাকের দুই ফুটোতেই তুলো গোঁজা রয়েছে।

'এখন কেমন আছ তুমি?'

'এরচেয়ে ভাল থাকার কথা আমার মনে পড়ে,' বলল সে।

আড়চোখে পাশের বিছানার দিকে তাকাল মনিকা। মেয়েটাকে এদিকে তাকাতে দেখে বানি বলল, 'মনিকা, ও আমার পার্টনার, সেসিল ডেভিস। সেসিল, এ হচ্ছে ডিকের মেয়ে, মনিকা।'

বানির বিছানার পাশ দিয়ে সেসিলের দিকে এগোল মনিকা। সেসিলও বানির মত কোমর পর্যন্ত চাদর গায়ে আছে। ওর বুক ঘন পশমে ছাওয়া। হাসিতে ওর ধবধবে সাদা দাঁত ঝিলিক দিয়ে উঠল।

মনিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'তুমিই তাহলে হতভাগা ডিকের বাকি অর্ধেক! পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস্টার ডেভিস।'

'বানি যেমন বর্ণনা দিয়েছে তারচেয়েও সুন্দরী তুমি, মিস ব্যাকন।'

'বর্তমানে বানির যা চেহারা হয়েছে, তাতে ওর পাশে আমাকে

সুন্দরীই দেখাবে!' প্রশংসায় খুশি হয়ে হেসে বলল মনিকা।

দরজায় নক করার শব্দ হলো। ভুঁড়িওয়ালা লালচে চেহারার একটা বেঁটে লোক কালো ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকল। বানিকে পরিচয় করিয়ে দিতে হলো না; মনিকা বুঝেছে ওই লোকটাই ডক মিলার।

মেয়েটা এগিয়ে মিলারের সাথে হাত মেলাল।

'তুমি কি একজন নার্স?' প্রশ্ন করল ডাক্তার।

'আমি ট্রেইনিং নেয়া নার্স নই, তবে আশা করি কিছুটা সাহায্য করতে পারব।'

এক নজর বানিকে দেখে সে বলল, 'তোমার ক্ষত থেকে আবার রক্ত বেরোচ্ছে। সেলাই করার পরও খুলির জখম থেকে রক্ত ঝরা বন্ধ হতে সময় লাগে।'

এবার সেসিলের দিকে ফিরল মিলার। 'তোমাকেই আমি আবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই, মিস্টার ডেভিস।' মনিকাকে পাশ কাটিয়ে সেসিলের বিছানার কাছে থেমে চাদর তুলে ওল্টাবার আগে মেয়েটার দিকে ফিরে তাকাল ডাক্তার। সে কি বলতে যাচ্ছে বুঝে মনিকা নিজেই বলল, 'আমি যাচ্ছি, ডক। তোমার জন্যে আমি লবিতে অপেক্ষা করব।'

ডাক্তার নড করল। মনিকা কামরা ছেড়ে যাওয়ার আগে বলল, 'আমি পাশের কামরাতেই আছি, বানি। কোন প্রয়োজন হলে তুমি দেয়ালে নক কোরো। কাল সকালে আবার আমি দেখতে আসব।'

চেষ্টা করেও হাসতে না পেরে হাত নেড়ে বিদায় জানাল বানি।

নিজের কামরায় ফিরে মনিকার মনে পড়ল ব্রায়েনও ওর সাথে এসেছে, কথাটা বানিকে জানাতে ভুলে গেছে সে। কাঁধ উঁচিয়ে ভাবল কথাটা ওকে আগামীকাল সকালে জানালেও চলবে। দরজায় তালা দিয়ে লবির দিকে এগোল মনিকা।

মিনিট বিশেক পর ডাক্তারের দেখা মিলল। মনিকাকে দেখতে পেয়ে মিলারই এগিয়ে এসে ওর পাশে বসল।

'তরুণ বার্কলের কাছে শুনলাম তুমি কে,' বলল ডক। 'তোমার বাবার সাথে আমার পরিচয় আছে। ওকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ো।'

মনিকা প্রশ্ন করল, 'ওরা কি মারাত্মক ভাবে জখম হয়েছে, ডক?'

'বার্কলেকে নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। ওর পাঁজরের দুটো হাড় ভেঙেছে; মাথার জখম আমি সেলাই করে দিয়েছি, এবং ওর ভাঙা নাকও আমি সেট করে দিয়েছি। কিন্তু ডেভিসের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ওর ভাঙা হাড়ের আলগা চিলতে টুকরোগুলো আমি খুঁড়ে বের করে দিয়েছি, তবে জখমের আরও গভীরে ঢুকতে হলে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। অনেক রক্ত হারিয়ে সে খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে, সুতরাং সে একটু সবল না হওয়া পর্যন্ত ওকে আর কাটা-ছেঁড়া করা যাবে না।'

'ট্রেন যাত্রার ধকল কি ওর সহ্য হবে?' প্রশ্ন করল মনিকা।

'সেটা উচিত হবে না, কিন্তু যেতে রাজি হবে সে। তুমি গ্র্যানিট ফর্কসের কথা ভাবছ তো?' মনিকা মাথা ঝাঁকালে ডক আবার বলল, 'যেকোন ডাক্তারই ওর ড্রেসিং বদলে দিতে পারবে।'

'কখন যেতে পারবে সে?'

হাসল মিলার। 'সে নিজেই সেটা বলতে পারবে।'

ডক মিলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিল মনিকা। লোকটাকে সোজা হোটেলের সেলুনে ঢুকতে দেখে ডাইনিং রুমের দিকে এগোল মেয়েটা।

বিশ

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথমে হোটেল রিসেপশনে গিয়ে ক্লার্ককে মনিকা প্রশ্ন করল, 'এখানে কি কামরায় নাস্তা সরবরাহ করার নিয়ম আছে?'

'তুমি কি বার্কলে আর ডেভিসের নাস্তার কথা ভাবছ?'

মনিকাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে হাসল বুড়ো। 'সকালে রান্নাঘর খুলতেই প্রথমে তাদের নাস্তা কামরায় দিয়ে আসা হয়েছিল। ওরা অনেক আগেই নাস্তা খাওয়া শেষ করেছে।'

খবরটা শুনে নিজের কাছেই নিজে অপদস্থ হলো মনিকা। তার টুইন বাটসে আসার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ওদের দেখাশোনা করা। অথচ প্রথম কাজটাও সে করতে পারেনি। দোতালায় ফিরে এক নম্বর কামরার দরজায় নক করল মনিকা। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবার নক করার জন্যে হাত তুলতেই দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। বার্নি

নিজেই দরজা খুলেছে। ওর পরনে পরিষ্কার রেঞ্জের পোশাক। মুখে মার খাওয়ার চিহ্ন আর ব্যান্ডেজ ছাড়া ওকে আগের মতই ফিটফাট দেখাচ্ছে।

প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে মাথা নাড়ল মনিকা। 'আমি জানতাম তুমি এমনই করবে, কিন্তু এত জলদি মোটেও আশা করিনি। তুমি কেমন আছ?'

বার্নির তৈরি করা বিছানার ওপর একটু চোখ বুলিয়ে সেসিলের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল মনিকা। 'গুড মর্নিং, মিস্টার ডেভিস।'

সেসিলও হাসিমুখে গুড মর্নিং জানাল। বার্নি জানালার ধারে রাখা চেয়ার দুটো দেখিয়ে মনিকাকে একটাতে বসতে বলে নিজে অন্যটার দিকে খুব ধীর আর সতর্ক পায়ে এগোল। অসহ্য দৈহিক কষ্ট ব্যথায় মুখ বিকৃত করে কোনমতে চেয়ারে বসল বার্নি। মনিকা দেখল ফোলাটা অনেক কমে গেছে, এবং এখন ওর কালশিটে পড়া বুজে যাওয়া চোখ আংশিক খোলা।

মনিকা প্রশ্ন করল, 'আরও একটা দিন বিছানায় বিশ্রাম নেয়াটাই কি ভাল হত না?'

'আমার অনেক কাজ পড়ে আছে, মনিকা। তুমি কি নাস্তা খেয়েছ?' ওকে মাথা নাড়তে দেখে হাতলের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল বার্নি। 'তাহলে চলো, আমার পায়ের শক্তি এখনই পরীক্ষা করে দেখি।' সেসিলের দিকে চেয়ে সে বলল, 'আমি এখন বাইরের জগতে ঢুকতে যাচ্ছি, পার্টনার। ওখান থেকে তোমার জন্যে কিছু আনব?' ওর কথায় হেসে মাথা নাড়ল সেসিল।

করিডর ধরে বার্নির সাথে মনিকাও খুব ধীরে এগোচ্ছে। নিচে নেমে ডাইনিং রুমের খোলা দরজার দিকে যাচ্ছে ওরা। মনিকা লক্ষ করল বার্নির কপালটা ঘেমে উঠেছে, গাল বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে।

বার্নির পছন্দ মত দরজা থেকে সব থেকে দূরের টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। মনিকা বুঝতে পারছে নিজেকে সহ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখছে বার্নি।

ওরা বসার পর ওয়েইট্রেস এলে মনিকা নাস্তার অর্ডার দিল, বার্নি কেবল এক কাপ কফি চাইল। অর্ডার নিয়ে মহিলা চলে যাওয়ার পর বার্নি বলল, 'আমি আজই গ্র্যানিট ফর্কসের পথে রওনা হচ্ছি, মনিকা।'

'ঘোড়ার পিঠে?' শুকনো স্বরে প্রশ্ন করল মনিকা। এতক্ষণে ওর

মনে পড়ল ঘোড়া ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে ব্রায়েন কার্টিস এসেছে, সেটা বার্নিকে এখনও জানানো হয়নি।

'না, ট্রেনে,' বলল বার্নি। 'ঘোড়াগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা আমি পরে করব।'

এখন মনিকা জানাল কার্টিসই ঘোড়া নিয়ে ফিরবে। বার্নি মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমোদন জানাল। মনিকা বলল, 'তুমি একটা উন্মাদ, বার্নি। দুদিন অপেক্ষা করলে তোমার কি ক্ষতি? তাছাড়া, সেসিলের কি হবে? ওকে তুমি সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'ডক মিলার ওকে নিজের বাড়িতে রাখবে। সে আগেও ওই প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু সেসিল আমাকে ছেড়ে যেতে চায়নি। ডাক্তারের বাড়িতে দুজনের জায়গা হবে না বলেই আমরা এখানে আছি।'

ওয়েইট্রেস নাস্তা আর কফি দিয়ে গেল।

'তুমি এখনও আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। বাড়ি ফেরার জন্যে তোমার এত তাড়া কিসের?'

'তুমি নাস্তা খেতে শুরু করো, আমি বলছি,' বলল বার্নি। মনিকার খাওয়ার ফাঁকে সেসিলের সাথে থ্যাচারের র‍্যাঞ্চে গিয়ে কি ঘটেছে এবং সে কি দেখেছে সব খুলে বলল বার্নি।

'তুমি বলতে চাও বাবার অফিস থেকে যে ফাইল ক্যাবিনেটটা খোয়া গেছে সেটাই ওখানে দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল বার্নি। 'এই কারণেই তোমার বাবার সাথে আমার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা বলা দরকার।'

'কথাটা আমিও ওকে জানাতে পারব,' বলল মনিকা।

'কিন্তু কথাটা শুনে সে আমাকে যা করতে বলবে সেটা আমি জানতে পারছি না। অথচ ব্যাপারটা খুব জরুরী।'

নাস্তা খাওয়া শেষ করে কফিতে চুমুক দিল মনিকা। সে বুঝতে পারছে আজকের ট্রেনেই বার্নি গ্র্যানিট ফর্কসে ফিরে যাবে। যুক্তি দেখিয়ে কোনমতেই ওকে আর বিশ্রাম নেয়ার জন্যে টুইন বাটসে ধরে রাখা যাবে না।

কামরায় ফিরে ওরা দেখল ব্রায়েন আর ডাক্তার দুজনেই ওখানে উপস্থিত। অল্প পরিশ্রমেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বার্নি। কামরায় পৌঁছে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। মনিকাই ডাক্তারকে বার্নির ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানাল।

সেসিলকে ডাক্তারের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। ব্রায়েনের সাথে মনিকাও সেসিলকে ডাক্তারের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতে গেল। ফিরে এসে দেখল বার্নি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওকে না জাগিয়ে নিঃশব্দে জানালার পাশে রাখা চেয়ারে বসে ওর জেগে ওঠার প্রতীক্ষায় থাকল মনিকা। কামরায় বার্নির শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

ওখানে বসে বার্নির সাথে প্রথম রাইডে যাওয়ার কথা মনে পড়ছে ওর। সেদিন চার্জ করে আসা ভালুকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে যে কতটা ভয় পেয়েছিল সেটা বার্নি টের পায়নি। ভয়ে ওর হার্ট-বীট বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল। বার্নি এটাও জানতে পারেনি যে ওকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পথে ওর শক্ত বাহুপাশে মনিকা অল্পক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। সেদিনের অনুভূতি ওর মনে চিরদিন জাগরূক হয়ে থাকবে। অথচ ওই ভয়ানক ব্যাপারটা কত সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই না নিয়েছিল বার্নি। লোকটা যেমন নির্ভীক তেমনি শক্তিশালী আর কোমল স্বভাবের মানুষ। এক কথায় সে সত্যিই একটা পুরুষের মত পুরুষ। আজ পর্যন্ত নিজের বাবা ছাড়া আর কোন পুরুষকে তার এতটা ভাল আর আপন মনে হয়নি। নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে ওর মনে হচ্ছে বার্নিকে হয়তো সে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে। ভাবতে গিয়ে মেয়েটার গাল দুটো লজ্জায় একটু রাঙা হলো।

বার্নিকে ঘোড়া গাড়ির সীটেই বসিয়ে রেখে মনিকা ট্রেনের টিকিট কিনে আনল। সেইসাথে স্টেশন-মাস্টারের সাথে কথা বলে ওরা না ওঠা পর্যন্ত ট্রেনটাকে থামিয়ে রাখার বন্দোবস্তও করে এল।

ট্রেন আসার পর গাড়ি থেকে নেমে ধীর গতিতে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে বার্নি প্যাসেঞ্জার কোচের দিকে এগোল। স্টেশন-মাস্টারের নির্দেশে ওরা সীটে বসার পর ট্রেনের গার্ড প্ল্যাটফর্মে নেমে সিটি বাজিয়ে এঞ্জিন ড্রাইভারকে ট্রেন ছাড়ার অনুমতি দিল।

গ্র্যানিট ফর্ক স্টেশনে নেমে মনিকাই একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ড্রাইভারকে গ্রান্টি স্ট্রীটে কেইনের বাড়িতে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

মুখ তুলে চেয়ে বার্নি বলল, 'পথে আমাকে আমার বাসায় নামিয়ে দিয়ো, মনিকা।'

'একবারে আমাদের বাসাতে গিয়েই তুমি নামবে, এবং আপাতত

তুমি ওখানেই থাকবে। আমার সাথে তর্ক কোরো না, তো .র যা অবস্থা তাতে আমি একাই তোমাকে দুরস্ত করতে পারব।'

'ঠিক আছে, তর্ক করব না,' ক্লান্ত স্বরে বলল বার্নি।

বাড়ি পৌঁছে মনিকা আর ড্রাইভার দুজনে ধরাধরি করে বার্নিকে বারান্দায় উঠিয়ে বসার ঘরে নিয়ে গেল।

ওকে লম্বা সোফায় বসিয়ে মনিকা বলল, 'তুমি আপাতত এখানেই শুয়ে থাকো, তোমার কামরা ঠিকঠাক করার পর আমি তোমাকে ওখানে নিয়ে যাব।'

একুশ

গ্র্যানিট ফর্কস হেরেল্ডের খবরে প্রকাশ:–

প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মৃত্যু

ডেপুটি স্টেট মার্শাল এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সেক্রেটারি বার্নি বার্কলের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগের জন্যে তিন বছর অপেক্ষা করেছে মাইকেল হ্যাটার। ত্রেস পিয়েদ্রাসের বিখ্যাত গোলাগুলির ঘটনার সময়ে মাইকেলের বড় ভাই মারা পড়েছিল। ওই গোলাগুলিতে বার্নি বার্কলেও অংশ নিয়েছিল। গত মঙ্গলবার ভোররাতে প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে মাইকেল হ্যাটার সাথে আরও দুজন লোক নিয়ে বার্নিকে মিনারেল সিটি হোটেলের বারান্দায় আক্রমণ করে...

ডিক ব্যারন সংসদ অধিবেশন শুনে নিজের অফিসে ফেরার পথে করিডরের কাগজ বিক্রেতার থেকে হেরল্ড পত্রিকাটা কিনে এনেছে। প্রথম প্যারাটা পড়ার পর বাকি অংশ সে আর পড়ার প্রয়োজন বোধ করল না, কারণ ওখানে যা লেখা আছে তা সে আগেই জেনেছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা ইলাই-এর কামরায় গিয়ে ঢুকল সে। ইলাই নিজেও হেরল্ড পড়ছিল। ডিক বসার পর সে প্রশ্ন করল, 'হ্যাটার এতদিন অপেক্ষা করতে গেল কেন?'

'আমার ধারণা লোকটা হয়তো হেরল্ড পড়েই বার্নি আর সেসিলের টুইন বাটসে মাইন পরিদর্শন করতে যাওয়ার কথা জেনেছে। ক্যাপিটলের বাইরে ওদের বাগে পাওয়ার সুযোগটা সে নিয়েছে। তুমি এ ছাড়া আর কোন কারণ দেখাতে পারো?'

'না, তোমার কথাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে। আজ সকালে বার্নি কেমন আছে?'

'মনিকা তো বলল এখন কিছুটা ভাল। তবে গতরাতে ওকে আমরা বেশ খারাপ অবস্থাই দেখেছি, তাই না?'

গত সন্ধ্যায় ডিক আর ইলাই রান্নাঘরের পাশে লাইব্রেরি কামরায় বসে বার্নির সব কথা শুনেছে। বার্নির থাকার ব্যবস্থা করতে লাইব্রেরি ঘরেই একটা বিছানা পেতে দিয়েছে মনিকা। বার্নির কাছ থেকে হারানো ফাইল ক্যাবিনেট খুঁজে পাওয়ার কথাও ওরা জেনেছে। শোনার পর থেকে ওগুলো উদ্ধার করার বিভিন্ন পন্থা নিয়ে মনেমনে ভাবছে ওরা।

ডিক বলল, 'আজ আমি পরিষদ অধিবেশনের ফাঁকে লাঞ্চ বাদ দিয়ে লাইব্রেরিতে কিছু পড়াশোনা করলাম। সার্চ ওয়ারেন্ট বের করে ফাইল উদ্ধার করার কোন আশাই আমাদের নেই, ইলাই। প্রথমত, থ্যাচার ওই ওয়ারেন্টকে গ্রাহ্য না করে গায়ের জোরে সার্চ ঠেকাতে পারে। ওটা কার্যকর করতে আমাকে ছোটখাট একটা আর্মি পাঠাতে হবে। দ্বিতীয়ত, ওই ফাইলগুলো হস্তান্তর করতে অস্বীকার করার আইনগত অধিকার তার আছে।'

'কারণ ওগুলো কেইনের ব্যক্তিগত ফাইল?'

'ঠিক তাই। এবং স্বপক্ষে কোন যুক্তিও আমরা দেখাতে পারব না, কারণ ফাইলে কি আছে তা আমরা জানি না। সুতরাং ওগুলোকে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের কাগজ বলেও দাবি করার উপায় আমাদের নেই।'

'ওগুলো প্রতারণা করে সরানো হয়েছে।'

'প্রতারণা হলেও ওগুলো কেইনের নিজস্ব সম্পত্তি।'

বিদায় নিয়ে নিজের অফিসে ফিরে এল ডিক।

সন্ধ্যার সময়ে গ্র্যানিট ফর্কসের আস্তাবলে পৌঁছল ব্রায়েন। ওখানে ডিকের মেসেজ পেয়ে সোজা ডিকের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো।

ডিক নিজেই দরজা খুলে ওকে দেখে বলল, 'ভিতরে এসো, ব্রায়েন। তুমি ফিরে এসেছ দেখে খুশি হলাম।'

বসার ঘরে ঢুকে সে দেখল একটা লম্বা সোফায় বসে আছে ইলাই আর বার্নি, ওদের মুখোমুখি সোফায় বসেছে মনিকা। হ্যাট খুলে সবাইকে "গুড ইভনিং" জানাল ব্রায়েন। তারপর বার্নির দিকে চেয়ে বলল, 'এখন তোমার দুটো চোখই খুলেছে দেখছি!'

'হ্যাঁ, এখন আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি, ব্রায়েন,' হেসে জবাব দিল বার্নি।

ব্রায়েন লক্ষ করল ইলাই আর বার্নির মাঝে কয়েক টুকরো কাগজ সোফার ওপর পড়ে আছে। ব্রায়েনকে বসতে বলে একটা ছোট চেয়ার তুলে এনে ব্রায়েনের পাশেই বসল ডিক।

'তুমি কি সাপার খেয়েছ?' প্রশ্ন করল মনিকা।

'হ্যাঁ, ম্যাম,' মিথ্যা কথা বলল সে।

মনিকা বুঝল ব্রায়েন মিথ্যা কথা বলেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে এক কাপ কফি খেতে তোমার নিশ্চয় আপত্তি নেই, আমার মনে হয় আমাদের সবারই এখন কফি দরকার।' খাবার ঘর পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল সে।

ডিক মুখ খুলল। 'ব্রায়েন, মনে আছে আমার অফিস থেকে কিছু ফাইল খোয়া যাওয়ার কথা তোমাকে বলেছিলাম আমি?' ব্রায়েনকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে সে বলে চলল, 'বার্নি ওগুলো ক্রে থ্যাচারের র‍্যাঞ্চে দেখে এসেছে। ওর র‍্যাঞ্চ টুইন বাটস থেকে দশ মাইল পুবে। ওকে বাড়ির নক্সাটা দেখাও, বার্নি।'

নক্সা আঁকা কাগজটা তুলে ব্রায়েনের দিকে বাড়িয়ে দিল বার্নি। তারপর বলল, 'আমিও তোমার সাথে টুইন বাটসে যাচ্ছি, কিন্তু তোমার সাথে র‍্যাঞ্চে যেতে পারব না। ওরা আমাকে ভাল করেই চেনে। ওদের কাছে তুমি অপরিচিত একটা মুখ।'

ব্রায়েন নীরবেই কিছুক্ষণ ম্যাপটা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে চোখ তুলে বার্নির দিকে তাকাল। 'আমি কি করব; সোজা ওখানে পৌঁছে ফাইলগুলো আমাকে দিয়ে দিতে বলব ওদের?'

বার্নি আর ইলাই সশব্দে হেসে উঠল। ডিক মুচকি হাসি হাসল, ওদের দেখাদেখি ব্রায়েনও হাসল।

'বাকিটা তুমিই বলো, ইলাই,' বলল ডিক।

পাশ থেকে আরেকটা কাগজ তুলে ব্রায়েনের দিকে বাড়িয়ে দিল ইলাই।

'আজ রাতে এখান থেকে বেরিয়েই এই টেলিগ্রামটা তুমি টেলিগ্রাফ অপারেটরকে দেবে। ওটা পড়ে দেখো।'

টেলিগ্রামটা পড়তে শুরু করল ব্রায়েন। ওতে লেখা আছে:

ক্রে থ্যাচার
সি টি র‍্যাঞ্চ
টুইন বাটস

মেরি ই মাইনের মালিক হিসেবে একটা নতুন মাইনিং কমিশন গঠন করার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাকে ওই বিষয়ে সংসদ অধিবেশনের আলোচনায় সশরীরে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে ওই প্রস্তাবের বিরোধী হলেও তুমি এই স্টেটের সবথেকে বড় মাইনের মালিক হওয়ায় তোমাকে সভায় উপস্থিত থেকে তোমাকে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দেয়াটাই আমি ন্যায্য মনে করি। তাই আমি তোমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্র্যানিট ফর্কসে হাজির হতে আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি। তোমার আসার খবর পেয়েই আমি কমিটির সামনে তোমাকে কথা বলতে দেয়ার সময়সূচী তৈরি করব।

বিনীত ডিক ব্যারন
অ্যাটর্নি জেনারেল

একটু ভেবে নিয়ে ব্রায়েন বলল, 'আমি ধরে নিচ্ছি, এটা ক্রে থ্যাচারকে র‍্যাঞ্চ থেকে সরাবার উদ্দেশ্যেই পাঠানো হচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে আরেকটা কাগজ তুলে ব্রায়েনের দিকে বাড়িয়ে দিল। ওটা নিয়ে সে পড়তে বসল। ওতে লেখা আছে:

প্রিয় ক্রে,

তুমি নিশ্চয় শুনেছ, গত সপ্তাহে আমাকে পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়েছে। কাজটা আমার বিশেষ পছন্দ না হলেও আমার মনে হয় এতে আমি আমার বন্ধুদের কিছু কাজে আসতে পারব।

আমি অনুভব করছি, ক্লড কেইনের যে ফাইলগুলো কয়েক সপ্তাহ আগে তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম সেগুলো ফেরত পাওয়া আমার জন্যে অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। লোক মারফত ওটা আমার কাছে পাঠাবার হাঙ্গামা থেকে তোমাকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আমি নিজেই আমার খুব বিশ্বাসী একজন তরুণকে ওই ফাইলগুলো সংগ্রহ করার জন্যে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। এই চিঠিটাও সেই তোমার কাছে পৌঁছে দেবে। তুমি এবং তোমার লোকজন ওকে যথাসম্ভব সাহায্য করলে আমি কৃতজ্ঞ হব।

নতুন মাইন কমিশন গঠন করার প্রস্তাবের শুনানি প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। কনফারেন্স কমিটির বেশির ভাগ ভোটারই প্রস্তাবের সপক্ষে আছে। আমার নির্ভরযোগ্য মহল থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী প্রস্তাবের পক্ষে আছে বিশ ভোট এবং বিপক্ষে দুটো। শেষ সময়ে এর কিছুটা রদ-বদল হলেও, বিপুল সংখ্যক ভোটে আমাদের জয় অনিবার্য।

খুঁটিনাটি আরও অনেক তথ্যই আমি দিতে পারতাম, কিন্তু ব্রায়েনের ট্রেন ধরার সময় হয়ে এসেছে, তাই তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই চিঠি শেষ করতে বাধ্য হচ্ছি।

তোমার অন্তরঙ্গ
গেব
–গেবরিয়েল ইটন

'চিঠিতে শুধু "গেব" লেখাটা অন্য কালিতে লেখা হয়েছে কেন?' প্রশ্ন করল ব্রায়েন।

'ওর ডিকটেশন অনুযায়ী ক্লার্কই চিঠিটা লিখেছে। সে ওটা পড়ে দেখার পর সই করেছে।'

'সইয়ের নিচে "গেবরিয়েল ইটন" লেখা হয়েছে কেন? ওটা তো সেক্রেটারির লেখনীতে লেখা হয়েছে।'

'ওটা দেখে প্যাচারের ফোরম্যানও জানবে চিঠিটা কার লেখা। শুধু গেব থাকলে ফোরম্যান চিনবে না।'

'গেবরিয়েলের সই কি এই রকম?'

টাকা রাখার ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিল ইলাই। 'এটা গেবরিয়েলের সই করা ট্রেনে ভ্রমণ করার পাস। তুমি

নিজেই যাচাই করে দেখো।'

দুটো সই মিলিয়ে দেখে পাসটা ইলাইকে ফিরিয়ে দিল ব্রায়েন। 'হ্যাঁ, ওই দুটো একই রকম দেখাচ্ছে বটে।'

কফি নিয়ে এল মনিকা। সবার হাতে হাতে সে কাপ ধরিয়ে দিল।

ডিক সোফায় চাপড় দিয়ে মেয়েকে নিজের পাশে বসার আমন্ত্রণ জানাল। 'তুমি এখানে বসো, মনিকা; ব্রায়েনের বাতির প্রয়োজন ছিল বলে সে তোমার সীটে বসেছে।'

ব্রায়েনের কাপের পাশে একটা স্যান্ডউইচও রয়েছে। কফিতে চুমুক দিয়ে সে বুঝল মনিকা ওর কফিতে কিছুটা হুইস্কি মিশিয়ে দিয়েছে। চোখ তুলে মনিকার দিকে তাকিয়ে দেখল মেয়েটা ওর দিকেই চেয়ে আছে। একটা হাসি দিয়েই ওকে ধন্যবাদ পৌঁছে দিল ব্রায়েন।

'তোমার আর কোন প্রশ্ন আছে?' জানতে চাইল ডিক।

'হ্যাঁ। রকি মাউন্টিন সেন্ট্রাল রেইলওয়ের ছাপানো প্যাডের কাগজ তুমি কোথায় পেলে?'

'ওটা আমার ডেস্কের ড্রয়ারেই ছিল,' জবাব দিল ডিক। 'ক্লড কেইন ওদের কোম্পানিরও উকিল ছিল।'

বাইশ

বার্নিই প্রথম টুইন বাটসের তেলের বাতিতে আলোকিত প্ল্যাটফর্মে নেমে ডানদিকে রওনা হলো। আলাপরত স্টেশন-মাস্টার আর গার্ডকে পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ওরা দুজনই মুখ তুলে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা বার্নিকে যেতে দেখল।

আরও দুজন যাত্রী প্ল্যাটফর্মে নামার পর ওদের পিছন পিছন ব্রায়েন কার্টিসও নামল। বার্নি যেদিকে গেছে সেদিকে একবারও না তাকিয়ে বাঁয়ে রওনা হলো সে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে মিনারেল সিটি হোটেলের পথ ধরল। মোড় নেয়ার সময়ে সে দেখল কাঁধের ধাক্কায় ব্যাটউইং দরজা ঠেলে বার্নি বুল্‌সআই সেলুনের ভিতর অদৃশ্য হলো।

হোটেল রেজিস্টারে সই করে চাবি নিয়ে দোতালায় নিজের কামরায় ঢুকল ব্রায়েন। বাতি জ্বেলে বেডরোল চেয়ারের ওপর রেখে জামা ছেড়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। গ্র্যানিট ফর্কস স্টেশনে ওরা ট্রেনে ওঠার পর যারা ওদের দেখেছে তারা কেউই ভাবতে পারবে না ওদের দুজনের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে। ওরা কেউ পরস্পরের সাথে কথা বলেনি; আলাদা সীটে বসেছে, এবং ট্রেন থেকে নামার পরেও দুজন দুই পথে গেছে। এখানে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বার্নিকে এখানে অনেকেই চেনে তাই তার কার্যকলাপ লক্ষ করে কেউ সেটা রিপোর্ট করতে পারে। তাহলে যে কাজের জন্যে ওরা এসেছে সেটা পণ্ড হয়ে যেতে পারে। আগামী দিনের কর্মসূচী ভাবতে ভাবতে ব্রায়েন ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে বেডরোল হাতে করে নিচে নেমে ওটা কাউন্টারের পিছনে নামিয়ে রেখে খাবার ঘরে ঢুকল ব্রায়েন। ওখানে সেই প্রথম কাস্টমার। ওর নাস্তা খাওয়া শেষ হলো, কিন্তু বার্নিকে কোথাও দেখা গেল না।

বেডরোলটা কাউন্টারের পিছন থেকে উদ্ধার করে ওটা কাঁধে নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলো ব্রায়েন। ওখানে একজন প্ল্যাটফর্ম ঝাঁট দিচ্ছিল; ওকে এগিয়ে আসতে দেখে লোকটা কাজ বন্ধ করে থেমে দাঁড়াল।

ব্রায়েন বলল, 'মর্নিং। আমার কাছে কে থ্যাচারকে দেয়ার জন্যে একটা চিঠি আছে। ওকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

লোকটা ওকে আপাদমস্তক দেখে ক্ষীণ একটু হেসে বলল, 'ওর দেখা তুমি পাবে না। গতকাল বিকেলেই সে গ্র্যানিট ফর্কসের ট্রেন ধরেছে।'

'আমার কপাল!' বিরক্তির সাথে বলল ব্রায়েন। 'তুমি জানো সে কখন ফিরবে?'

লোকটা মাথা নাড়ল। 'কখন ফিরবে তা আমি বলতে পারছি না। ওই বিষয়ে সে আমাকে কিছু বলেনি।'

'ঠিক আছে। তাহলে আমাকে অপেক্ষাই করতে হবে। ধন্যবাদ।' আস্তাবলের দিকে রওনা হলো ব্রায়েন।

আস্তাবলরক্ষীকে তার ছোট অফিসঘরেই পাওয়া গেল। দরজার বাইরে বেডরোল রেখে সে লোকটাকে তার প্রয়োজন জানাল। দুদিনের

জন্যে ঘোড়াসহ একটা গাড়ি ভাড়া করতে চায় সে। একটা লোকও ওর সাথে দিতে হবে, এবং ঘোড়ার জন্যে দুদিনের খাবারও ওর চাই। এই আস্তাবল থেকে কি এগুলো সরবরাহ করা যাবে?

ব্রায়েনের চাহিদার কথা শুনে ওর তামাক চিবানো থেমে গেছিল। এবার তামাকের দলাটা থুথুর সাথে পাশেই রাখা চিলমচিতে ফেলে সে বলল, 'এতসবের জন্যে টাকা দরকার। তোমার কাছে টাকা আছে?'

পকেট থেকে একটা চামড়ার থলে বের করে দেখাল ব্রায়েন। 'কত? টাকাটা আমি গাড়ি নেয়ার সময়ে দেব।'

আস্তাবলরক্ষী আগেই মনেমনে হিসাব করে রেখেছিল। সে বলল, 'পঁচিশ ডলার। এর মধ্যে আমি যাকে সাথে পাঠাব তার বেতনও যোগ করা আছে।'

থলে ঝাঁকিয়ে একটা ঈগল্ আর একটা ডাবল ঈগল্ হাতে ঢালল ব্রায়েন, যেন বুড়োর চোখে পড়ে।

নিজের বিস্মিত অবস্থা কোন মতে সামলে নিয়ে বুড়ো বলল, 'তুমি দুপুরের দিকে এসো।'

'না,' সরাসরি প্রস্তাবটা নাকচ করল ব্রায়েন। 'আমি আধঘণ্টা পরেই গাড়ি নিতে আসব। আমি যখন পনেরো মিনিটেই গাড়ির সাথে ঘোড়া জুততে পারি; তোমার কর্মচারীও সেটা পারবে।'

'ঠিক আছে,' নতি স্বীকার করে কথাটা মেনে নিল বুড়ো মালিক।

হোটেলে ফিরে ডাইনিং রূমে উঁকি দিয়ে দেখল বার্নি ভিতরে বসে নাস্তা খাচ্ছে। বার্নি ওকে দেখেছে নিশ্চিত হওয়ার পর নিজের কামরায় ফিরে গেল ব্রায়েন। কয়েক মিনিট পরেই দরজায় নক করার মৃদু শব্দ হলো। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল বার্নি।

'থ্যাচার গতকাল বিকেলেই গ্র্যানিট ফর্কসে গেছে,' জানাল ব্রায়েন। 'আমি আধঘণ্টা পর আস্তাবল থেকে একটা ওয়্যাগন আর একজন সহকারী পাচ্ছি। ওয়্যাগনটা দুদিনের জন্যে ভাড়া নিলাম, যেন গার্থ আজ রাতেই আমাকে না খোঁজে।'

বার্নি হেসে বলল, 'থ্যাচারের জায়গায় তুমি থাকলে অ্যাটর্নি জেনারেলের ডাকে তুমিও যেতে। দুই দিনের ব্যাপারটা একটা চমৎকার পরিকল্পনা।' কপট অভিনয়ে লোভীর মত নিজের হাত কচলাল বার্নি। 'আমাদের কাজ ভালই এগোচ্ছে, ব্রায়েন। ফাইল ক্যাবিনেটটার বিবরণ তোমার মনে আছে তো?'

হ্যাঁ, ড্রয়ারের হাতলের ভিতর দিয়ে লোহার পাত দিয়ে উপর দিকে দুটো তালা দিয়ে আটকানো ক্যাবিনেট।'

মাথা ঝাঁকাল বার্নি। এতক্ষণে ব্রায়েন লক্ষ করল ওর মুখের ফোলা ভাবটা প্রায় মিলিয়ে গেছে; কেবল কালশিটের দুএকটা দাগ রয়ে গেছে।

'ভাল, এখন আমি সেসিলকে দেখতে যাচ্ছি,' বলল বার্নি। 'ট্রেইলটা যেখানে মোড় নিয়েছে সেখানেই তোমার সাথে দেখা করব। ওখানে নিচের দিকে একটা পুকুর আছে, ঘোড়ার জন্যে তুমি পানিও পাবে ওখানে। তোমার সাথে সহকারী হিসেবে কে যাচ্ছে, জানো?'

'না, কোন ধারণা নেই।'

'তোমার সাথে কোন পিস্তল নেই অথচ সাথে বেশ কিছু টাকা আছে, সুতরাং ওর ওপর নজর রেখো।' ব্রায়েন নড করে সম্মতি জানালে সে বলল, 'গুড লাক, বন্ধু। তোমার সাথে পরে দেখা হবে।'

বার্নি চলে যাওয়ার পর ব্রায়েন সিদ্ধান্ত নিল তারও বেরিয়ে পড়া ভাল। আস্তাবলে তার উপস্থিতি ওদিককার কাজ ত্বরান্বিত করবে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে বার্নিকে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে নিচে নামল ব্রায়েন। হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে আস্তাবলের দিকে এগোল সে। দূর থেকেই দেখতে পেল একটা লোক আস্তাবলের কর্মচারীকে গাড়ির সাথে ঘোড়া জুততে সাহায্য করছে।

আস্তাবলের মালিকের সাথে ছোট অফিসটায় দেখা করে ওকে ডাবল ঈগল আর ঈগলের মুদ্রা দুটো দিল ব্রায়েন। বিনিময়ে বুড়ো ওকে পাঁচটা রূপার ডলার ফেরত দিল।

বুড়ো শেষ পর্যন্ত কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি এখান থেকেই গাড়িতে উঠছ?'

'হ্যাঁ,' বলল ব্রায়েন। 'তোমার সাথে আমার পরশু দেখা হবে।'

অফিস থেকে বেরিয়ে ব্রায়েন দেখল গাড়ির সাথে ঘোড়াদুটোকে সাজ পরিয়ে জুতে দেয়া হয়েছে। সাথে নেয়ার জন্যে কাঠের ব্যারেলে পানি ভরাও শেষ হয়েছে। বুড়ো মালিক এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল। 'এ হচ্ছে রেড জোন্স, মিস্টার। ও তোমার সাথে যাচ্ছে।'

ব্রায়েন নড করল, জবাবে রেডও নড করল।

রেড গাড়িতে উঠে বসে ব্রায়েনের হাতে লাগাম তুলে দিল।

রাস্তায় উঠে ডানদিকে ঘুরল ব্রায়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেইল ধরে পুবে এগোল। আরও কিছুদূর এগিয়ে কাছেই কতগুলো পাহাড় দেখতে

পেয়ে ব্রায়েন প্রশ্ন করল, 'ওগুলোইস্যান ডিমাস?'

'জানি না। আমি এদিকে নতুন আসছি।'

ওদের মাঝে কেবল এইটুকু কথাবার্তা হলো। সি টি র‍্যাঞ্চে পৌঁছল ওরা। রান্নাঘরের সামনে ক্যানভাসের এপ্রোন পরা একটা মেক্সিকান লোককে দেখতে পেয়ে থামাল সে।

'তোমাদের ফোরম্যান কোথায়, আমিগো (বন্ধু)?' জানতে চাইল ব্রায়েন।

বাঙ্কহাউস দেখিয়ে সে বলল, 'হাউসের শেষ দরজায় যাও।'

'লোকটার নাম কি?'

'চার্লস টার্নার।'

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি পা বাড়াল ব্রায়েন। নির্দিষ্ট দরজার কাছে থেমে সে রেডের হাতে লাগাম ধরিয়ে দিল। দরজায় টোকা দিতেই ভিতর থেকে রুক্ষ স্বরে কেউ ওকে ভিতরে ঢুকতে বলল। ভিতরে রোগামত একটা লোক ডেস্কের পিছনে বসে আছে।

'তুমিই কি চার্লি টার্নার, র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান?'

লোকটা নড করে সম্মতি জানাল। ব্রায়েন পকেট থেকে খামটা বের করে বলল, 'আমি ব্রায়েন কার্টিস। আমি মিস্টার থ্যাচারের জন্যে এই চিঠিটা এনেছি।'

'মিস্টার থ্যাচার এখানে নেই। স্যানিট ফর্কসে গেছে।'

'সেটা আমি শহরেই জেনেছি,' হাসি খুশি সুরে বলল ব্রায়েন। 'মিস্টার ইটন আমাকে বলেছে, মিস্টার থ্যাচারকে না পেলে তোমাকেই চিঠিটা খুলে পড়ে দেখতে হবে।'

ডেস্কের কাছে এগিয়ে চিঠিটা ফোরম্যানের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। চিঠিটা হাতে নিয়ে খামের কোনায় নামটা দেখল।

'ওহ, গেবরিয়েল ইটন। কয়েক সপ্তাহ আগেই সে এখানে এসেছিল। কেমন আছে সে?'

'ঠিক আগের মতই,' বলল ব্রায়েন।

খাম খুলে চিঠি হাতে চেয়ার থেকে উঠে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল চার্লি। তারপর চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল। খুব ধীরে চিঠিটা খুঁটিয়ে পড়ার পর ব্রায়েনের কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল টার্নার। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, ব্রায়েন। গেবরিয়েল যে কিসের ব্যাপারে লিখেছে সেটা আমি ভালই বুঝতে পারছি। আমিই ওই কাউন্

ক্যাবিনেটটা ভিতরে নিতে সাহায্যরছিলাম।'

নিজের ডেস্কের কাছে ফিরে ড্রয়ার খুলে একগোছা চাবি তুলে নিল চার্লি। তারপর দরজা দিয়েরিয়ে ওয়্যাগনটা দেখতে পেয়ে সে রেডের দিকে চেয়ে হাঁকল, 'তুমি াদের পিছন পিছন এসো।'

বাড়ির দিকে এগোল ওরা। ি গেবরিয়েলের জন্যে কি ধরনের কাজ করো, ব্রায়েন?' হঠাৎ প্রশ্ন ক চার্লি।

এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল ায়েন। দ্রুত ভেবে সে জবাব দিল, 'ওহ, এই ধরনের কাজ। গেবেরান সেক্রেটারিরই বয়স বেড়েছে, ওরা দূরে কোথাও যেতে চায় নবিশেষ করে সপ্তাহের শেষে ছুটির দিনে ওরা কাজ করতে নারাজ, ওই সময়ে ওদের বদলি হিসেবে আমাকেই সেক্রেটারির কাজ করয়ে।'

'এই কাজ তোমার পছন্দ হয়

'লোকটাকে আমি পছন্দ করিকরিটা নয়।'

ওর কথায় চার্লির ঠোঁটে একহাসি ফুটল।

সামনের দরজায় এসে থা ওরা। ওয়্যাগনটা এসে পৌছলে ব্রায়েন ডাকল, 'এগিয়ে এসো, রে'

তিনজনেই বাড়ির ভিতর ু। করিডর ধরে কিছুদূর এগিয়ে একটা দরজার সামনে থেমে চা গোছা থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে তালা দেয়া দরজা খুলল চা। কামরায় ঢুকে পিছনের দেয়ালের কাছে রাখা ক্যাবিনেটটা দেখিয়ে বলল, 'ওটা নিতেই তুমি এসেছ।'

'ওটা ধরে তুমি নিজের দি কাত করো, রেড, আমি এদিক থেকে তলাটা ধরছি,' বলল ব্রায়েন

রেড তার জায়গায় গিয়ে কবিনেটটা কাত করল, ব্রায়েন তলা ধরে ওঠানোর চেষ্টা করতেই শূন্যে উঠে এল। চার্লির দিকে তাকাল ব্রায়েন। 'এদিকে এসো, র্লি, এটা ওঠাতে চেষ্টা করো।'

বিস্মিত হয়ে এগিয়ে এসে ব্রয়েনের জায়গা নিল চার্লি। দুপাশে ধরে ক্যাবিনেটটা বুক পর্যন্ত শূন্যেতুলে ব্রায়েনের দিকে তাকাল সে। তারপর মেঝের ওপর নামিয়ে রাখ।

'আরে, এটা তো খালি!' বিস্ময়র সুরে বলল ফোরম্যান।

ক্যাবিনেটটাকে সোজা করে ড় করাল রেড। চার্লি ক্যাবিনেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তালাগুলো রীক্ষা করল। দুটোই খোলা। আংটা থেকে পাতটা ছুটিয়ে ড্রয়ারের হাদের ভিতর থেকে ওটা টেনে বের

করে আনল সে। পাতটা বাম হাতে ধরে ক্যাবিনেটের চারটে ড্রয়ার একে একে খুলল। প্রত্যেকটাই খালি।

চার্লির দিকে চেয়ে ব্রায়েন বলল, 'আমার মনে হয় না গেব আমাকে একটা খালি ক্যাবিনেট নিয়ে যাওয়ার জন্যে এখানে পাঠাবে। এমন একটা জিনিস তো সে শহর থেকেই কিনে নিতে পারত।'

হাতের পাতটা ক্যাবিনেটের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে চার্লি বামদিকের দরজা খুলে থ্যাচারের অফিস-লাইব্রেরিতে ঢুকল। কামরার মাঝখানে গিয়ে সে থেমে দাঁড়াল। অনুসরণ করে ব্রায়েন ওর পাশে হাজির হলো। ওরা দুজনেই লম্বা লাল সোফাটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওটার ওপর থাকবন্দী গোটা বারো কাগজের উঁচু স্তূপ।

'ওই ক্যাবিনেটে কিসের কাগজ ছিল, ব্রায়েন?'

'সে সম্পর্কে গেব আমাকে কিছু বলেনি।'

মুখ কুঁচকাল চার্লি। 'তাহলে আমার করার কিছুই নেই। না জেনে আন্দাজে মিস্টার থ্যাচারের অফিস থেকে তোমাকে কোন কাগজপত্র আমি দিতে পারব না।'

'এক কাজ করো, চার্লি,' কাগজের স্তূপের দিকে দেখিয়ে ব্রায়েন প্রস্তাব দিল, 'তুমি কিছু কাগজপত্র ঘেঁটে দেখো ওগুলো কাকে লেখা হয়েছে। কে লিখেছে তাতে কিছু আসে যায় না। আমার বিশ্বাস ওগুলো সবই ক্লড কেইনের নামেই এসেছে।'

বিভ্রান্ত আর সন্দিগ্ধ মুখভাব নিয়ে ব্রায়েনের দিকে তাকাল চার্লি। 'আমার মনে হয় না মিস্টার থ্যাচার অফিসের চিঠিপত্র তার কোন কর্মচারীর পড়া পছন্দ করবে।'

'তোমাকে চিঠিগুলো আমি পড়তে বলছি না,' যুক্তি দেখাল ব্রায়েন। 'তুমি কেবল দেখো ওগুলো কাকে লেখা হয়েছে।'

অনিচ্ছার সাথে সোফার দিকে এগোল চার্লি। নিচু কফি টেবিলটার ওপর বসে প্রথম থাক থেকে ডজনখানেক চিঠি দেখে দ্বিতীয় থাক ধরল। ওটার থেকে ছয়টা দেখেই তৃতীয়টা। এইভাবে সবগুলো চেক করে ব্রায়েনের মুখোমুখি হলো চার্লি।

'হ্যাঁ, ওগুলো সবই ক্লড কেইনের নামে লেখা চিঠি। কিন্তু তাতে কি? তুমি না বলেছিলে ক্যাবিনেটের ভিতরে কি আছে তা তুমি জানো না? তাহলে চিঠিগুলো কাকে লেখা হয়েছে জানলে কিভাবে?' এখন আর ব্রায়েনকে বিশ্বাস করতে পারছে না চার্লি।

'খুব সহজে,' বলল ব্রায়েন। 'তুমি কি শুনেছ, বা পড়েছ, যে গেবরিয়েল ইটনকে সরকারি পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তাতে কি?'

'ক্লড কেইনই ছিল পার্টির প্রাক্তন চেয়ারম্যান। তাই গেবকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ঠিক মত পালন করতে হলে আগের চিঠিগুলো ওর দরকার পড়বে বলেই সে আমাকে ক্যাবিনেটটা নিতে পাঠিয়েছে।'

'তাহলে ওগুলো এখানে আনা হলো কেন?' নিঃসন্দেহ হতে পারছে না চার্লি।

'আমি জানি না। তবে আন্দাজ করতে পারি।' ব্রায়েনের বক্তব্য শোনার জন্যে ওর দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে চার্লি। ব্রায়েন বলে চলল, 'গেব আর মিস্টার থ্যাচার অনেকদিনের পুরোনো বন্ধু। সুতরাং চিঠিগুলো পড়ে সে গেবকে তার নতুন কাজে ভাল পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে, কারণ তোমার বসের রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে ভিতরের অনেক গোপন তথ্য জানা আছে।'

'হ্যাঁ, তোমার কথায় যুক্তি আছে বটে,' স্বীকার করল চার্লি। তারপর একটু ভেবে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু মিস্টার থ্যাচারের যদি সবগুলো পড়া না হয়ে থাকে?'

'তাতে কোন অসুবিধে নেই। তোমার বস্ এখন গ্র্যানিট ফর্কসেই আছে, সুতরাং কিছু বাকি থাকলে সেগুলো সে গেবের ওখানেই পড়ে নিতে পারবে। এগুলো আগামীকাল সন্ধ্যার আগেই গেবের অফিসে পৌঁছে যাবে।'

'বুঝলাম, কিন্তু তুমি মিস্টার থ্যাচার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেই ভাল হত।'

'তোমার কথা যুক্তিসঙ্গত, চার্লি,' বলল ব্রায়েন। 'কিন্তু মিস্টার থ্যাচার চিঠিগুলো এখানে না পড়ে গেবের অফিসে পড়লে কি আসে যায়?'

'মনে হয় তোমার কথাই ঠিক,' অনিশ্চিত ভাবে বলল চার্লি। তারপর রেডের দিকে ফিরে সে বলল, 'যাও, ক্যাবিনেটটা এখানে নিয়ে এসো। এগুলো আমরা এখান থেকেই সোজা ক্যাবিনেটে তুলব।'

ক্যাবিনেট আর তালা দেয়ার স্টীলের পাতটা নিয়ে এল রেড।

'এগুলো আমিই তুলছি, তুমি গিয়ে ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াবার ব্যবস্থা করো।'

রেড অদৃশ্য হওয়ার পর ব্রায়েন একটা একটা করে ড্রয়ার নামিয়ে কাগজ ভরা শুরু করল। চার্লি দাঁড়িয়ে ওর কাজ তদারক করছে। কাগজগুলো ইচ্ছে করেই উপুড় করে ভরছে সে, যেন চার্লির মনে সন্দেহ না হয় যে সে চিঠির কোন অংশ পড়ছে। শেষ ড্রয়ারটা ক্যাবিনেটে ভরে স্টীলের পাতটা জায়গা মত বসিয়ে টিপ তালাগুলো আংটায় পরাল, কিন্তু লক করল না।

ওর কাজ শেষ হওয়ার পর চার্লি বলল, 'আমি জানি না, ব্রায়েন, এর জন্যে হয়তো আমাকে অনেক বকাঝকা শুনতে হতে পারে।'

'এনিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না, চার্লি, তুমি একটা কাগজ দাও, আমি এর জন্যে তোমাকে একটা রসিদ লিখে সই করে দিচ্ছি। ওয়্যাগনে আমার বেডরোল আছে, আমি ওই ফাইল ক্যাবিনেট ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টে তুলে ওটার পাশেই শুয়ে আজকের রাতটা কাটাব। আগামীকাল ট্রেন গ্র্যানিট ফর্কসে পৌঁছা পর্যন্ত আমি নিজেই ওটার পাহারায় থাকব।'

চার্লি মাথা ঝাঁকিয়ে ক্লে থ্যাচারের ডেস্কের ড্রয়ার থেকে কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিল। ব্রায়েন একটা রসিদ লিখে দিল।

ব্রায়েন আর রেড দুজনে মিলে ধরাধরি করে ক্যাবিনেটটা ওয়্যাগনে তুলল।

চার্লির সাথে হাত মিলিয়ে সি টি র‍্যাঞ্চ থেকে বিদায় নিল ব্রায়েন। দুপুর দুটোর দিকে নির্দিষ্ট বাঁকের কাছে পৌঁছে দেখল বার্নি একটা মেসকিট ঝোপের ছায়ায় বসে অপেক্ষা করছে; কাছেই ওর ভাড়া করে আনা ঘোড়াটা বাঁধা রয়েছে।

ব্রায়েন লাগাম টেনে ওয়্যাগন থামাল। ঘোড়া নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল বার্নি।

প্রথমেই উঁকি দিয়ে ওয়্যাগনের ভিতরে রাখা ক্যাবিনেটটা দেখে খুশি হয়ে ব্রায়েনের দিকে চেয়ে হাসল। তারপর ঘোড়ার জিনের সাথে বাঁধা একটা কাপড়ের থলে নামিয়ে এনে ব্রায়েনকে বলল, 'তোমার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করো সে আমার ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলে ফিরতে রাজি আছে কিনা।' খাবারের থলে খুলে একটা পাঁউরুটি আর কিছু শুকনো মাংস বের করে রেডকে দিল বার্নি।

'খেয়ে নাও,' বলল সে। নড করে ধন্যবাদ জানিয়ে খাবার হাতে ওয়্যাগন থেকে নামল রেড। ওয়্যাগনে উঠে বসল বার্নি।

'সেসিল কেমন আছে?' প্রশ্ন করল ব্রায়েন।

'খারাপ, খুব খারাপ অবস্থা ওর,' বিষণ্নমুখে বলল বার্নি। 'ওর পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, ডক মিলার বলেছে ওর পা-টা কেটে বাদ দিতে হবে।'

'মিলার কি সেটা পারবে?'

'সে তো বলল পারবে,' জানাল বার্নি। 'আর্মির চুক্তিবদ্ধ সার্জেন ছিল মিলার। ওই সময়ে এই ধরনের অনেক অপারেশন করেছে।' মুখ তুলে ব্রায়েনের দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করল মিলারটন থেকে তুমি একা গ্র্যানিট ফর্কসে ফিরতে না পারার কোন কারণ আছে?'

'না, কোন কারণ নেই। কেন?'

'ভাবছি সেসিলের এই দুঃসময়ে ওর পাশে আমার থাকা উচিত।'

'অবশ্যই। এই সময়ে পরিচিত কাউকে পাশে না দেখলে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করবে ও। তুমি এখান থেকেই ফিরে যেতে পারো। আমি নিজেই মিলারটন খুঁজে বের করে নেব।'

'না, সেইজন্যেই আমি এসেছি,' বলল বার্নি। 'এই এলাকা তোমার আগে থেকে চেনা না থাকলে তুমি সাতদিন ধরে ভুল পথে ঘুরপাক খেতে পারো। ডক মিলার বলেছে আমি না ফেরা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে।'

'মনে হচ্ছে ডক মিলার তোমার ওপরেও কিছু কাজ করেছে। তোমার মাথার ব্যান্ডেজটা কোথায়?'

'ওটা আমি নিজেই ফেলে দিয়েছি। নাকে গোঁজা তুলোও আর নেই।'

খাওয়া শেষ করে ঘোড়ায় চড়ে টুইন বাটসের পথ ধরল রেড। লাঞ্চ সেরে বার্নি আর ব্রায়েনও ওয়্যাগন আগে বাড়াল। ক্যাবিনেটটা কিভাবে উদ্ধার করা হলো সেটারই বর্ণনা দিচ্ছে ব্রায়েন।

পথ চিনতে ভুল করে ব্রায়েন সপ্তাহখানেক ঘুরপাক খেতে পারে বলায় সে মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিল। কিন্তু পথ চলতে চলতে বার্নি ওকথা কেন বলেছিল তা বুঝতে পেরে ওর মনটা হালকা হলো। ছোট ছোট মাইন আর র‍্যাঞ্চ থেকে প্রায় ডজনখানেক বিভিন্ন রাস্তা এসে মিলেছে এটার সাথে। কিছু রাস্তা অন্যান্যগুলোর তুলনায় বেশি ব্যবহৃত। শেষে বার্নি যেখানে বাঁয়ে মোড় নিল সেটা কোন রাস্তা নয়, একটা ট্র্যাক মাত্র।

ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ব্রায়েন যখন নিশ্চিত হলো

ওরা হারিয়ে গেছে, তখন ওকে সরি কিছু না বলে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এই এলাকা এত ভালভাবে চিনলে কিভাবে?'

'আমি ব্র্যান্ড ইন্সপেক্টর হওয়ার আগে একটা সার্ভে কোম্পানির সাথে ছিলাম। এই এলকা রেলকোম্পানির জন্যে আমরাই সার্ভে করেছিলাম।'

হঠাৎ ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ের একটা পানির উঁচু ট্যাঙ্ক দেখা গেল। ওটার উচ্চতা আর আকার দেখেই বোঝা যায় ওটা কোন রেলস্টেশনের ট্যাঙ্ক। এঞ্জিনে পানি ভরার জন্যে ওটা ব্যবহার করা হয়।

ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এক মাটির ইঁটের বাড়ি ব্রায়েনের চোখে পড়ল। পাশে আরও দুটো ছাপ দেখা যাচ্ছে।

'এটাই মিলারটন,' ঘোষণা করল বার্নি। 'মোট লোকসংখ্যা তিনজন! এটা রকি মাউন্টেন সেন্ট্রাল রেলরাস্তার একটা ফ্ল্যাগস্টপ (যেখানে সাধারণত ট্রেন থামে না, স্টেশন-মাস্টার লাল ফ্ল্যাগ দেখালেই কেবল লোক বা মাল তোলার জন্যে থামে)।'

ট্রেন আসার সময় হয়ে আছে। স্টেশন-মাস্টারের সাথে কথা বলে ব্রায়েনকে ক্যাবিনেট সহ ট্রেনে তুলে দিল বার্নি। তারপর বলল, 'ডিক আর ইলাই স্টেশনে তোমাকে নিতে আসবে। ওদের জানিয়ো আমি কেন এখানে রয়ে গেলাম। ওরা বুঝবে।'

'তুমি সেসিলকে জানিয়ো আমার গুড লাক কামনা করছি।'

ট্রেন ছেড়ে দিল। ওয়্যাগন নিয়ে বার্নি টু ইন বাটসের দিকে রওনা হলো।

তেইশ

সন্ধ্যার সময়ে সোজা ডক মিলারের বাড়ির সামনেই ওয়্যাগন থামাল বার্নি। রোগীর বসার কামরায় আলো জ্বলছে, দরজাটা খোলা।

বসার ঘরে ঢুকে বার্নি হাঁকল, 'ডক, আমি এসে পড়েছি।'

দরজা খুলে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল মিলার। ওর

একহাতে দুটো গ্লাস অন্যহাতে এ আধখালি হুইস্কির বোতল।

'সেসিল কেমন আছে?' প্রশ্ন করল বার্নি।

টেবিলের কাছে গিয়ে একটাতে ড্রিঙ্ক ঢেলে নিজের গ্লাসটাও আবার ভরে নিল। বার্নির দিকে গ্লাসটা বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'বসো।'

ড্রিঙ্ক হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে আগের প্রশ্নটাই আবার করল, 'সেসিল কেমন আছে, ডক?'

ড্রিঙ্কের প্রভাবে লালচে হওয়া মুখ তুলে বার্নির দিকে চেয়ে সে শান্ত স্বরে বলল, 'সে মারা গেছে।'

কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে চেয়ে রইল বার্নি। কথাটা মেনে নিতে পারছে না ও। সে জানে সেসিলের অবস্থা খারাপ ছিল, কিন্তু মৃত্যু? দেখতে পাচ্ছে ডাক্তার আধমাতালাবস্থায় আছে: সে চিন্তাটা প্রথম ওর মনে জাগল, সেটাকেই সে কথারূপ দিল।

'তুমি ওর পা কেটেছিলে, ডক?'

'না। আমি তোমাকে বলেছিলাম তুমি না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ওকে আমি ছুঁইনি।'

'কিসে মৃত্যু হলো ওর?'

'প্রথম চোটেই অনেক রক্ত বেরিয়েছে ওর। ওকে হোটেল থেকে আনার সময়ে নড়াচড়ায় আরও রক্ত হারিয়েছিল। লক্ষণ দেখে মনে হয় শেষ অবস্থায় সন্ন্যাসরোগের স্বরূপে মৃত্যু ঘটেছে ওর।'

'ওকে দেখা যাবে?'

'লাশ নিয়ে গেছে ওরা। ট্রেন ধরে পড়েছে তাতে দেরি করা সম্ভব হয়নি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের ড্রিঙ্কের দিকে তাকাল বার্নি। একটা রুদ্ধ খুনে আক্রোশে ওর ভিতরটা মোচড়াচ্ছে। অর্থহীন একটা মৃত্যু। নিরেট বোকা লোকের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে সেসিল, অথচ ওই ঘটনার সাথে তার কোন সম্পর্কই ছিল না। গ্লাসের মদ একবারে শেষ করে সে মৃদু স্বরে বলল, 'গড ড্যাম ইট।'

'হ্যাঁ,' বলল ডক। 'লোকটা প্রাণবান ছিল।'

বার্নি চিন্তামগ্ন ভাবে পাথর হয়ে বসে আছে। ভাবছে এর জন্যে যে দায়ী তাকে ধরার একটা উপায় তাকে বের করতেই হবে। কিন্তু হেরাল্ড খবরের কাগজ থেকে ওই লোকের নাম মাইকেল হ্যাটার এবং ওর

ঘোড়ার ব্র্যান্ড বি ডাবলিউ ছাড়া আর কোন তথ্যই জানা নেই ওর।

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে দাঁড়াল বার্নি। 'তোমার বিল কত হয়েছে ডক?' প্রশ্ন করল সে।

'ওর জন্যে একটা কানাকড়িও আমি নেব না,' বলল মিলার। 'ওকে আমি খুব পছন্দ করে ফেলেছিলাম।'

'ওকে আমিও পছন্দ করতাম, ডক,' তিক্ততার সাথে স্বীকার করল বার্নি। 'ওকে আমি এত পছন্দ করতাম যে ওর খুনীকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। তাকে আমি ধরবই।'

'কিভাবে?' কৌতূহল প্রকাশ করল ডক।

'জানি না; তবে ওর ঘোড়ার ব্র্যান্ডটা আমার জানা আছে। এই এলাকার ব্র্যান্ড ইন্সপেক্টর কে?'

'জেজ সালেস। ক্যাথলিক চার্চের পাশেই ওর বাসা।'

'আমি আজই চলে যাচ্ছি। ওকে কবর দেয়ার বিল তুমি আন্ডারটেকারকে আমার নামে স্টেট ক্যাপিটলে পাঠিয়ে দিতে বোলো।'

ডাক্তারের সাথে হাত মিলিয়ে ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল বার্নি।

ক্যাথলিক চার্চের পাশের বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে দরজায় নক করল বার্নি। রেঞ্জ-পোশাক পরা মাঝবয়সী একজন দরজা খুলল।

'মিস্টার সালেস?' প্রশ্ন করল বার্নি।

লোকটাকে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাতে দেখে সে আবার বলল, 'আমি শুনলাম তুমিই এখানকার ব্র্যান্ড ইন্সপেক্টর। আমি নিজেও বেশ কিছুদিন ওই কাজ করেছি। তোমাকে বাড়িতে পেয়ে আমি অবাক হচ্ছি।'

লোকটা হাসল। 'বেশিরভাগ সময়েই থাকি না। তুমি কিজন্যে এসেছ মিস্টার—?'

'বার্কলে,' বলল বার্নি। 'আমি বি ডাবলিউ ব্র্যান্ড কার নামে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে জানতে চাই। তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, তোমার রেজিস্ট্রি বইটা দিলে ওটা আমি নিজেই বের করে নিতে পারব।'

'তোমাকে বই ঘাঁটতে হবে না, মিস্টার বার্কলে, গতকাল শেরিফও একই প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল। ওটা হিগবি কাউন্টির হিডালগো শহরের কাছে একটা ঘোড়ার র‍্যাঞ্চ। মালিকের নাম বিল উইলকক্স।'

'হিডালগো তো রকি মাউন্টেন সেন্ট্রাল লাইনের ওপর, তাই না?'

হ্যাঁ, স্যার, দক্ষিণের শেষ স্টেশন ওটা।'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার সালেস। সাপারের সময়ে বিরক্ত করলাম বলে আমি দুঃখিত।'

সালেসের সাথে হাত মিলিয়ে বিদায় নিল বার্নি। সিদ্ধান্ত নিল আজ রাতে দক্ষিণের ট্রেন ধরবে।

চব্বিশ

ধীর গতিতে গ্র্যানিট ফর্কস স্টেশনে ঢুকে ট্রেনটা থেমে দাঁড়াল। ব্যাগেজ কারের খোলা দরজায় গার্ডের পাশেই ব্রায়েনকে দেখা যাচ্ছে।

স্টেশনের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডিক আর ইলাই। ওদের সাথে দুজন বলিষ্ঠ লোকও রয়েছে। ট্রেন থামার পর ইলাই লোক দুটোর সাথে নিচু স্বরে কথা বলল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজন ব্যাগেজ কম্পার্টমেন্টের দিকে এগিয়ে গেল।

ওরা দরজার কাছে পৌঁছলে ব্রায়েন ফাইল ক্যাবিনেটটা দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে ওটার ওপর চাপড় দিয়ে বলল, 'এই দিকটা উপরে থাকবে।' ওদের হাতে কম্বল-ঢাকা-ক্যাবিনেট বুঝিয়ে দিয়ে লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল ব্রায়েন।

ডিক ওর দিকে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'কম্বলের তলায় ওটা কি আমি যা ভাবছি তাই?'

ব্রায়েন হেসে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার।'

ডিক আর ইলাই-এর সাথে হাত মেলাল ব্রায়েন।

'এই খুশিতে আমাদের একটা লার্জ ড্রিঙ্ক খাওয়া উচিত। কয়েক মিনিট পরেই আমরা তা খাব। বার্নি কোথায়?'

'সে টুইন বাটসেই থেকে গেছে। সেসব কথা আমি পরে বলছি।'

বাইরে বেরিয়ে ওরা তিনজন ওয়্যাগনে ক্যাবিনেট ওঠানো দেখল। তারপর ব্রায়েন বলল, 'ওটা যখন আমি এতদূর এনেছি, বাকি পথটাও না হয় ওটার সাথেই যাই।'

ওয়্যাগনে উঠে বসল সে। ডিক আর ইলাই ওদের ভাড়া করা হ্যাকনিক্যারেজে উঠে ওয়্যাগনের আগে আগে চলল।

ডিকের বাসায় গাড়ি থামলে ইলাইকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল ডিক। ব্রায়েনের তদারকিতে কাজের লোক দুজন ক্যাবিনেটটা বাড়িতে ঢোকাল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে লোক দুজনকে বিদায় করল ডিক।

মনিকা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'সাপার রেডি হওয়ার আগে তোমরা একটা ড্রিঙ্ক খাওয়ার সময় পাবে, পা।' তারপর ব্রায়েনের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ব্রায়েন, সবাই খাবার টেবিলে বসার আগে কিন্তু তুমি তোমার ট্রিপ সম্পর্কে একটা কথাও বলতে পারবে না!'

ড্রিঙ্ক মেশাতে মনিকার সাথে ডিকও রান্নাঘরে ঢুকল। ইলাই খুঁড়িয়ে বসার কামরার মাঝখানে রাখা ক্যাবিনেটের কাছে গিয়ে ওটার ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে ভাঁজ করে একটা চেয়ারের ওপর রাখল। তারপর ফিরে এসে ব্রায়েনের পাশেই সোফায় বসে প্রশ্ন করল, 'বার্নির কি হলো? সে ঠিক আছে তো?'

ব্রায়েন জানাল বার্নি ঠিক থাকলেও সেসিল বিপদে আছে। তাকে একটা পা হারাতে হবে। তাই ওর পাশে থাকার জন্যে মিলারটন থেকে বার্নি টুইন বাটসেই ফিরে গেছে। শেষে বলল, 'সে বলেছে তুমি বুঝবে।'

ইলাই কেবল মাথা ঝাঁকাল। তার সংযত আর হাসিখুশি চেহারায় একটা গভীর বিষণ্ণতার ছায়া পড়ল। আর কেউ না জানলেও সে বোঝে বর্তমানে সেসিলের মনের অবস্থা কেমন। সে নিজেও একটা পা হারাবার খুব কাছাকাছি অবস্থা পেরিয়ে এসেছে। তার কপাল ভাল ছিল, কিন্তু সেসিলের বেলায় তা হলো না।

ড্রিঙ্ক পৌঁছলে ব্রায়েন হাত-মুখ ধোয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। মনিকা ওকে পথ দেখিয়ে পিছনের বারান্দায় নিয়ে গেল। ওখানে বেসিনের পাশে এক বালতি পানি রাখা আছে। উপরে একটা পরিষ্কার তোয়ালেও ঝুলছে।

হাতমুখ ধুয়ে বসার ঘরে ফিরে সে বুঝল ইলাই এরই মধ্যে ডিক আর মনিকাকে সেসিলের কথা জানিয়েছে। সে সোফায় বসার পর মনিকা প্রশ্ন করল, 'তোমার কি আদৌ সেসিলের সাথে দেখা হয়েছে?'

ব্রায়েন জানাল যে ওদের দুজনের একসাথে দেখা দেয়া ঝুঁকিপূর্ণ হবে বলে সে একজন কাজের লোক ভাড়া করে সি টি র‍্যাঞ্চে রওনা

হওয়ার সময়ে সেসিলকে দেখতে গেছিল বার্নি।

ওদের ড্রিঙ্ক শেষ হলে ওদের খাবার টেবিলে বসিয়ে সবাইকে সার্ভ করল মনিকা। তারপর প্রশ্ন করল, 'র‍্যাঞ্চে কি ঘটল?'

খুঁটিনাটি সহ ওখানে পৌঁছানো থেকে শুরু করে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত চার্লির সাথে ওর কি কি কথাবার্তা হয়েছে সব খুলে বলল। চিঠিগুলো সবই রুড কেইনের নামে লেখা কেন, একথার জবাবে ব্রায়েন যা বলেছে তা শুনে ডিকের চেহারা গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যার মাথা থেকে এই ধরনের তাৎক্ষণিক বুদ্ধি বের হতে পারে সে একদিন ভাল উকিল হবেই, ভাবল ডিক।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে ওরা সবাই বৈঠকখানায় ফিরে এল। ক্যাবিনেটের কাগজগুলো চারজনে ভাগাভাগি করে নিয়ে ওগুলো ব্রোকারের কোম্পানির নাম অনুযায়ী সাজাল। এরপরে ওগুলোকে চিঠির গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো হলো।

রাত দুটোর মধ্যেই টের পেল সত্যিই একটা গোপন তথ্যের খনি খুঁজে পেয়েছে ওরা। এসব খবর বেরিয়ে পড়লে অ্যাডাম বেকনের পতন একেবারে অনিবার্য।

'পা, তুমি অবস্থাটা কেমন বুঝছ?' প্রশ্ন করল মনিকা।

হুইস্কি মেশানো কফিতে একটা চুমুক দিয়ে ব্রায়েনের দিকে কাপ তুলে বলল, 'ব্রায়েন, তুমি গভর্নরকে এইমাত্র গুলি করে ফেলে দিয়েছ। এর পরে ওর আর বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ওর মৃত্যু ঘটবে।'

পঁচিশ

দিনের আলো ফোটার সাথেই ট্রেনের হিসালগো পৌঁছার তীক্ষ্ণ সিটির শব্দে ঘুম-জড়ানো চোখে উঠে বসল বার্নি। সারারাতের ওই যাত্রায় ট্রেনের ঝাঁকুনি সয়ে যাওয়ার পর সে কয়েকঘণ্টা দিব্যি ঘুমিয়ে নিয়েছে।

প্যানকেন্ট পরার সময়ে সে দেখল ট্রেনের গার্ড করিডর ধরে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। ওকে গুড মর্নিং জানিয়ে বার্নি প্রশ্ন করল, 'এখানে এত সকালে কোথাও নাস্তা পাওয়া যাবে?'

'হোটেলের পাশেই একটা দোকান আছে, স্টেশন থেকে বেরোলেই ওটা তোমার নজরে পড়বে।' ওকে পেরিয়ে চলে গেল গার্ড।

ট্রেনটা থেমে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল আকাশটা মেঘে ভারী হয়ে আছে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সামনেই হোটেল আর তার পাশে ক্যাফে দেখতে পেল বার্নি।

ভরপেট নাস্তা খেয়ে বেডরোল কাঁধে পরের ব্লকে আস্তাবলের দিকে এগোল। শহরটা দেখে বোঝা যায় এটা মাত্র এক রাস্তার ছোট শহর।

আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া ভাড়া করে বেডরোলটা ওখানেই রেখে একটা তোবড়ানো হলুদ বর্ষাতি ধার নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বাঁধল। তারপর বি ডাবলিউ র‍্যাঞ্চে পৌঁছার পথের নির্দেশ নিয়ে রাস্তায় নামল।

এক ঘণ্টা পরেই সে র‍্যাঞ্চে পৌঁছল। গুঁড়ির তৈরি বিশাল বাড়ি এবং একটা বিরাট গুদাম আর আস্তাবল।

উঁচু কটনউড গাছের নিচে বাড়িটা পেরিয়ে একটা কাঠের তৈরি বাঙ্কহাউসে বড় বড় অক্ষরে "অফিস" লেখা আছে দেখে ঘোড়া থেকে নামল বার্নি। খুব লম্বা একটা লোক এগিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটার বয়স পঁয়ত্রিশ হবে, লম্বাটে মুখ কৌতুকে ভরা।

'আমি বিল উইলকক্সের খোঁজে এসেছি,' বলল বার্নি।

'সে একটা ট্রিপে বাইরে গেছে,' লোকটা জানাল। 'আমি তোমার কোন সাহায্য করতে পারি?'

নিজের পরিচয় দিয়ে ওর সাথে হাত মেলাল বার্নি। তারপর পাল্টার জানাল, 'রে বিলিং। আমি উইলকক্সের ফোরম্যান।'

'তাহলে সম্ভবত তুমিই ভাল জানবে। সপ্তাহ দুই আগে বা ওর কাছাকাছি সময়ে তোমরা মাইকেল হ্যাটার নামে একটা লোকের কাছে ঘোড়া বিক্রি করেছিলে। কথাটা তোমার মনে পড়ে?'

বিলিং ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল। 'ওটা ভুলে যাওয়ার মত কোন ঘটনা নয়। ওরা তিনজন একসাথেই এসেছিল, এবং তিনজনই একেবারে মাতাল অবস্থায় ছিল। ওই অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে কিভাবে টিকে ছিল সেটাই বিস্ময়কর ব্যাপার। হ্যাটার একটা ঘোড়া কিনতে চাইল। আমি জানি ধার বা চুরি করা ছাড়া সে জীবনে কোনদিন

ঘোড়ায় চড়েনি। আমি ওদের খেদিয়ে দেব, এই সময়ে সে আমাকে ওর টাকা দেখাল। ঘোড়া বিক্রি করাই আমাদের ব্যবসা, তাই ওর কাছে আমি একটা তামাটে রঙের খোজা করা ঘোড়া বিক্রি করলাম।'

'তুমি বললে "ওরা তিনজন", ওর সাথে আরও দুজন ছিল?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘাড় কাত করে সে বলল, 'ওদের দুজন দেয়ালে হেলান দিয়ে মদ খাচ্ছিল, ওদিকে হ্যাটারকে নিয়ে আমি ঘোড়ার পিঠে কোরালে ঘোড়া দেখাতে গেলাম। লোকটা এমনই মাতাল ছিল যে শেষে আমাকেই ঘোড়ার জিন বদলে দিতে হলো।'

'মাইকেল হ্যাটারের সাথের দুজন, তুমি জানো, ওরা কারা ছিল?'

'এখানকার সবাই ওদের চেনে,' বীতশ্রদ্ধ সুরে বলল বিলিং। 'খুব বাজে লোক। ওই ম্যাকার্টনিদের একজন জেলে না থাকলে অন্যজন থাকে।'

'ওরা দুই ভাই?'

'হ্যাঁ। ওদের মা বেঁচে থাকলে ওদের কীর্তিকলাপ দেখে লজ্জাতেই মরে যেত। কিন্তু মহিলার ভাগ্য ভাল, সে আগেই মরে গিয়ে বেঁচে গেছে।'

'ওদের কোথায় পাওয়া যাবে তুমি জানো?'

'জানি। তোমার কথাবার্তায় মনে হচ্ছে তুমি একজন লম্যান।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে তার ব্যাজ বের করে বিলিংকে দেখিয়ে টুইন বাটসে কি ঘটেছিল জানাল।

ওর কথা শেষ হলে বিলিং বলল, 'তাহলে এই ব্যাপার? তোমার চেহারা দেখেই আমার মনে হয়েছিল তুমি নিশ্চয় কোন মাইন শাফটের গর্তে পড়ে গেছিলে।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে লম্বা লোকটা বলে চলল, 'ওরা এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে কটনউড ওয়াশে থাকে। এখান থেকে সোজা দক্ষিণে গেলে তুমি ওই ওয়াশটা দেখতে পাবে। ওটা ধরে পুবে এগোলে একটা করুণ চেহারার নোংরা ছাপরা তোমার চোখে পড়বে। ওখানেই ওরা থাকে।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওর থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল বার্নি। এক ফোঁটা দু'ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে দেখে প্লাস্টিকের বর্ষাতিটা পরে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ল। রওনা হতে যাবে, এই সময়ে পিছন থেকে বিলিং ওকে সাবধান করল, 'মুহূর্তের জন্যেও সতর্ক থাকতে ভুলো না, বুঝেছ?'

উইলকক্সের র‍্যাঞ্চকে পিছনে ফেলে বার্নি সোজা দক্ষিণে এগোল। শেচ ব্যবস্থা করে বিস্তীর্ণ মাঠগুলোতে গরু-ঘোড়ার খাবার অ্যালফ্যালফা তৃণ জন্মানো হয়েছে। খয়েরি রঙের মাঠের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। ওই মাঠগুলো পেরিয়ে পাইনিয়ন আর সিডার ঝোপের মাঠে পড়ল বার্নি। "কটনউড ওয়াশ" সহজেই পাওয়া গেল। উঁচু কটনউড গাছের পাতাগুলো এখন হলুদ হয়ে ঝরতে শুরু করেছে।

চওড়া ওয়াশে পৌঁছে সে দেখল বৃষ্টির পানিতে ওয়াশের মাঝখান দিয়ে ছোট্ট নালার মত পানি বইছে। বালুময় ওয়াশের ওপর দিয়ে চলা সহজ হলেও চোরাবালিতে ঘোড়া আটকে যাওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে পাড় ঘেঁষেই পুবে এগোল বার্নি। বৃষ্টির ফোঁটার হার আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে।

দুটো বড় কটনউড গাছের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল সে। সামনে রুচিহীন ভাবে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি একটা ছোট ছাপরা দেখা যাচ্ছে। রে বিলিং অত্যুক্তি করেনি। পরিবেশটা সত্যিই নোংরা। বাড়ির পাশেই শেডের কাছে আবর্জনার একটা উঁচু স্তূপে অসংখ্য ভাঙা মদের বোতল পড়ে আছে ওখানে। বাড়ি পর্যন্ত আগাছা জন্মেছে। অবহেলা, আলস্য আর চরম দারিদ্র্যের একটা করুণ দৃশ্য।

মরিচা ধরা চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখে বার্নি ধারণা করল যে দুই ভাইয়ের অন্তত একজন বাড়িতে আছে। বাড়িটাকে একটা চক্কর দিয়ে ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে এগোল সে। খুঁটির তৈরি শেডটাকে নিজের আর বাড়ির মাঝখানে রেখে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কাছেই একটা গাছের সাথে ঘোড়া বেঁধে রাখল।

পিস্তলটাকে সহজ নাগালের মধ্যে রাখার জন্যে বর্ষাতির বেল্ট খুলে রেখে শেডের দিকে এগোল বার্নি। হাড় বের করা একটা অভুক্ত চেহারার ঘোড়া মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ওটার বৃষ্টিতে ভেজা রোম চকচক করছে। বার্নি ভিতরে ঢোকার পরেও নিস্তেজ ঘোড়াটা মাথা তুলে তাকাল না।

শেডের দেয়ালে বৃষ্টির ছাঁটের শব্দ ছাপিয়ে একটা হালকা ধাতব শব্দ বার্নির কানে পৌঁছল। পরক্ষণেই পুরুষের গলায় গালির সাথে কথা, 'ড্যাম ইট! তুই তো আগেই ভিজেছিস। এখন বেরিয়ে আয়।'

দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়াল বার্নি। ভিজে বর্ষাতি পরা একটা লোক এক হাতে লাগাম ধরে জোর করেই ঘোড়াটাকে টেনে বৃষ্টির

মধ্যে বাইরে বের করল।

বর্ষাতি পিছনে ঠেলে পিস্তল হাতে নিয়ে লুকানো অবস্থান ছেড়ে বেরিয়ে এল বার্কলে। মুহূর্তে দাড়িওয়ালা লোকটা ওকে দেখতে পেল। নিচের দিকে মুখ করা পিস্তল হাতে ওর দিকে এগিয়ে বার্নি বলল, 'তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো, ম্যাকার্টনি।'

'আমি না। তুমি ভুল ম্যাকার্টনিকে ধরছ।'

'লাগাম ছেড়ে দিয়ে হেঁটে আমার দিকে এগোও।'

এক পা এগিয়ে হঠাৎ চট করে ঘুরে ঘোড়ার আড়ালে চলে গেল ম্যাকার্টনি। ঘোড়ার পিঠে লোকটার কারবাইন ঝুলছে। বার্নি দেখল ঘোড়ার জিনের ওপর দিয়ে বর্ষাতি পরা একটা হাত এসে কারবাইনটা খাপ থেকে বের করে নিয়ে ঘোড়ার পিছনে অদৃশ্য হলো। ছোট নলের রাইফেলটা কক করার শব্দ শোনা গেল। তারপর জিনের ওপর দিয়ে ওটার ব্যারেল আবার দেখা দিল। স্যাড্ল হর্নের পাশ দিয়ে একটা কালো হ্যাট উঁকি দিচ্ছে। ওটা আরও উপরে উঠল। এখন ওর মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে। ওর হাত দুটো কারবাইনের নলটা ধীরে ধীরে বার্নির দিকে ঘোরাচ্ছে। পিস্তল উঁচিয়ে মাথার অর্ধেক লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়ল বার্নি।

হাত দুটো অদৃশ্য হলো, এবং কারবাইনটা স্যাডলের ওপর দিয়ে পিছলে বার্নির দিকেই মাটিতে পড়ল। প্রায় একই সাথে ম্যাকার্টনির দেহ ভেজা মাটিতে পড়ার শব্দ হলো।

পিস্তলটা খাপে ভরে দৌড়ে এগিয়ে কারবাইনটা তুলে নিল বার্নি। তারপর র‍্যাপরাটার দিকে ছুটল। দরজা পেরিয়ে দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়াল সে। দরজা খুলে পিস্তল হাতে একটা লোক ছুটে বেরিয়ে এল।

কারবাইন তাক করে চিৎকার করল বার্নি, 'ওখানেই থেমে দাঁড়াও!'

লোকটা থেমে ঘুরে বার্নির তাক করা কারবাইনের দিকে তাকাল।

'পিস্তল ফেলে দাও, নইলে আমি গুলি করব,' বলল বার্কলে।

লোকটার পিস্তল ওর রান হাতে। অর্থাৎ গুলি করতে হলে ওকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু যতক্ষণে সে পিস্তল তুলে তাক করবে তার অনেক আগেই বার্নির গুলিতে সে মারা পড়বে। পরিস্থিতিটা ভালভাবে বুঝে নিয়ে পিস্তলটা ফেলে দিল সে।

বার্নি আদেশ দিল, 'ভেতরে যাও।'

'কিন্তু, আমার ভাই–' লোকটা শুরু করেছিল।

বার্নি বাধা দিয়ে বলল, 'সে মারা গেছে। তুমি ভেতরে ঢোকো।'

বার্কলে লক্ষ করল এই ম্যাকার্টনির বয়স কম হলেও গড়নে সে তার ভাইয়ের চেয়েও শক্ত আর বিশাল।

পাশ দিয়ে লোকটা পার হওয়ার সময়ে ওর গা থেকে পাঁঠার মত দুর্গন্ধ বার্নির নাকে এল। ওর পিঠে রাইফেল ঠেকিয়ে বাড়ির একমাত্র কামরায় ঢুকল বার্কলে। কামরাটা বেশ বড়। ডান দিকের দেয়াল ঘেঁষে ছোট টেবিলটার কাছে দুটো কাঠের বাক্স উপুড় করে রাখা আছে। ওগুলোই চেয়ারের কাজ চালাচ্ছে।

'যাও, ওখানে গিয়ে হাতদুটো টেবিলের ওপর রেখে স্থির হয়ে বসো,' কঠিন স্বরে আদেশ করল বার্নি।

নির্দেশ মত বাক্সের ওপর বসে সে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে?'

'আমাদের আগেও একবার দেখা হয়েছে,' জানাল বার্নি। 'আটদিন আগে মিনারেল সিটি হোটেলের বারান্দায়।'

বার্নি দেখল চিনতে পেরে অবাক হওয়ার চিহ্ন ফুটে উঠল ওর চেহারায়। কিন্তু পরক্ষণেই রাগত স্বরে সে প্রতিবাদ করল, 'আমি জানি না তুমি কিসের কথা বলছ।'

কারবাইনটা কোমরের কাছে তুলে ওর দিকে তাক করে বার্নি বলল, 'তোমার বেল্টটা খুলে টেবিলের ওপর রাখো।'

'কিজন্যে?'

কারবাইন কক করে গুলি করল বার্কলে। গুলিটা ওর হাতের ওপর দিয়ে দেয়ালে গিয়ে গাঁথল। ওখানেই তাক করেছিল বার্নি। ঝট করে হাত নামিয়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাকার্টনি। এক পা পিছিয়ে গিয়ে আবার কারবাইন কক করল বার্কলে। 'তোমার বেল্টটা খোলো,' বলল সে।

জর্জ ম্যাকার্টনি ওর দিকে তাকাল। রাগে লোকটার চোখদুটো জ্বলছে। তারপর নিজের নিরুপায় অবস্থা বুঝে বেল্টটা খুলে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল।

'পিছিয়ে যাও,' বলল বার্নি। জর্জ পিছিয়ে যাওয়ার পর এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে বেল্টটা তুলে নিল। কারবাইনটা বাম হাতের ভাঁজে রেখে ডান মুঠোর ওপর ওটা পেঁচাতে শুরু করল।

কারবাইনের নল ওর দিকে তাক করা নেই দেখে; এবং কি ঘটতে যাচ্ছে আঁচ করে বার্নির দিকে ঝাঁপ দিল জর্জ। বেল্টটা অর্ধেক পেঁচানো হয়েছিল; বকলেস সহ বাকি অংশ নিচের দিকে ঝুলছিল। প্রচণ্ড গতিতে হাত ঘুরিয়ে বেল্ট দিয়ে জর্জের মুখে আঘাত করল বার্কলে। বকলেসটা জর্জের ভুরু আর গাল কেটে বসে গেল। ব্যথায় আর্তনাদ করে থমকে দাঁড়িয়ে দুহাতে জখম ঢাকল সে।

কারবাইনের কক নামিয়ে ক্যানভাসের ক্যাম্পখাটের ওপর রেখে বেল্টের বাকি অংশ হাতে পেঁচিয়ে নিল বার্কলে।

'আমি হার মানছি,' চিৎকার করে উঠল সে।

'আমার শোধ নেয়া এখনও শেষ হয়নি,' বলল বার্কলে। জর্জের অনাবৃত চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি ছুঁড়ল সে। মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল জর্জ।

একতরফা প্রচণ্ড মার খেল জর্জ। যতবার সে উঠে দাঁড়াল, বার্নির ঘুসিতে ততবারই আবার পড়ল। চতুর্থবার সে আর ওঠার চেষ্টা করল না। রক্তাক্ত মুখে মেঝের ওপরই পড়ে থাকল। অসহায় ভাবে বার্নির দিকে তাকিয়ে আছে।

দৈহিক পরিশ্রমে বার্নিও হাঁপাচ্ছে। একটু পিছিয়ে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে। ধীরে ধীরে ওর রাগ প্রশমিত হলো। সে বলল, 'যাও, আবার ওখানে গিয়ে বসো।'

উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে একটা বাক্সের কাছে পৌঁছে গা ছেড়ে দিয়ে ওটার ওপর বসল জর্জ। তারপর টেবিলের ওপর হাতদুটো ভাঁজ করে হাতের ওপর মাথা রাখল।

পকেট থেকে মার্শালের ব্যাজটা বের করে জর্জের সামনে টেবিলের ওপর রেখে বার্নি বলল, 'ওটা ভাল করে দেখো।'

মাথা তুলে ব্যাজটা দেখল জর্জ, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। ওটা পকেটে ভরে উল্টোপাশের বাক্সে বসল বার্কলে।

'ম্যাকার্টনি, তোমাকে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে; উত্তর না দিলে আবারও ওইরকম একটা মার খেতে হবে। আমাকে মারার জন্যে কে তোমাদের টাকা দিয়েছিল?'

'আমি জানি না। ওকে আমি কখনও দেখিনি। লোকটা হ্যাটারকে

টাকা দিয়েছিল এবং হ্যাটারই আমাদের টাকা দিয়েছে।' কেটে ফুলে ওঠা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কথা বলছে জর্জ।

'মাইকেল হ্যাটার নিশ্চয় ওই লোক সম্পর্কে তোমাদের কিছু না কিছু বলেছিল। কি বলেছে সে?'

'একটা শহুরে লোক,' জানাল জর্জ। 'অন্তত লোকটার পরনে শহরের পোশাক ছিল। ও আস্তাবল থেকে ভাড়া করা একটা বাকবোর্ডে চড়ে এসেছিল। লোকটা হ্যাটারকে চারশো ডলার দিয়েছিল, দুশো ওর আর আমাদের দুজনের দুশো। হ্যাটার চেয়েছিল—'

'তোমরা কিভাবে জানলে আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল বার্নি।

'ওই লোক হ্যাটারকে বলেছিল তুমি পনেরো তারিখে টুইন বাটসে থাকবে।'

ভুরু কুঁচকাল বার্কলে। সেসিল টেলিগ্রাম পাঠিয়ে গার্থকে ওই দিন ইন্সপেক্ট করতে যাওয়ার কথা জানিয়েছিল। তাহলে কি গার্থই কাজটা করিয়েছে? কিন্তু না, তাহলে সেসিলকেও পেটানো হত।

তার মনে পড়ল সে নিজেও কথাটা টেলিগ্রামে ডিককে জানিয়েছিল। অর্থাৎ স্টেট হাউসের গোটাবিশেক লোক এবং ওই রেইলওয়ে লাইনের সব টেলিগ্রাফ অপারেটরও খবরটা জেনেছে।

'তুমি কিছু বলতে শুরু করেছিলে, "হ্যাটার চেয়েছিল"– কি চেয়েছিল সে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে জর্জ বলল, 'হ্যাটার টাকাটা নিয়ে সরে পড়তে চেয়েছিল। বলেছিল লোকটা বাকি অর্ধেক আর দেবে না।'

'সে মত পাল্টাল কেন?'

'আমরা দুই ভাই ওকে বুঝিয়েছিলাম। বাড়তি টাকাটা আমাদের প্রয়োজন।'

'সে একাই সরে পড়েনি কেন?'

'আমাদের ভয়ে। ওকে বলেছিলাম সে পালিয়ে গেলে আমরা শেরিফের কাছে গিয়ে যা জানি সব বলে দেব। পুরো স্টেটে সে আউটল হয়ে যাবে। শুনে আমাদের ওপরও ভীষণ রেগে গেছিল।'

'টুইন বাটসে যাওয়ার পরও কি তার রাগ ছিল?'

'না, সে হিভালগো স্টেশনে রেলকোম্পানির মানুষের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল যে ওই লোককে সবাই চেনে এবং সে টাকা মেরে দেবে না।'

'লোকটার নাম কি? কি কাজ করে ও?'

কাঁধ ঝাঁকাল জর্জ। 'আমরা সেটা জিজ্ঞেস করিনি, এবং হ্যাটারও সেটা আমাদের জানায়নি।'

'এর ফলে তোমাকে অনেকদিন জেলে পচতে হবে। নামটা আমাকে জানালে তোমার জেলের মেয়াদ অনেক কমে যাবে।'

'তোমাকে আগেই বলেছি, আমি জানি না।'

'যে লোকটাকে তুমি বারান্দার ওপর গুলি করেছিলে সে মারা গেছে জানার পরও বলবে না?'

'আমি ওকে গুলি করিনি,' প্রতিবাদ করল জর্জ। 'মিচেল গুলি করেছিল।'

'আমি যদি বলি তুমিই ওকে গুলি করেছিলে, তাহলে কোর্ট কার কথা বিশ্বাস করবে?' একটু অপেক্ষা করে ওকে কথাটার গুরুত্ব বোঝার সুযোগ দেয়ার পর বার্নি প্রশ্ন করল, 'এবার নামটা মনে পড়ছে তোমার?'

হাত মুঠো করে টেবিলে কিল মারল জর্জ। 'আমি জানি না! কতবার বলতে হবে আমি জানি না?' অধৈর্য স্বরে চিৎকার করল সে। 'আমি চাইলে তোমাকে মনগড়া একটা নাম দিতে পারতাম, কিন্তু আমি সত্যিই জানি না!'

কথাটা বার্নির বিশ্বাস হলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'না, তুমি নও, তোমার ভাইই ওকে গুলি করেছিল। এই বেল্ট পেঁচিয়েই তুমি আমাকে পিটিয়েছিলে।' উঠে দাঁড়াল বার্নি। 'তুমি তৈরি হয়ে নাও, তোমাদের দুজনকেই আমি শহরে নিতে যাচ্ছি।' বেল্টটা মুঠি থেকে খুলে টেবিলের ওপর রাখল সে।

বেল্ট আর একটা নোংরা জামা পরে নিল জর্জ। কারবাইনটা তুলে নিয়ে জর্জের পিছন পিছন ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এল বার্নি।

হিভালগো পৌঁছে শেরিফকে সব খুলে বলে লাশ আর জর্জকে ওর হাতে তুলে দিল বার্নি।

ট্রেনের ফিরতি টিকিট কাটার সময়ে স্টেশন-মাস্টারকে প্রশ্ন করে

বার্নি যা জানল তাতে ওর মনে কিছুটা আশা জাগল। সে জেনেছে যে একই গার্ড-টিকিট চেকার ওই ট্রেনে ডিউটিতে থাকে। এবং ওই লোকের নাম এড লয়েড।

টিকিট কালেক্টর এলে ওকে চিনতে পারল বার্নি। এই লোকটার ট্রেনেই সে হিভালগো পৌঁছেছিল।

বার্নি প্রশ্ন করল, 'তুমিই কি এড লয়েড?'

অবাক হয়ে তাকাল এড। 'হ্যাঁ। কেন?'

এডকে নিজের পরিচয় জানিয়ে ওর সাথে হাত মেলাবার পর বার্নি বলল, 'তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। তুমি যদি টিকিট চেক করা শেষ করে আমাকে কিছুটা সময় দিতে পারো তাহলে খুব ভাল হয়।'

কাজ শেষ করে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এড চলে গেল। ঘণ্টাখানেক পরেই সে ফিরে এসে বার্নির পাশে বসল।

বার্নি বলল, 'আমি যে ব্যাপারে জানতে চাই সেটা ঘটেছিল অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের দিকে। যার সম্পর্কে আমি জানতে চাই তার পরনে ছিল শহুরে পোশাক। লোকটা হিভালগো শহরে ট্রেন থেকে নেমে আস্তাবল থেকে একটা বাকবোর্ড ভাড়া করে পুবে গেছিল। ব্যস, এইটুকুই আমি জানি।'

লয়েড প্রশ্ন করল, 'লোকটার বয়স বা চেহারার বিবরণ কিছুই তোমার জানা নেই?'

'না, কারণ আমি যেটুকু জেনেছি সেটা এমন একজনের কাছে জেনেছি যে ওকে কখনও দেখেনি। তবে ওর বয়স সম্পর্কে আমি অনুমান করছি সম্ভবত ওর বয়স চল্লিশের কোঠায় হতে পারে। আমি ভাবলাম, লোকটার পরনে এদিককার সাধারণ যাত্রীর তুলনায় ভিন্ন ধরনের ফিটফাট পোশাক থাকায় তুমি হয়তো ওকে খেয়াল করে থাকতে পারো।'

লয়েড কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করে শেষে মাথা নাড়ল। 'নাহ্, তেমন কাউকেই আমার মনে পড়ছে না।'

'ঠিক আছে। হয়তো তোমার আর একজনের কথা মনে থাকতে পারে। একটা বিশাল আকৃতির কঠিন চেহারার লোক, মুখে খোঁচা

খোঁচা দাড়ি, পরনে নোংরা পোশাক – লোকটা হিডালগোতে সম্ভবত তোমার কাছে ওই শহুরে পোশাক পরা লোকটার কথাই জানতে চেয়েছিল। নোংরা লোকটা হয়তো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই তোমার সাথে কথা বলেছিল।'

অবাক হয়ে বার্নির দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, ওর কথা আমার মনে আছে–লালচে চুল ছিল না ওর?'

'তা আমি জানি না,' বলল বার্নি।

'যার সম্পর্কে সে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল তাকে আমি চিনি। লোকটা রেল কোম্পানিতেই কাজ করে। ওর কথা আমার মনে আছে, কারণ আমাকে টিকিটের বদলে সে পাস দেখিয়েছিল। এদিকে খুব কম লোকই পাস দেখায়।'

'পাসে কি নাম ছিল সেটা তোমার মনে আছে?'

'নিশ্চয়। যেকোন পাস আমাদের খুঁটিয়ে দেখারই নিয়ম : লোকটার নাম এরিক জ্যাকসন, সে কংগ্রেস জংশনের বাসিন্দা। রেল কোম্পানিতেই কাজ করে।'

উত্তেজনায় বার্নির বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল। 'ওই লাল চুলের লোকটা কেন জ্যাকসনের ব্যাপারে জানতে চায় তা তোমাকে কিছু বলেছিল?'

'না, তা বলেনি। আমি শুধু ওকে বলেছিলাম ওই লোক রেল কোম্পানিতেই কাজ করে।'

'ব্যস, এটুকুই আমার জানার ছিল,' খুশিতে দাঁত দেখিয়ে হেসে বলল বার্নি। 'তোমার সহযোগিতা পেয়ে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

'সাহায্য করতে পেরে আমিও খুশি হলাম,' বলে উঠে দাঁড়াল লয়েড। 'পরে দেখা হবে।'

লোকটা চলে যাওয়ার পর বার্নি ভাবছে, বার্নি আর সেসিলের পনেরো তারিখে টুইন বাটসে হাজির হওয়ার কথা জ্যাকসনের জানার কথা নয়। মাত্র তিনটে উৎস থেকেই খবরটা সে পেতে পারে; গার্থ, থ্যাচার, অথবা রেলকোম্পানির কোন টেলিগ্রাফ অপারেটর। কিন্তু এতে যা টাকা ঢালার কথা ছিল তা হচ্ছে মোট আটশো ডলার। অর্থাৎ খুব ধনী না হলে কারও পক্ষে ওই কাজের জন্যে এত টাকা ঢালা সম্ভব নয়।

বড়লোকের কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই গেব ইটনের কথা ওর মনে জাগল। জ্যাকসন যে পাসে ভ্রমণ করেছে, সেটা গেব ইটনেরই সই করা পাস। হয়তো ইটনই তার কর্মচারী জ্যাকসনকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে। গ্র্যানিট ফর্কসে পৌঁছে অবশ্যই বার্নি ওই শয়তানটার মুখোমুখি হবে, কারণ, ওর ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে গেব ইটনই পরোক্ষভাবে সেসিলের মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

গ্র্যানিট ফর্কস স্টেশনে যখন ট্রেন থামল তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মে নামার সময়ে সিঁড়ির গোড়াতেই নতুন টিকিট কালেক্টরের সাথে বার্নির দেখা হলো। এড লয়েড টুইন বাটসেই নেমে গেছে।

নতুন লোকটা বার্নির দিকে চেয়ে হেসে প্রশ্ন করল, 'ট্রিপটা কেমন হলো?'

'এর থেকে ভাল আর হয় না,' ফলাফলের কথা ভেবেই ওকথা বলেছে বার্নি।

'তার কারণ ট্রেন সারাপথ চড়াইয়ের দিকে চলেছে। পরে আবার দেখা হবে।'

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার গাড়িগুলোর দিকে এগোল বার্নি। পরবর্তী কার্যক্রম সে মনেমনে আগেই ঠিক করে ফেলেছে। গেব ইটনের এই সময়ে গ্র্যানিট ফর্কস হাউসের বারে থাকার সম্ভাবনাই সবথেকে বেশি। ওখানে যেসব সংসদ সদস্য আসে তাদের সাথে রাজনৈতিক আলাপ করার ফাঁকে মদ খাইয়ে ওদের হাতে রাখাই তার উদ্দেশ্য।

প্রথম খালি গাড়িতে উঠে বসে ড্রাইভারকে গ্র্যানিট ফর্কস হাউসে যাওয়ার নির্দেশ দিল বার্নি। চালক গাড়ি ঘুরিয়ে ফ্রন্ট স্ট্রীটে ঢোকার সময়ে বার্নি দেখল লম্বা দোতালা ইটের দালানের দোতালায় আলো জ্বলছে। ওটা গেব ইটনের অফিস। পাশের রিসেপশন কামরায় আলো নেই দেখে বুঝল লোকটা একাই অফিসে আছে। গলির ভিতরে বাড়িটার পিছন দিকে কাঁচা লোহার তৈরি ঘোরানো সিঁড়ির কাছে চালককে গাড়ি থামাতে বলল বার্নি। ওখানেই লোকটাকে অপেক্ষা করতে বলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল। গেবের সাথে হয়তো কোন মানুষ

থাকতে পারে, কিন্তু তাতে বার্নির কিছু আসে যায় না।

দোতালায় পৌঁছে করিডরের দরজা খুলে ভারী কাঠের দরজায় নক করল সে। ভিতর থেকে কেউ কি যেন বলল, মোটা দরজার জন্যে কথাটা বোঝা গেল না। আবার নক করল বার্নি।

দরজা খুলে গেল। গেব নিজেই দরজা খুলেছে।

'হ্যালো, বার্নি,' সহজ সুরেই বলল ইটন। 'শুনেছিলাম তুমি শহরের বাইরে গেছ। ভিতরে এসো।'

'হ্যালো, গেব। বাইরে থেকে তোমার জানালায় আলো দেখে ভাবলাম তুমি অফিসেই আছ।'

'হ্যাঁ, আগামীকালের অধিবেশনের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।' বলল গেব।

ভিতরে তাকিয়ে বার্নি দেখল গোল টেবিলটার ওপর গেবের গ্লাস দেখা যাচ্ছে। ওটার পাশেই বেশ কিছু কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে।

'আমি একা একাই ড্রিঙ্ক করছিলাম। তুমি আমার সাথে যোগ দেবে?'

'এখন না, ধন্যবাদ। হয়তো পরে যোগ দিতে পারি।' মনেমনে সে ভাবল, "শত্রুর সাথে ড্রিঙ্ক করার কোন ইচ্ছাই আমার নেই।"

'বসো, বার্নি।' তারপর ওকে খুঁটিয়ে যাচাই করে দেখে বলল, 'তোমাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে।'

'আমি জানি,' বলল বার্নি। টেবিলের কাছে এগিয়ে হ্যাটটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে চেয়ারের চওড়া হাতলেই বসল সে।

চেয়ারে বসে নিজের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল গেব। 'এই সময়ে; কি মনে করে?'

'সেসিল ডেভিস মারা গেছে,' বলল বার্নি।

ভুরু কুঁচকাল গেব। 'মাইন ইন্সপেকশনে সে তোমার সঙ্গী ছিল, তাই না?' বার্নি নড করায় সে আবার বলল, 'খবরটা আমার জানা ছিল না, বার্নি। আমি দুঃখিত।'

'তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত,' রূঢ়ভাবে বলল বার্নি। 'তুমিই ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী।'

ইটন ধীরে তার গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে ভিতরের উত্তেজনা

চেপে রেখে স্বাভাবিক স্বরেই বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, এসব কি বলছ তুমি?' ওর শুকনো চেহারায় একটা অকৃত্রিম বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছে।

'এরিক জনসন নামটা কি তোমার পরিচিত?'

গেবের চেহারায় একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন এল। মুখ কুঁচকে একটু ভেবে সে বলল, 'না, আপাতত মনে পড়ছে না। কেন?'

'তুমি ওর নামে একটা পাস সই করেছিলে। কাকে পাস দিচ্ছ সেটাও কি তোমার মনে থাকে না? তোমাকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে বলছি; লোকটা কংগ্রেস জংশনে থাকে।'

'ও, হ্যাঁ, এবার আমার মনে পড়েছে। লম্বা, সুদর্শন চেহারার লোক।'

'লোকটা তিন সপ্তাহ আগে হিডালগোতে কি করতে গেছিল?'

আবার ভুরু কুঁচকে গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল গেব। ড্রিঙ্কে একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'লোকটা আমাদের রাজস্ব বিভাগে কাজ করে।' কাঁধ উঁচাল সে। 'আমাদের সব কর্মচারীই যে সম্পূর্ণ সৎ হবে, এমন কোন কথা নেই, বার্নি। কেউ কেউ টিকিট কালেক্টরদের সাথে অবৈধ যোগাযোগ রাখে।'

'তোমাদের রেল কোম্পানির সমস্যা শোনার বিন্দু মাত্র আগ্রহও আমার নেই। এরিক জ্যাকসনের প্রসঙ্গেই আমি থাকতে চাই।'

'সেই চেষ্টাই আমি করছিলাম,' আড়ষ্টভাবে বলল গেব। 'অর্থাৎ আমি বলতে চাইছিলাম যে অনেক জায়গাতেই ট্র্যাভেল করে। হিডালগোতে ওর যাওয়ায় বাধা কোথায়?'

'এর কারণ সে ওখানে নেমে একটা বাকবোর্ড ভাড়া করে তিনজন কঠিন লোকের সাথে যোগাযোগ করে পনেরো তারিখে টুইন বাটসে আমাকে পিটাবার জন্যে ওদের চারশো ডলার অগ্রিম দিয়েছিল।'

ইটনের চেহারা পাথরের মত হয়ে গেছে এখন; সে বলল, 'আমার ওটা বিশ্বাস হয় না। তুমি এর কোন প্রমাণ দিতে পারো? ওই লোকগুলোকে টাকা দিতে কেউ ওকে দেখেছে?'

'ওর থেকে যে লোকটা টাকা নিয়েছিল সে এখন মৃত,' বলল বার্নি। 'আমার মনে হয় কথাটা তুমি আগেই জেনেছ। খবরটা হেরাল্ডে ছাপা হয়েছিল।'

'ওহ্, হ্যাঁ। লোকটার নাম ছিল হ্যাটার, সে তিন বছর তোমার ওপর একটা রাগ পুষে রেখেছিল।' ভুরু কুঁচকে সে আবার আগের মত ঠাণ্ডা স্বরেই বলে চলল, 'কিন্তু এর সাথে আমার কি সম্পর্ক? তুমি এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছ কেন?'

'তার কারণ যে টাকা জ্যাকসন ওদের দিয়েছিল সেটা তোমারই দেয়া।'

'আবারও বলছি, কথাটা তুমি কোর্টে প্রমাণ করতে পারবে?'

'না। তার প্রয়োজন হবে না,' বলল বার্নি। 'এটাই আমার কোর্ট।'

'তোমার কোর্টে কি কেবল শোনা কথা আর পরোক্ষ নিদর্শনই গ্রাহ্য হয়? প্রমাণের দরকার নেই? অন্য কোন কোর্টই এটা মেনে নেবে না।'

বাকি মদ শেষ করে গ্লাস হাতেই উঠে দাঁড়াল গেব। 'এবং আমি এখন তোমাকে যা বলব সেটাও কোর্টে গ্রাহ্য হবে না কারণ আমি অস্বীকার করব যে একথা আমি বলেছি।'

'কি কথা?'

'হ্যাঁ, আমিই তোমাকে মারার জন্যে লোক ভাড়া করতে জ্যাকসনকে টাকা দিয়েছিলাম,' শান্তস্বরে বলল গেবরিয়েল। 'আমি কোন খুনোখুনি চাইনি, কেবল তোমাকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে একটা আচ্ছামত মারের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম। তুমি বেয়াড়া রকম বেড়ে উঠেছিলে তাই তোমাকে একটু দুরস্ত করার দরকার হয়ে পড়েছিল।'

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না বার্নি। প্রচণ্ড রাগে অবরুদ্ধ স্বরে সে প্রশ্ন করল, 'ডাইনের টাকা?'

'না, আমার নিজের টাকা,' জবাব দিল গেব। 'তুমি বিনা কারণে আমার এক বন্ধুকে নির্দয় ভাবে পিটিয়েছিলে, তাই ওর হয়ে আমাকেই ব্যবস্থা করতে হলো। ওর পক্ষে তোমার মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না।'

'লোকটা নিশ্চয় হ্যারি ডাউ,' নীরস স্বরে বলল বার্নি।

গেবকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে সে প্রশ্ন করল, 'তোমার আইডিয়া না ওর?'

'বলা যায় এটা দুজনের মিলিত চিন্তার ফল,' বলল গেব।

খালি গ্লাস হাতে ড্রিঙ্কস ক্যাবিনেটের দিকে এগোবার আগে সে বার্নিকে প্রশ্ন করল, 'তোমার জন্যেও একপাত্র চলবে?'

বার্নি মাথা নাড়ল। দেয়ালের কাছে রাখা ক্যাবিনেটের দিকে রওনা হলো গেব। হতবুদ্ধি হয়ে কয়েক সেকেণ্ড ওখানেই বসে যা শুনল সেটাই উপলব্ধি করার চেষ্টা করল বার্নি। সেসিল মারা পড়েছে কারণ ড্যাল আর ইটন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে বার্নিকে একটা শিক্ষা দেয়া উচিত!

চেয়ারের হাতল থেকে উঠে দুই কদম এগিয়ে সে গেবের পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর কাঁধের ধাক্কায় গেব ছিটকে ক্যাবিনেটের কাঁচের দরজার ওপর পড়ল। গেবের মাথা ঠুকে যাওয়ায় মোটা কাঁচটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। খিস্তি করে গ্লাস ফেলে দিয়ে ঝুঁকে ক্যাবিনেটের নিচে একটা ড্রয়ার টেনে খুলল সে।

সঙ্গেসঙ্গে ওর পিছনে হাজির হলো বার্নি। বাম হাতে গেবের পেট জড়িয়ে ধরে ডান হাতে ওর পিস্তলের দিকে বাড়ানো হাতের কব্জি শক্ত করে চেপে ধরল। তারপর একটা হেঁচকা টানে গেবকে কামরার মাঝখানে সরিয়ে আনল। ধীরে বুনো শক্তি খাটিয়ে হাতটাকে মুচড়ে গেবের পিঠের ওপর এনে ঠেকাল। বার্নির পায়ের ওপর গোড়ালি ঠুকে নিজেকে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করল গেব। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে বার্কলে ওর হাতটাকে আরও মুচড়ে উপর দিকে ঠেলে তুলছে। ব্যথায় ককিয়ে অসহ্য কষ্ট প্রশমিত করার চেষ্টায় পায়ের আঙুলে ভর রেখে উঁচু হওয়ার চেষ্টা করছে ইটন।

পরক্ষণেই একটা বিকট চিৎকার করে উঠল গেব। কাঁধের পেশীর ভিতর শিরাগুচ্ছ ছেঁড়ার ভোঁতা আওয়াজ শুনতে পেল বার্নি। একই সাথে গেবের দেহটা ঢিলে হয়ে গেল। বুঝতে পারছে লোকটা জ্ঞান হারিয়েছে। গেবকে ছেড়ে দিল বার্নি। মেঝের ওপর মুখ ঠুকে উপুড় হয়ে পড়ল গে..। ওর অকেজো ডান হাত কুশ্রী একটা ভঙ্গিতে পিঠের ওপর পড়ে আছে।

মেঝের ওপর অচেতন দেহটার দিকে চেয়ে ফুসফুস ভরে বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে বার্নি। আধমিনিট পর, করিডরের দরজা খোলা রেখেই কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল।

ছাব্বিশ

পরদিন সকালে উঠে মুখহাত ধুয়ে হোটেলে নাস্তা খেয়ে সোজা ডিকের বাসায় গিয়ে হাজির হলো। সে জানে ডিককে এই সময়ে বাসায় পাওয়া যাবে না, কিন্তু মনিকাকে অবশ্যই পাওয়া যাবে। মেয়েটা জানবে ফাইল ক্যাবিনেটের কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে কিনা, এবং ওতে কি আছে। কিন্তু এটা কেবল আংশিক সত্য; ওর আসল উদ্দেশ্য মনিকার সাথে দেখা করা।

দরজার ঘণ্টা বাজাল বার্নি, কিন্তু কোন সাড়া নেই। তারপর দোতালা থেকে সিঁড়ি বেয়ে কারও নিচে নামার শব্দ ওর কানে পৌঁছল।

দরজা খোলার পর বার্নিকে দেখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল মনিকার চেহারায়। পরক্ষণেই বিস্ময়ের ভাব কেটে গেল। খুশিতে হেসে সে বলল, 'ওহ, বার্নি!' দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল মনিকা। বিস্মিত হয়ে বার্নিও দুহাতে জড়িয়ে ওকে আলিঙ্গন করল। মেয়েটা ওর গালে চুমো খেল।

'কোথায় ডুব দিয়েছিলে তুমি?' প্রশ্ন করল মনিকা। 'তোমার জন্যে দুশ্চিন্তায় আমার অসুস্থ হয়ে পড়ার জোগাড় হয়েছিল। তুমি একটা টেলিগ্রামও তো করতে পারতে?'

'টেলিগ্রামটা একগজ লম্বা হত। তাছাড়া ওটা পাঠাবার মত ফুরসতও আমার ছিল না।'

মনিকার চেহারা একটু মলিন হলো। বার্নির মনে হলো যেন বেশি ভাবাবেগ দেখিয়ে চুমো খেয়ে ফেলেছে বলে সে এখন কিছুটা অনুতাপ বোধ করছে।

'ভিতরে এসো,' বলল মনিকা।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে মনিকাকে অনুসরণ করে ওর মুখোমুখি

দাঁড়াল বার্নি।

'তুমি গত সন্ধ্যার ট্রেনেই ফিরেছ?' প্রশ্ন করল মনিকা।

মাথা ঝাঁকাল বার্নি। মনিকা আবার বলল, 'ওটা গত সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছে, আর এখন বেলা দশটা। অর্থাৎ আমাদের সাথে দেখা করার কোন তাড়াই তোমার ছিল না, বার্নি।'

ঘুরে লম্বা সোফায় বসে গদিতে চাপড় দিয়ে পাশে বসার আমন্ত্রণ জানাল বার্নি। কিন্তু পাশে না বসে মুখোমুখি একটা সোফায় বসল মনিকা।

'মনেমনে ইচ্ছা থাকলেও আমার দেহ আর পারছিল না, মনিকা। বাসায় পৌঁছে সেই যে বিছানায় ঢুকেছি, আজ সকালে পৌনে নটার আগে আর আমার ঘুম ভাঙেনি। ও হ্যাঁ, বাসায় যাওয়ার আগে আমি আরও একটা কাজ করেছি। হাত মুচড়ে ধরে আমি গেবরিয়েল ইটনের কাঁধ ভেঙে দিয়েছি।'

বিস্ময়ে মনিকার মুখ হাঁ হয়ে গেল। 'তুমি তাই করেছ? কেন?'

হয় মনিকা নিজের অভিমানের কথা ভুলে গেল, অথবা প্রচণ্ড কৌতূহলে নিজের সোফা ছেড়ে সে বার্নির পাশে এসে বসল।

'এর অর্থ কি, বার্নি?'

'সেসিল মারা গেছে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি ইটনই আমাকে মার খাওয়াবার জন্যে ওই লোকগুলোকে ভাড়া করেছিল।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'আমি গোড়া থেকেই শুরু করছি।'

তারপর মিলারটন থেকে টুইন বাটসে ডক মিলারের বাসায় যাওয়া থেকে শুরু করে আজ সকালে মনিকার সাথে দেখা হওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল।

বার্নি এটাও বলল যে কোর্টে বার্নি কোন সাক্ষী দাঁড় করাতে পারবে না জেনে ইটন যেমন নির্লজ্জভাবে সব স্বীকার করেও বার্নিকে ড্রিঙ্ক সাধল যে সে তার মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। লোকটা এভাবে সেসিলের মৃত্যু ঘটানোর পরেও বিনা সাজায় নাকের সামনে ঘুরে বেড়াবে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি বার্নি।

সেসিলের মৃত্যুর বর্ণনা শুনে মনিকার চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রুর ধারায় পানির ঢল নেমেছিল। বার্নির কথা শেষ হওয়ার পর সে

উঠে রান্নাঘরে গিয়ে মুখ ধুয়ে ফিরে এল। তবে এবার আর সাধার প্রয়োজন হলো না, সে নিজেই বার্নির পাশে গিয়ে বসল।

'তাহলে এখন বুঝতে পারছ তো আমি কেন আরও আগে এখানে আসতে পারিনি?'

'আমি দুঃখিত, বার্নি,' বলল মনিকা। 'আমি খুব স্বার্থপরের মত ভাবছিলাম। আমি নিজে তোমাকে মিস করেছি, সেটা ভিন্ন কথা। তুমি যে আসলে এখানে সময়মত পৌঁছতে পেরেছ সেটা আমাদের সবার জন্যেই ভাগ্যের কথা। আজ বিকেলেই তোমাকে আমাদের দরকার।'

'সবাই আমাকে এত করে চাইছে, এটা তো আমার ভাগ্যের কথা। কিন্তু আমাকে কেন দরকার?'

'পা, ইলাই আর ব্রায়েন আজ অ্যাডাম বেকন আর গেব ইটনের সাথে বিকেলে মীটিংএ বসবে। তুমি উপস্থিত নেই বলে পা যতটা সম্ভব দেরি করেছে। এখন তুমি এসে পড়েছ, এবার পা পুরো গোলা-বারুদ সহ ওখানে হাজির হবে।'

'কেইন ফাইল?'

মাথা ঝাঁকাল মনিকা; তারপর বার্নিকে জানাল ফাইল ঘেঁটে কি পাওয়া গেছে।

গোটা পঞ্চাশেক চিঠি বেছে বের করা হয়েছে যেগুলো ঘুষ দেয়া-নেয়ার বিষয়ে লেখা হয়েছে। ওগুলোর মধ্যে অন্তত বিশটা কোর্টে গ্রাহ্য হবে।

ওগুলোর মধ্যে কিছু চিঠি অ্যাডামের নির্দেশে কেইন লিখেছে। ওতে অ্যাডামের স্বাক্ষরও আছে। ডিক আর ইলাই অ্যাডামের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র তৈরি করার ফাঁকে মনিকা চিঠিগুলোর কপি টাইপ করেছে।

ক্রমবর্ধমান আগ্রহের সাথে মনিকার কথা শুনছে বার্নি। শেষ পর্যন্ত ওরা অ্যাডামের পতন ঘটাবার উপযুক্ত অস্ত্র হাতে পেয়েছে।

খুশিতে মনিকা বার্নির হাত চিপে দিয়ে হাতটা ধরেই থাকল। 'খুব চমৎকার একটা কাজ হয়েছে, তাই না?' বলল সে।

বার্নি কেবল মাথা ঝাঁকাল। মনিকা তার হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'চলো, রান্নাঘরে গিয়ে আমাদের জন্যে কিছু কফি গরম করা যাক।'

উঠে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল মনিকা। বার্নিও ওকে অনুসরণ করল। ওখানে মনিকা আগুনটা উস্কে দিয়ে আরও কাঠ চাপাল। ওর প্রতিটা অঙ্গের নড়াচড়াই বার্নির চোখে মধুর ঠেকছে। বার্নির মনে পড়ছে ওদের প্রথম একসাথে বেড়াতে যাওয়ার কথা। তখন থেকে মনেমনে মনিকাকেই সে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেতে চেয়েছে। কিন্তু তখন ওর জীবনে উন্নতির কোন আশাই ছিল না। সে ছিল ইলাই ডার্বির নিছক একটা অলস সেক্রেটারি। সে জানে পাত্র হিসেবে কোন মেয়েই তাকে খুশি মনে গ্রহণ করতে পারবে না।

কিন্তু এখন সেটা পাল্টাল কিসে? প্রথমত এখন ওরা পরস্পরকে আরও ভালভাবে চিনেছে, একে অন্যের ওপর নির্ভর করতে শিখেছে। আগামীতে যা ঘটতে যাচ্ছে তাতে অ্যাডামের রাজনৈতিক ভাবে পতন ঘটতে বাধ্য। সে যদি আবার ইলেকশনে দাঁড়ায় নির্ঘাত হারবে। অর্থাৎ ইলাই ডার্বিই হবে নতুন গভর্নর এবং বার্নি হবে তার ডান হাত। ভবিষ্যৎটা উজ্জ্বল সন্দেহ নেই।

বার্নি বলল, 'এদিকে এসো, মনিকা।' তারপর ভাবল: প্রস্তাব দেয়ার উপযুক্ত জায়গাই বটে! রান্নাঘর!

মেয়েটা কাছে এলে নিজের বিশাল হাত দুটো ওর কাঁধে রেখে চোখের দিকে চেয়ে সে বলল, 'আমি কি তোমাকে আগে কখনও বলেছি তুমি অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে, এবং আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি?'

মনিকা শান্ত স্বরে বলল, 'মুখে না বললেও অন্যভাবে বলেছ।'

ওকে কাছে টেনে নিয়ে চুমো খেল বার্নি। তারপর ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

'তাহলে আমরা বিয়ে করছি না কেন?' ফিসফিস করে ওর কানে কানে বলল বার্নি।

মনিকাও ফিসফিস করেই বলল, 'সত্যিই তো, কেন করছি না?'

সাতাশ

গভর্নর অ্যাডামের সাথে বিকেল তিনটায় ইলাই আর ডিকের মীটিঙের আয়োজন করা হয়েছে। মীটিঙে যেহেতু ইলাই-এর সেক্রেটারি হিসেবে বার্নি আর ডিকের সেক্রেটারি হিসেবে ব্রায়েন হাজির থাকবে, তাই ডিক ওখানে ওই তরফ থেকে গেব ইটনকেও হাজির থাকার অনুরোধ জানিয়েছিল।

সময় মতই ব্রীফকেস হাতে ডিক আর ইলাই তাদের সেক্রেটারি দুজনকে নিয়ে গভর্নরের রিসেপশন কামরায় হাজির হলো। সঙ্গেসঙ্গেই ওদের গভর্নরের কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো।

অ্যাডাম নিজের ডেস্কে বসে কিছু কাগজ নাড়াচাড়া করছিল, ওদের ঢুকতে দেখে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে সবার সাথে হাত মেলাল। অ্যাডামের উল্টো পাশের একটা চেয়ারে গেব ইটন বসে আছে। ওর ডান হাতটা স্লিঙে ঝুলছে। লোকটা বাম হাত তুলে বার্নিকে বাদ দিয়ে বাকি তিনজনকে স্বাগত জানাল।

অ্যাডাম বেকন হাতের ইশারায় বড় কনফারেন্স টেবিলটা দেখিয়ে এগিয়ে গিয়ে নিজের আসনে বসল। ওখানে আটটা চেয়ার পাতা আছে। আটটা প্যাড আর পেনসিলও রয়েছে। ওখানে আগে থেকেই যারা বসে ছিল, গভর্নরকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা উঠে দাঁড়াল। গভর্নর বসার পর তারাও বসল, কিন্তু ডিক ব্যারন তার চেয়ারের পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকল। অ্যাডাম ওর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

'অ্যাডাম, তোমার সাথে কি এত লোক থাকার কোন প্রয়োজন আছে?' প্রশ্ন করল ডিক।

ভুরু কুঁচকাল অ্যাডাম। 'এই মীটিঙে কি কথাবার্তা হলো তার একটা রেকর্ড থাকা উচিত। তোমার সাথেও তো কিছু লোক রয়েছে'

'ওরা আগেই জানে এখানে আমরা কি বিষয়ে কথা বলব। তোমার ভালর জন্যেই আমার মনে হয় ওসব কথা আর কারও না শোনাই ভাল,' বলল সে।

'কথাটা খুব বেয়াড়া শোনাচ্ছে,' বলে উঠল অ্যাডাম।

'এই পরিস্থিতিটাই বেয়াড়া। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

অ্যাডাম তার পুরোনো সেক্রেটারির দিকে চেয়ে বলল, 'আমাদের সবার সামনেই কাগজ-পেনসিল আছে, গিল। সুতরাং তোমরা যেতে পারো।'

ওরা তিনজন কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর ডিক বসল।

'আমি কি শুরু করতে পারি?' প্রশ্ন করল ডিক। অ্যাডামকে নড করতে দেখে সে আবার বলে চলল, 'তোমরা জানো ক্লড কেইনের পার্টি ফাইলগুলো আমরা আবার ফিরিয়ে এনেছি। ওগুলো এখন আমাদের হাতে।'

বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে অ্যাডাম বলল, 'তোমার নার্ভের কোন কমতি নেই, তাই না, ডিক?'

'না, তা নেই,' স্বীকার করল ডিক। 'ক্যাবিনেটটার তালা খোলাই আছে দেখে আমরা কাগজগুলো সব পড়ে দেখেছি।'

'ওটা তালা দেয়া থাকলেও কি তোমরা ওগুলো পড়ে দেখতে?' প্রশ্ন করল গেব। ওর স্বরে রাগের আভাস।

'হ্যাঁ, তালা দেয়া থাকলেও পড়ে দেখতাম,' বলল ডিক।

'ওতে নতুন কিছু খুঁজে পেলে?' জানতে চাইল অ্যাডাম।

'তোমার কাছে নতুন না হলেও আমার কাছে ওগুলো সবই নতুন।' পাশে বসা ব্রায়েনের দিকে চাইল ডিক। ব্রীফকেস খুলে সে কতগুলো কাগজ ডিকের দিকে বাড়িয়ে দিল।

ওগুলো দেখিয়ে ডিক বলল, 'এইখানে প্রমাণ আছে যে তোমার হয়ে ক্লড কেবল ঘুষ দাবি করেই ক্ষান্ত হয়নি, ঘুষ গ্রহণ করে তা তোমার হাতে তুলেও দিয়েছে, অ্যাডাম।' গেব ইটনের দিকে তাকাল ডিক। 'নতুন পার্টির চেয়ারম্যানও ওদের একজন, যারা বিভিন্ন সুবিধা চেয়েছে এবং সেগুলো পাওয়ার বিনিময়ে তোমাকে অঢেল টাকা দিয়েছে।'

'তোমার হাতের কাগজগুলো দেখি?' হাত বাড়াল অ্যাডাম।
কাগজগুলো ওর হাতে তুলে দেয়ার আগে ডিক বলল, 'এগুলো হচ্ছে আদি চিঠিগুলোর কপি। মূল চিঠিগুলো কোর্টে প্রমাণ হিসেবে দেখাবার জন্যে আমি নিজের কাছেই রেখেছি।'
গভর্নর কেবল গোটা ছয়েক চিঠি পড়ার পরেই ওগুলো গেবের দিকে বাড়িয়ে দিল। ইটন তার বাম হাতেই চিঠিগুলো নেড়েচেড়ে পড়ে দেখল। পড়া শেষ হলে সে বলল, 'আমরা এগুলো রাখতে পারি?'
'অবশ্যই।'
'তুমি কি করবে বলে ভাবছ, ডিক?' প্রশ্ন করল গেবরিয়েল।
'কেন? গ্র্যান্ড জুরির সামনে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে বিচার দেব। ওগুলোর মধ্যে অন্তত বাইশটা চিঠি আছে যেগুলো আদালতের বিচারে গ্রাহ্য হবে।'
চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ডিকের দিকে চেয়ে গেব বলল, 'তুমি একটা আপস মীমাংসায় আসতে চাইছ, নইলে এই মীটিং না ডেকে তুমি সোজা কোর্টেই যেতে। কি ধরনের আপস চাইছ তুমি?'
একটু নড়েচড়ে বসল ডিক। 'আমি চাই ক্রিসমাসের আগেই অ্যাডাম গভর্নরের পদ থেকে ইস্তফা দেবে। কারণ হিসেবে সে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখাবে।'
'যেন ইলাই গভর্নর হয়ে বসতে পারে?' প্রশ্ন করল গেব।
'আমাদের সংবিধানের নিয়মে তাই লেখা আছে, তাই না?'
আক্রোশের চোখে ডিকের দিকে চেয়ে আছে গেবরিয়েল। 'সেটা হলে তুমি আর গ্র্যান্ড জুরি ডাকবে না? আর কোন শর্ত আছে তোমার?' জানতে চাইল সে।
'হ্যাঁ, সাথে আরও কয়েকটা শর্ত আছে। তোমাকে পার্টির সভাপতিত্ব ছেড়ে দিতে হবে এবং তোমার অফিস সরিয়ে কংগ্রেস জংশনে নিয়ে যেতে হবে। তুমি তোমার কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট, সুতরাং এর ব্যবস্থা তুমি সহজেই করতে পারবে।'
ইটনের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠল। তুমি এখানকার জার (tsar), তাই আমাকে সাইবিরিয়ায় নির্বাসন দিচ্ছ, তাই না?'
'ঠিক তা নয়,' শান্ত স্বরে বলল ডিক। 'জাররা খুনীদের মৃত্যুদণ্ড

দিত। তুমি একজন খুনী, গেব।'
'ওটা একটা মিথ্যা অভিযোগ!' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল ইটন।
শান্ত স্বরেই ডিক বলে চলল, 'তুমি টুইন বাটসে বার্নিকে পিটাবার জন্যে তিনজন লোক ভাড়া করেছিলে যার ফলে তোমার একজন লোক ঘটনাস্থলেই মারা পড়েছিল, এবং ওখানে জখম হয়ে পরে সেসিল ডেভিসও মারা যায়। তুমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইলে আমি জুরির বিচারের বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। আমি আবার বলছি, তুমি একটা খুনী।'
গেবের চেহারা প্রচণ্ড রাগে নীল হয়ে উঠল। বার্নির দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল সে। একটা চিঠি তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ওটা রেখে আড়চোখে অ্যাডামের দিকে তাকাল।
গভর্নরের মুখে বিস্ময় আর প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়ার আভাস ফুটে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সে প্রশ্ন করল, 'ও যা বলছে, সেটা কি সত্যি, গেব?'
'সেটার ব্যাখ্যা আমি তোমাকে পরে শোনাব, অ্যাডাম।'
টেবিলের উল্টোপাশ থেকে বার্নি বলে উঠল, 'আমি এখনই ওটার ব্যাখ্যা দিচ্ছি, গভর্নর।' অ্যাডামের নজর পুরো মনোযোগের সাথে বার্নির দিকে ফেরার পর সে বলে চলল, 'সে তোমাদের দুজনেরই বন্ধু, হ্যাল ড্যালির পক্ষ নিয়ে ওর একটা উপকার করতে গেছিল। আমি আমার সম্পর্কে হেরল্ডে মিথ্যা সংবাদ ছাপানোর জন্যে হ্যালকে পিটিয়েছিলাম। সে গেবকে কিছু গুণ্ডা ভাড়া করে আমাকে পিটাতে অনুরোধ করেছিল। এবং তাই করা হয়েছিল। বাকি কথা ডিকের কাছেই তুমি শুনেছ।'
'এই খবরটা তুমি কোথায় পেলে?' প্রশ্ন করল অ্যাডাম।
'গতরাতে গেবের মুখ থেকেই শুনেছি। আজ সকালে ওই কারণেই ওর হাত স্লিঙে ঝুলছে।'
অ্যাডাম নীরব থাকল, ইটনও বার্নির কথার কোন জবাব দিল না।
'আমাদের মীটিঙের কথাবার্তা কি এখানেই শেষ, ডিক?' পরিশ্রান্ত স্বরে প্রশ্ন করল অ্যাডাম।
'না, পুরোপুরি শেষ হয়নি,' বলল ডিক। 'নতুন মাইনিং কমিশনের

আইন অনুযায়ী তোমার পাঁচজনকে নিয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে। অবসর নেয়ার আগে তুমি কাউকে নিয়োগ করতে যেয়ো না। ওটার ভার ইলাই-এর হাতেই ছেড়ে দাও।'

অ্যাডাম মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাল যে সে বুঝেছে।

'আরও একটা কথা আছে, অ্যাডাম। তোমার আদেশেই স্টেটের যাবতীয় খবর ছাপার ভার হ্যাল ড্যালিকে দেয়া হয়েছিল। ওই আদেশ তোমাকে বাতিল করতে হবে।'

'কিন্তু সেই এই শহরের একমাত্র মুদ্রাকর,' প্রতিবাদ করল অ্যাডাম।

'ক্রিসমাসের আগেই হেরল্ড নিলামে উঠবে,' জবাব দিল ডিক।

লম্বা একটা নীরবতার পর অ্যাডাম বলল, 'আমি তোমার মুখ থেকে কথাটা আবার শুনতে চাই যে আমি এসব শর্ত মেনে নিলে তুমি আর গ্র্যান্ড জুরির বিচার ডাকবে না।'

'তুমি যদি মেরি ই মাইনের যেসব শেয়ার ক্লড কেইন তোমার নামে লিখে দিয়েছে সেগুলো ফেরত দাও তাহলে কথা দিচ্ছি আমি তোমার বিরুদ্ধে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকার মত "লুটপাট"-এর মামলাটা কোর্টে তুলব না।'

উপর্যুপরি কয়েকটা মানসিক আঘাতে অ্যাডামের চেহারাটা একেবারে মড়ার মত ফেকাসে হয়ে গেছে। শেষে সে বলল, 'ওই শেয়ারগুলোর কথা তুমি কিভাবে জানলে জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'জিজ্ঞেস তুমি নিশ্চয়ই করতে পারো,' বলল ডিক। 'কিন্তু ওই প্রশ্নের জবাব তুমি পাবে না।'

উঠে দাঁড়াল ডিক। সে বলতে যাচ্ছিল, 'ধন্যবাদ জেন্টলমেন,' কিন্তু তা সে বলল না।

পরিবর্তে সে কেবল বলল, 'ধন্যবাদ।'

* * *

ওয়েস্টার্ন

লুটপাট

কাজি মাহবুব হোসেন

মাইন মালিকের দল মাইনারদের জীবনের বিনিময়ে নির্লজ্জ ভাবে মুনাফা লুটছে! দুর্নীতিবাজ কিছু রাজনীতিবিদ মোটা টাকার বিনিময়ে মাইন মালিকদের সাথে সহযোগিতা করছে। এরই বিরুদ্ধে লড়ছে বার্নি বার্কলে, ডিক ব্যারন আর ইলাই ডার্বি। কিন্তু খুনের জন্যে ওরা কেউ তৈরি ছিল না। আইনের স্বপক্ষে দুজন নিষ্ঠাবান মানুষের লড়াইয়ের এক বিচিত্র কাহিনী। এই লড়াইয়ে বুদ্ধির সাথে দৈহিক শক্তির ব্যবহার করতে বার্নি বাধ্য হলো শেষে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০